গল্পের শিরোনাম

চরিত্র গঠনমূলক হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী
৩৭টি সত্য ঘটনার এক অনবদ্য সংকলন

যে গল্পে হৃদয় গলে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

https://smfoundationbd.com

গল্পের শিরোনাম

হৃদয় গলে– ১

যে গল্পে হৃদয় গলে

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম. এ. [ফার্স্ট ক্লাস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়]
দাওরায়ে হাদীস [ফার্স্ট ক্লাস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড]
প্রাক্তন শিক্ষক, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর–১২ ঢাকা
শিক্ষা সচিব, নূরিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, সাটিরপাড়া, নরসিংদী

সম্পাদনায়

মাওলানা লিয়াকত আলী
সহ সম্পাদক, দৈনিক নয়া দিগন্ত

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

https://smfoundationbd.com

গল্পের শিরোনাম

যে গল্পে হৃদয় গলে [সিরিজ-১]

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবা: ০১৭১২৭৯২১৯৩, ০১৯২৩২২৯০৯৬, ০১৮১১৮২৮০৩১

পরিবেশক
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০০২

দ্বিতীয় প্রকাশ
নভেম্বর ২০০২

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া

বর্ণ বিন্যাস
মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদরাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া
৯/১, আরএনডি রোড, লালবাগ, ঢাকা

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

https://smfoundationbd.com

গল্পের শিরোনাম

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাভাজন আব্বা ও আম্মাকে
যাঁরা আন্তরিক দোয়া ও হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে আমাকে
বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

হৃদয় গলে সিরিজের বইসমূহ

১. যে গল্পে হৃদয় গলে [১ম খণ্ড/ সিরিজ-১]
২. যে গল্পে হৃদয় গলে [২য় খণ্ড/ সিরিজ-২]
৩. যে গল্পে হৃদয় গলে [৩য় খণ্ড/সিরিজ-৩]
৪. যে গল্পে অশ্রু ঝরে [সিরিজ-৪]
৫. যে গল্প হৃদয় কাড়ে [সিরিজ-৫]
৬. যদি এমন হতাম [সিরিজ-৬]
৭. ঈমানদীপ্ত কাহিনী [সিরিজ-৭]
৮. অশ্রুভেজা কাহিনী [সিরিজ-৮]
৯. যে গল্পে হৃদয় জুড়ে [সিরিজ-৯]
১০. যে গল্পে হৃদয় কাঁদে [সিরিজ-১০]
১১. হারানো দিনের সোনালী কাহিনী [সিরিজ-১১]
১২. হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী [সিরিজ-১২]
১৩. সাড়া জাগানো সত্য কাহিনী [সিরিজ-১৩]
১৪. সোনালী সংসার [উপন্যাস] [সিরিজ-১৪]
১৫. নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী [সিরিজ-১৫]
১৬. যে গল্পে হৃদয় কাঁপে [সিরিজ-১৬]
১৭. যে গল্পে মানুষ গড়ে [সিরিজ-১৭]
১৮. গল্পে গল্পে সোনালী অতীত [সিরিজ-১৮]
১৯. হৃদয়বিদারক করণ কাহিনী [সিরিজ-১৯]
২০. যে গল্পে ঈমান বাড়ে [সিরিজ-২০]
২১. ব্যথিত হৃদয় [উপন্যাস] [সিরিজ-২১]
২২. অব্যক্ত যন্ত্রণা [উপন্যাস] [সিরিজ-২২]
২৩. জীবন গড়ার টুকরো কথা-১ [সিরিজ-২৩]
২৪. আদর্শ কিশোর-কিশোরী-১ [সিরিজ-২৪]
২৫. আদর্শ যুবক-যুবতী-১ [সিরিজ-২৫]
২৬. আদর্শ স্বামী-স্ত্রী-১ [সিরিজ-২৬]
২৭. যে গল্পে হৃদয় ভরে [সিরিজ-২৭]
২৮. যে গল্পে হৃদয় সাজে [সিরিজ-২৮]
২৯. যে গল্পে হৃদয় খুলে [সিরিজ-২৯]
৩০. জীবন গড়ার টুকরো কথা-২ [সিরিজ-৩০]
৩১. হৃদয়ছোঁয়া ঘটনাবলী-১ [সিরিজ-৩১]
৩২. জীবন গড়ার টুকরো কথা-৩ [সিরিজ-৩২]

https://smfoundationbd.com

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার সিনিয়র মুহাদ্দিস নরসিংদী কেন্দ্রীয় বাজার জামে মসজিদের খতীব
আলহাজ্ব হযরত মাওঃ হাফেজ মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত

দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার শাখা আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদরাসার শিক্ষাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেবকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে মোবারকবাদ জানাই। তিনি সীমাহীন পরিশ্রম করে অসংখ্য ধর্মীয় বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা মন্থন করে তা থেকে সত্য ও চরিত্র গঠনমূলক ঘটনাগুলো দিয়ে "যে গল্পে হৃদয় গলে" নামক গ্রন্থখানা রচনা করেছেন এবং প্রায় সব ক'টি গল্প আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। আমার মনে হয়, এ জাতীয় বই পাঠ করা সর্বস্তরের লোকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ বর্তমান বাজারে যত গল্পের বই পাওয়া যায় তার অধিকাংশই মিথ্যা, বানোয়াট ও চরিত্র বিনষ্টকারী। এ বইটি নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকলের ঈমানের মজবুতী ও উন্নত চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দোয়া করি, আল্লাহপাক যেন মাওলানার প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং পাঠকদের উপকৃত হওয়ার তৌফীক নসীব করেন। আমীন ॥

আলী আহমাদ হুসাইনী

https://smfoundationbd.com

যে কথা বলা প্রয়োজন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর।

"যে গল্পে হৃদয় গলে" বইটির সর্ব প্রথম নাম দিয়েছিলাম 'এসো গল্প দিয়ে চরিত্র সাজাই' বা 'এসো গল্প থেকে শিক্ষা নেই'। পরবর্তিতে মুরুব্বীদের সাথে পরামর্শ করে বইটির বর্তমান নাম রাখি। বর্তমান নামটি উক্ত দু'টি নামের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ও পাঠকের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করবে এবং একে সবাই পছন্দ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তথাপি আমি কেন এর নাম 'এসো গল্প দিয়ে চরিত্র সাজাই' বা 'এসো গল্প থেকে শিক্ষা নেই' রাখতে চেয়েছিলাম আর কেনই বা আমি এরূপ একটি বই রচনায় আগ্রহী হলাম সে সম্পর্কে দু'চারটি কথা না বললে আমার মনে হয় দীর্ঘ প্রায় চার বছর এত পরিশ্রম করে বইটি রচনা করার মূল উদ্দেশ্যই পাঠকের অজানা থেকে যাবে।

মানুষের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য হল, তারা গল্প, কাহিনী, মর্মস্পর্শী ঘটনা ইত্যাদির প্রতি তুলনামূলকভাবে একটু বেশী আগ্রহী। এগুলো তাদের শুনতে যেমন ভাল লাগে তেমনি পড়তেও ভাল লাগে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি এসব গল্প-কাহিনী অসত্য, বানোয়াট, অশ্লীল কিংবা চরিত্র বিধ্বংসী হয় তবে এতে সাময়িক আনন্দ লাভ হলেও এর ফলাফল ও পরিণতি অত্যন্ত খারাপ হয়। এগুলো মানুষকে অসভ্য, অমার্জিত ও চরিত্রহীন মানবরূপী পশুতে পরিণত করে। পক্ষান্তরে এগুলো যদি সত্য ও চরিত্র গঠনমূলক হয় এবং এতে আত্মশুদ্ধি ও উপদেশ গ্রহণের মত উপাদান থাকে তবে এগুলো তাদেরকে শুধু আনন্দই দেয় না বরং সাথে সাথে সত্য ও সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট করে; সৎ, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। ফলে ধীরে ধীরে তারা লোভ-ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও পরনিন্দার ন্যায় মারাত্মক দোষগুলি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালবাসা, পরোপকার, পতিভক্তি,সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, খোদাভীরুতা,

https://smfoundationbd.com

ইবাদতে একনিষ্ঠতা, পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য, সৃষ্টিজীবের প্রতি দয়া প্রভৃতি মানবীয় গুণে গুণান্বিত হতে থাকে।

আজ বেশ কয়েক বছর যাবত আমি একটি বিষয় গভীরভাবে লক্ষ্য করে আসছি যে, ধর্ম-কর্ম থেকে যারা দূরে শুধু তারাই নয়, মোটামুটি দীনদার লোকেরাও ঐসব বই পাঠে অনীহা প্রকাশ করে বা একটু পড়েই রেখে দেয় যেগুলো কেবল হালাল-হারাম, জায়েজ-নাজায়েজ, করণীয়-বর্জনীয় প্রভৃতি এ জাতীয় বিষয়গুলো দিয়ে পূর্ণ থাকে এবং এতে আনন্দ দানকারী, চিত্তাকর্ষক, মর্মস্পর্শী কিংবা হৃদয়বিদারক কোনো কথা বা গল্প-কাহিনী না থাকে।

তাই এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, বর্তমান বাজারে নিছক আনন্দ দানকারী কিংবা চরিত্র বিনষ্টকারী হাজারো বইয়ের মোকাবেলায় আমাদেরকে এমন বই রচনা করা প্রয়োজন যেগুলো পড়ে একদিকে যেমন শিশু-কিশোর যুবক-যুবতী ও অন্যান্য ভাই-বোনেরা চিত্তবিনোদন ও আনন্দ লাভ করতে পারবে তেমনি অন্যদিকে এগুলো থেকে নৈতিক শিক্ষা ও চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন উপাদানও খুঁজে পাবে। মোটকথা, নিছক আনন্দ দান নয় বরং এর মাধ্যমে জাতি চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করবে এটাই আমার মূল উদ্দেশ্য।

তবে এই বই দ্বারা আমার উদ্দেশ্য পূরণে আমি কতটুকু সফল হয়েছি তার বিচারের ভার সম্মানিত পাঠকদের হাতেই অর্পণ করলাম।

কাঁচা হাতের লেখা ও মুদ্রণজণিত কারণে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ ব্যাপারে আমাকে অবহিত করলে কিংবা বইটির মানোন্নয়নের জন্য কোনো পরামর্শ দিলে অবশ্যই তা কৃতজ্ঞতার সাথে সাদরে গৃহীত হবে।

আমার জীবন সঙ্গীনী উম্মে সাদিয়া এই বই লিখার ক্ষেত্রে আমাকে

https://smfoundationbd.com

অনেক অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছে। বলতে গেলে তার উৎসাহ উদ্দীপনাতেই বইটি আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা বশীর উদ্দীন, মাওলানা আলী আহমদ হুসাইনী, মাওলানা আব্দুল হালীম, মাওলানা ওয়াহীদুর রহমান, মাওলানা যাকারিয়া ও মাওলানা আসআদ সহ সংশ্লিষ্ট সকলের ঋণও আমি অকৃপণভাবে স্বীকার করছি যাঁরা বইটির মানোন্নয়নের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ দিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞ করেছেন। তাছাড়া আমার বন্ধুবর মাওলানা হুসাইন আহমাদের প্রতিও অনেক অনেক শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। যিনি বিভিন্ন সহযোগিতা ও পান্ডুলিপি কম্পোজের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন।

এ বইয়ের গল্প-কাহিনীগুলো যদি পাঠক ভাই-বোনদের হৃদয়ে সামান্যতমও রেখাপাত করতে সক্ষম হয় এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা সুন্দর চরিত্র গঠনে অনুপ্রাণিত হন তাহলে আমি আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

বিনীত

১/১০/২০০২ইং মোঃ মুফীজুল ইসলাম ভাদুঘরী

২য় সংস্করণের ভূমিকা

'যে গল্পে হৃদয় গলে' গত ২০ নভেম্বর, ২০০২ আত্মপ্রকাশ করে। এক মাস শেষ না হতেই ২য়বার বইটি ছাপার তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মনে হয়, হৃদয়ের সমস্ত দরদ নিয়ে লেখা এ বইটি আল্লাহ্ পাক কবুল করেছেন। কারণ, এত স্বল্প সময়ে ১ম সংস্করণের সমুদয় কপি শেষ হয়ে যাবে এবং পাঠক মহলে বইটি এত ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে তা কারো কল্পনায়ও আসেনি। এজন্য আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া।

যারা বইটি পড়ে উপকৃত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন এবং এ ধরনের বই সকলেরই প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ সংস্করণে মুদ্রণজনিত ভুল-ত্রুটিগুলো সংশোধন করা হয়েছে। বইটির ২য় খণ্ডের কাজও চলছে। আশা করি, ১ম খণ্ডের ন্যায় ২য় খণ্ডও আপনাদের ভাল লাগবে।

পরিশেষে, লেখকের পক্ষ থেকে বিনীত আরজ এই যে, আপনারা এ বইয়ের গল্প-কাহিনীগুলো ঈমানের মজবুতী ও চরিত্র গঠনের নিয়তে বারবার পাঠ করবেন এবং এ বইটি যেন আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন সেজন্য প্রত্যেক নামাযের পর দোয়াও করবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

১৮/১১/২০০২ইং — লেখক

https://smfoundationbd.com

গল্পের শিরোনাম

কোন পাতায় কি আছে

☞ খলীফার মহানুভবতা ১১
☞ অপূর্ব আত্মদান ১৩
☞ কবরেও ধনী-দরিদ্র ১৭
☞ সততার পুরস্কার ১৯
☞ জীবন পরিবর্তনের এক বিস্ময়কর কাহিনী ২২
☞ আহা! মেয়েরা যদি এমন হতো! ২৯
☞ নারীর ইজ্জত নিয়ে পৈশাচিক খেলা ৩৪
☞ খোদাভীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ৩৮
☞ এক নেককার নববধূর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য ৪১
☞ অন্ধকার যুগের একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা ৪৪
☞ আরেকটি মর্মান্তিক কাহিনী ৪৭
☞ পর্দাহীন মেয়েদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে কি? ৪৮
☞ হে খোদা! আমার কি ক্ষতি হলো? ৫০
☞ আমরাও কি এমন বিনয়ী হতে পারি না? ৫২
☞ পতি ভক্তির এক অনুপম দৃষ্টান্ত ৫৫
☞ আমি কি ওর চাইতেও বড় পাপী? ৫৭
☞ অবাধ্য স্ত্রীর ভয়াবহ পরিণাম ৬১
☞ আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা ৬৬
☞ কত দয়াময় আমার প্রভূ ৭০
☞ তাবলীগের খাতায় নাম লেখানোর শুভ পরিণাম ৭২
☞ ঈমান তো এমনই হওয়া চাই ৭৩
☞ মায়ের দোয়ায় কি না হয় ৭৬
☞ দানের মাল আরো বাড়ে ৭৭
☞ লোভে পাপ পাপে মৃত্যু ৮০
☞ ঠাট্টা বিদ্রুপের ভয়াবহ পরিণাম ৮৩
☞ মুমিনদের তো এমনই নির্লোভ হওয়া উচিত ৮৭
☞ একটি সুন্নতের শক্তি কত? ৮৯

https://smfoundationbd.com

গল্পের শিরোনাম

☞ আজকের শাসকরা যদি এমন মহানুভব হতেন	৯১
☞ দানের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত	৯২
☞ খোদার কুদরত বুঝা বড় দায়	৯৫
☞ উস্তাদের দোয়ার ফল	৯৮
☞ চোগলখোরী একটি মারাত্মক ব্যাধি	১০১
☞ সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী	১০৪
☞ হযরত আলী (রাঃ) এর কারামত	১০৬
☞ প্রকৃত পক্ষে একেই বলে আমীর	১০৭
☞ স্বামীর কথা মানার আশ্চার্য ফল	১০৮
☞ আলেমের বুদ্ধি পরীক্ষা	১০৯
☞ সোনালী উপদেশ মালা	১১১

যেখানে যেখানে বইটি পাবেন

১। আল-কাউসার প্রকাশনী, ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।
২। থানভী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।
৩। নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী, ৫০,বাংলাবাজার, ঢাকা।
৪। এমদাদিয়া বুক হাউস, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
৫। মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২২১
৬। দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসা, নরসিংদী।
৭। শামসুল উলূম লাইব্রেরী, স্টেশন রোড, নরসিংদী।
৮। এমদাদিয়া স্টোর, স্টেশন রোড, নরসিংদী।
৯। সোলায়মানিয়া লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি-বাড়ীয়া।
১০। ফয়েজ লাইব্রেরী, মসজিদ রোড, বি-বাড়ীয়া।
১১। তাজ লাইব্রেরী, টি,এ রোড, বি-বাড়ীয়া।

এছাড়াও দেশের অভিজাত লাইব্রেরী সমূহে পাওয়া যাবে।

https://smfoundationbd.com

গল্পের শিরোনাম

খলীফার মহানুভবতা

কত সুন্দর এই পৃথিবী! দেখতে কতোই না ভাল লাগে!! অপরূপ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিচিত্র এই পৃথিবী কত আনন্দই না দান করে আমাদেরকে। উপরে নীল আকাশ, নীচে বিস্তৃত সুবিশাল ভূমি, মাঝে মাঝে সবুজ বৃক্ষরাজির অপূর্ব সমাহার আর স্রোতের কলকল ধ্বনি- সবই যেন প্রতি মুহূর্তে মহান স্রষ্টার মহিমা ঘোষণা করছে, ঘোষণা করছে তার অপার শক্তির কথা।

মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা তাঁর অপরিসীম নৈপূণ্য ও শৈলীতে সৃষ্টি করেছেন 'পৃথিবী' নামক এই ধরাতল। পাঠিয়েছেন এতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব জাতিকে। সাথে সাথে তাঁদের সমূহ কল্যাণ, যাবতীয় সফলতা ও স্বীয় পরিচয় প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন এই জগতের বুকে অসংখ্য নবী রাসূল। আগমন ঘটিয়েছেন তাঁদের উম্মতের মাঝে এমন কিছু মহান ব্যক্তিত্ব ও পবিত্রাত্মা মানবের; যাঁদের অনুপম চরিত্র ও ঈর্ষনীয় জীবনাদর্শ আমাদেরকে বিস্ময়াভিভূত করে তোলে। হৃদয়-মন থেকে নিজের অজান্তেই যেন অস্ফুট স্বরে বেরিয়ে আসে– মানব চরিত্র কি এত সুন্দর হতে পারে? মানুষের আখলাক কি এত উন্নত হতে পারে ?

যাঁদেরকে ধন-দৌলত, নেতৃত্ব ও সম্পদের প্রাচুর্য একটুও সরিয়ে আনতে পারেনি মহামহিম আল্লাহর একনিষ্ট আনুগত্য থেকে; রাজত্বের মহা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েও যাঁরা ছিলেন একান্ত বিনয়ী; যাপন করতেন সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবন; এমনই এক মহান ব্যক্তিত্বের ছোট্ট একটি ঘটনা তুলে ধরছি প্রিয় পাঠকদের সম্মুখে।

নিঝুম রাত। চারদিকে অন্ধকার। কোথাও কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। সবাই ঘুমের ঘোরে সম্পূর্ণ অচেতন। নীরব-নিস্তব্ধ অমানিশার এ অন্ধকার রাতে ছোট্ট একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে কাগজের বুক চিরে খস্ খস্ করে কি যেন লিখে যাচ্ছেন খলিফা উমর বিন আব্দুল আজীজ।

পাশেই উপবিষ্ট ছিলেন একজন মেহমান। খলিফা একাগ্রচিত্তে কলমের ডগা দিয়ে বিরামহীন ভাবে লিখে যাচ্ছেন। কোন দিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই।

https://smfoundationbd.com

হঠাৎ পাশে রাখা বাতিটা নিভু নিভু হয়ে গেল। মনে হলো, এখনই তা নিভে যাবে। এ অবস্থা অবলোকন করে বাতিটা ঠিক করার উদ্দেশ্যে উপবিষ্ট মেহমান স্বীয় আসন ছেড়ে সামনে অগ্রসর হলেন। এতে খলীফা চমকে উঠলেন। সাথে সাথে তিনি মেহমানকে এই বলে নিবৃত্ত করলেন যে, "মেহমানের দ্বারা কাজ করানো ইসলামী সৌজন্যবোধের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।"

একথা শুনে মেহমান অবাক বিস্ময়ে খলিফার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না। তিনি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। অবশেষে সম্বিত ফিরে পেয়ে বললেন –

"তাহলে আপনার খাদেমকে একটু ডেকে দেই? খলিফা তাতেও বাধা দিলেন। বললেন, না, তাকে এখন ডেকে আনা কিছুতেই সমীচীন হবে না। কেননা সে অল্প কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুমিয়েছে।

অতঃপর খলিফা নিজ হাতে বাতিটা ঠিক করলেন। তারপর স্বীয় আসনে ফিরে এসে মেহমানকে সম্বোধন করে বললেন–"দেখুন! বাতি ঠিক করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি যে উমর ছিলাম, এখনো সেই উমরই রয়ে গেছি। বাতি ঠিক করাতে বিন্দুমাত্রও সম্মানের হানি হয়নি আমার।"

উল্লেখিত ঘটনা থেকে আমরা তিনটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অর্থাৎ মেহমানের খাওয়া দাওয়া ও আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন মেযবানের পক্ষে জরুরী তেমনি মেহমানকে দিয়ে নিজের কোন কাজ করানোও ইসলামী সৌজন্য বোধের পরিপন্থী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং কিয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।"

আর দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে– নিজের কাজ নিজ হাতে করাতে অসম্মানের কিছুই নেই। অর্থাৎ আমার সম্মান ও পদমর্যাদা যত উঁচু পর্যায়েরই হউকনা কেন, আমি যত বড় ধনীর দুলাল বা দুলালীই হই না কেন, সর্বদা একথা আমাকে খুব ভাল ভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, নিজের কাজ নিজের হাতে করাতে কোনই দোষ নাই, কোনই ক্ষতি নাই; বরং এতে শুধু লাভ আর লাভ। হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজ (রহঃ) এত

https://smfoundationbd.com

বড় খলীফা হওয়া সত্ত্বেও নিজের বাতিখানা নিজ হাতেই ঠিক করেছেন। এতে কি তাঁর ইজ্জত সম্মান কমে গেছে? না, মোটেও কমেনি। বরং যুগ যুগ ধরে যারাই খলিফার এ ঘটনা শ্রবণ করবে, তাদের মস্তক আপনা আপনি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় নুয়ে আসবে। তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এ কথা হয়তো নিজের অজান্তেই বেরিয়ে আসবে "হযরত উমর বিন আব্দুল আজীজ (রহঃ) কতই না বিনয়ী খলিফা ছিলেন? কত বড় উদার চিত্তের অধিকারী ছিলেন তিনি!"

তৃতীয় শিক্ষা হচ্ছে– সর্বদা অন্যের আরামের প্রতি খেয়াল রাখা। চাই সে ঘরের চাকর বা চাকরানীই হউক না কেন। কেননা সেও তো মানুষ। আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। আমার যেমন শান্তি ও আরামের প্রয়োজন তেমনি তারও তা প্রয়োজন। নিজেকে ঘরের কর্তা বা মনীব ভেবে কাজের ছেলে মেয়েদের উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালনা করা, তাদের আরামের প্রতি মোটেও খেয়াল না করে যে কোন সময় যে কোন হুকুম পালন করতে বাধ্য করা, কখনোই একজন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না। তাইতো খলিফা উমর বিন আব্দুল আজীজ (রহঃ), খাদেম সবেমাত্র ঘুমিয়েছে এখন ডাকলে তার কষ্ট হবে এ কথা চিন্তা করে তাকে ডাকতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর খাদেমের কাজটি নিজের হাতে সম্পন্ন করেছেন। সুতরাং আমরাও কি এ মহান খলিফার ন্যায় আপন চাকর চাকরানী ও খাদেমদের প্রতি এরূপ সদাচরণ করতে পারি না? পারিনা নিজের আরাম আয়েশের মত তাদের আরাম আয়েশের প্রতিও খেয়াল রাখতে? আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। আমীন। ❑

অপূর্ব আত্মদান

বদর যুদ্ধের চরম পরাজয়ের পর মক্কা নগরীতে সেই যে শোকের ছায়া নেমেছে আজো তা মুছেনি। কাফির মুশরিকরা আজও ভুলতে পারেনি তাদের সেই পরাজয়ের গ্লানি। মনে হয় এ পরাজয় যেন তাদের জীবন থেকে চিরতরে কেড়ে নিয়েছে সকল হাসি আর আনন্দ-উল্লাস। বিষাদময় মক্কার আকাশে বাতাসে এখন আর আগের চঞ্চলতা নেই। নেই মরুচারী যাযাবরদের দুরন্তপনা।

https://smfoundationbd.com

কিন্তু একটি ঘোষণা হঠাৎ করেই মক্কার সর্বত্র নতুন করে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। চতুর্দিকে বয়ে চলল হর্ষ-উল্লাসের বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার। এইতো কিছুক্ষণ পূর্বে দফ বাজিয়ে ঘোষণা করা হল, মুহাম্মদের ঐ চরটিকে আজ শূলে চড়ানো হবে, বদর যুদ্ধে যে হারিছ বিন আমেরকে হত্যা করেছিল। ঘোষণা শুনে সকলেই দৃশ্যটি উপভোগ করার জন্য ছুটে চলল।

তানঈনের বিশাল প্রান্তর। শিশু -কিশোর থেকে শুরু করে মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই সেখানে সমবেত হয়েছে। প্রতি হিংসার পাশবিক আনন্দ সকলের চোখে মুখেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

জনতার ভীড়ের মাঝে সকল প্রকার কটাক্ষ ও হৈ-হুল্লোর উপেক্ষা করে বন্দী খুবাইব (রাঃ) নিশ্চিন্তে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছেন। যেন ভাবনার এক নতুন জগতে হারিয়ে গেছেন তিনি। তার সামনেই স্থাপিত হল শূল-কাষ্ঠ। একটু পরেই তার জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য স্তব্দ হয়ে যাবে। অথচ কি আশ্চর্য! তার চেহারায় কোন ভয়ের ছাপ নেই, নেই হীম-শীতল মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকার আতংকে কোন বিষণ্নতা। কিংবা বিচলিত হওয়ার ক্ষীণতম লক্ষণ। জীবন-মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে এক মুশরিক বীর ধীর পদে এগিয়ে এসে হযরত খুবাইব (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বলল, হে পিতৃ পুরুষের ধর্ম ত্যাগকারী! তোমার জীবন লীলা এখনই সাঙ্গ হবে। চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে তোমার হৃদয়স্পন্দন। এই অন্তিম মুহূর্তে তোমার কোন বাসনা আছে কি?

খুবাইব (রাঃ) মুখ তুলে প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ! দুনিয়া থেকে বিদায়ের এবং আপন প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার সময় সন্নিকটে। কাজেই আমাকে দু'রাকাত নামায পড়ার সুযোগ দাও।

কাফির মুশরিকদের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনীর মাঝে অন্তিম আকাঙ্খা পূরণের জন্য খুবাইব (রাঃ) নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। খোদা প্রেমের কি অপূর্ব দৃশ্য! যেন স্বীয় সত্তাকে হারিয়ে বহুদূরে কোথাও চলে গেছেন। যেন গোপন অভিসারে প্রেমাস্পদের কানে কানে প্রেমকথা বলছেন। জীবনের সঞ্চিত সব প্রেম-ভালবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভুর সমীপে উজাড় করে দিচ্ছেন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।

https://smfoundationbd.com

খুবাইব (রাঃ) শান্তভাবে নামায শেষ করে বললেন, তোমরা হয়তো মনে করছো, মৃত্যুর ভয়ে আমি নামায বিলম্ব করছি; নচেৎ আরও দু'রাকাত নামায পড়তাম।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে রবের ইবাদতে এত গভীর ভাবে মগ্ন হওয়া যায়, শেষ আকাঙ্খা হিসেবে ইবাদতকে বেছে নেয়া যায়; হাতে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তি পূজারী বেওকুফ কাফেররা কোন দিন তা ভাবতেও পারেনি। তাইতো তখন বেশ কিছু চাপা প্রশ্ন তাদের হৃদয়-মনকে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। বিবেকের দংশন তাদের ভিতরটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছিল। তাদের বিবেক বলছিল–তারা কি এমন নিষ্ঠার সাথে প্রভুর ইবাদত করতে পেরেছে? পেরেছে কি তাদের প্রতিমার সামনে এমন কায়মনোবাক্যে দাঁড়াতে? অন্তিম আকাংখা পূরণের সুযোগ পেলে তারা কি প্রতিমার পূজাকে পছন্দ করবে? বিবেকের এই প্রশ্ন বানে জর্জরিত হয়ে একে অপরের দিকে চাওয়া চাওয়ি করছিল তারা।

নামায শেষে তাকে শূলিতে চড়ানো হল। ৪০জনের এক সারিবদ্ধ তীরন্দাজ দল চতুর্দিক দিক থেকে তাঁর উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে তাঁর সমস্ত দেহ চালনীর মত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! আল্লাহর প্রেমে নিবেদিত প্রাণ খুবাইব (রাঃ) অবিশ্বাস্য রকমের শান্ত। রূপ কথার মত শুনালেও বাস্তব সত্য যে, 'উহ্' শব্দটি পর্যন্ত তার মুখ থেকে বের হল না। নশ্বর দেহের সাথে কি মর্মান্তিক ও দুঃখজনক আচরণ চলছে সে দিকে নয় বরং আরও উর্ধ্বে অদৃশ্যলোকে তাঁর দৃষ্টি। তাঁর দৃষ্টি তখন সুদূর নীল আকাশের নীলিমায় নিবদ্ধ। দৃঢ় প্রশান্তিতে তাঁর মুখ মণ্ডল দীপ্তিমান। হয়তো সেখান থেকে বেহেশতের ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরের দল তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। না হয় জান্নাতের অবিনশ্বর নয়নাভিরাম সবুজ বাগ-বাগিচার দৃশ্যে আটকে রয়েছে তাঁর পলকহীন দৃষ্টি।

ইতিমধ্যে এক কাফের তাঁকে লক্ষ্য করে কসম খেয়ে বলল, খুবাইব! তুমি চাইলে এখনও পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেতে পার। তবে শর্ত হল- একথা তোমাকে স্বীকার করতে হবে যে, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে আর তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করা হবে এতে তুমি সন্তুষ্ট।

https://smfoundationbd.com

একথা শুনে হঠাৎ করেই যেন জ্বলে উঠল মৃত্যু পথযাত্রী খুবাইব (রাঃ) এর চোখের তারা। ঘৃণা আর ক্রোধে কাঁপতে শুরু করল তার সমস্ত দেহ। তার নেতিয়ে পড়া শির আঘাত খাওয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় ফুঁসে উঠল। অতঃপর অগ্নিঝরা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, আমার প্রাণের বিনিময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে একটি কাঁটাও বিদ্ধ হোক তাও আমি সহ্য করব না।

জবাব শুনে সকলেই হতবাক। অবাক বিস্ময়ে খুবাইব (রাঃ) এর দিকে তাকিয়ে তারা ভাবে, এমন কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়েও কি কেউ প্রেমাস্পদের বিপদাশংকায় শিউরে উঠতে পারে? পারে নিজের মৃত্যু যাতনাকে এত সহজে ভুলে যেতে? তবে কি সত্যিই তারা রাসূলের পদতলে আপন জীবন লুটিয়ে দিতে প্রস্তুত?

একদিকে কাফিরদের সারিবদ্ধ প্রচণ্ড আক্রমণ আর অন্যদিকে রাসূল প্রেমে আত্মহারা খুবাইব (রাঃ) কাতর স্বরে প্রার্থনা করছেন–হে খোদা! এমন কেউ আছে কি? যিনি তোমার রাসূলের নিকট আমার বিদায় বেলার সালাম খানি পৌঁছে দেবে? আল্লাহ পাক তখন অহীর সাহায্যে তাঁর অন্তিম সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন। সালাম পেয়ে মদীনায় বসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন–ওয়া আলাইকুমুস্‌সালাম ইয়া খুবাইব! অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, কোরেশরা খুবাইবকে শহীদ করে দিয়েছে।

এ ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাহাবায়ে কেরামের প্রেম ও ভালবাসার চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রিয়তম নবীকে কষ্ট দেয়া তো দূরের কথা, তার পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হউক একথা মুখে উচ্চারণ করাও তাদের সহ্য হতো না। প্রিয় পাঠক? আমরাও পারি না সাহাবাদের মতো রাসুলের প্রতি ভালবাসার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে? আমাদের একথা ভাল করে জেনে রাখা দরকার যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসা ছাড়া আল্লাহকে ভালবাসা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, "আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুরসণ অনুকরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ সমূহকে মাফ করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মহাক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু।"

https://smfoundationbd.com

এক হাদীসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা-পুত্র ও দুনিয়ার সকল মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় পাত্র না হই।

শেষ তীরটি মুমূর্ষ খুবাইবের শরীরে বিদ্ধ হলো। পুনরায় নেতিয়ে পড়লো তাঁর উন্নত শির। নশ্বর মাটির দেহ থেকে বেরিয়ে গেলো তার অবিনশ্বর আত্মা। আর তার প্রশান্ত মুখের সেই অনাবিল হাসি ফুটে আছে অনন্তকালের দৃশ্যহীন অবয়বে। এ হাসি মুখ মলীন হবে না কোন দিন। ❑

কবরেও ধনী-দরিদ্র

৫ই এপ্রিল। ১৯৮৩ সাল। একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় "কবরে ও ধনী দরিদ্র" শিরোনামে মর্মস্পর্শী একটি সত্য ঘটনা। এই ঘটনা সেদিন অনেকের চোখেই পানি এনে দিয়েছিল। ক্ষত-বিক্ষত করেছিল প্রতিটি বিবেকবান মানুষের হৃদয়কে। তারা ভেবেছিল, বর্তমান এই সভ্য জগতেও কি এমন কঠিন হৃদয়ের মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের ইজ্জত সম্মান ও আভিজাত্যকে রক্ষা করার হীন স্বার্থে আপন ফুফুর সাথে শুধু 'গরীব' হওয়ার অপরাধে এমন নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করতে পারে? তাও আবার জীবদ্দশায় নয়, মৃত্যুর পরে!

কিশোরগঞ্জ জেলার অধিবাসী ওয়াজেদুল ইসলাম খাঁ। অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। বর্তমানে গ্রামের নিবাস ছেড়ে ঢাকা শহরে এসে বসবাস করছেন। 'আসুর মা' বলে পরিচিত তার এক গরীব ফুফু ছিল। ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে এই আসুর মা দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন। ফুফুর ইন্তেকালের সময় খাঁ সাহেব ছিলেন ঢাকায়। মৃত্যু সংবাদ তিনি সাথে সাথে পেয়েছিলেন কি-না তা জানা যায়নি। ফুফুর সামাজিক অবস্থান আর খাঁ সাহেবের সামাজিক অবস্থান ধন-দৌলতের মানদন্ডে আসমান-জমীন ব্যবধান থাকার কারণে হয়তো সামাজিক সম্পর্কও ছিল দুই দিগন্তে। এজন্য কেউ বোধ হয় তাকে মৃত্যু সংবাদ পৌছাবার সাহসও করেনি। অথবা মৃত্যু সংবাদ পৌছে থাকলেও গরীবের জানাযায় শরীক

https://smfoundationbd.com

হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলেও তিনি হয়তো মনে করেননি। যে কোন কারণেই হোক ফুফুর মৃত্যুর সময় বা তার দাফনের পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও খাঁ সাহেব গ্রামের বাড়ীতে গিয়ে জানতে চেষ্টা করেননি যে, কি অসুখে কিভাবে তার ফুফু মারা গেলেন। মৃত্যুর প্রায় একমাস পর তিনি জানতে পারলেন যে, তার পারিবারিক কবরস্থানে ফুফুকে সমাহিত করা হয়েছে।

সংবাদ শুনে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তার ক্ষুব্ধ চেহারা যেন বলছিল, গ্রামের লোকজন তার ফুফর লাশকে তারই পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করে শুধু মস্তবড় ভুলই করেনি, মহা অন্যায়ও করেছে। এতে তার চরম অপমান হয়েছে। কেমন করে এ অপমান সহ্য করা যায়!

ধনী খাঁ সাহেবের ধন দৌলত এতদিনে তাকে সমাজের মধ্যে একটা সম্মানের আসন সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেই সম্মান তাকে গরীব আত্মীয় স্বজন থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাইতো এখন তার চাল-চলন, বেশ-ভূষা, উঠা-বসা সবই আলাদা। এমনকি পরিচিতিও আলাদা। নতুন নতুন আত্মীয়তার ক্ষেত্রও গড়ে উঠেছে আলাদাভাবে। শুধু তাই নয় সামাজিক স্টেটাস রক্ষা করার খাতিরে তিনি গোরস্থানও আলাদা করে নিয়েছেন। অতএব এমন মর্যাদাবান ব্যক্তির পারিবারিক গোরস্থানে গরীব ফুফুর মৃত দেহটাকে স্থান তো দেয়া যায় না!

খাঁ সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন, যে কোন উপায়েই হউক গরীব ফুফুর লাশকে তার পারিবারিক গোরস্থান থেকে উত্তোলন করতেই হবে। কিছুতেই উহাকে সেখানে রাখা যাবে না। কারণ এতে তার মান যাবে। ইজ্জত, সম্মান, সুনাম সবই ভুলণ্ঠিত হবে।

এ সিদ্ধান্ত তিনি রাজধানী ঢাকাতেই বসেই নিয়েছেন। হোক না এই মহিলা তার ফুফু, তাতে কি হয়েছে? গরীবকে তো আর ধনীদের সাথে মিলানো যায় না। গরীব-ধনীর পার্থক্য তো করবেও থাকা চাই।

খাঁ সাহেব ঢাকা থেকে দুজন ভোম নিয়ে গ্রামে আসেন। অতঃপর তাদেরকে দিয়ে ফুফুর গলিত লাশটি কবর থেকে তুলে অন্যত্র মাটি চাপা দেন। গ্রাম বাসীরা এ দৃশ্য দেখে যারপর নাই বিস্মিত হয়। কেউ কেউ সাহস করে আপত্তি জানায়। কিন্তু খাঁ সাহেব কারো কথায় কর্ণপাত

https://smfoundationbd.com

করেননি। কারণ ব্যাপারটি তার মর্যাদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। গরীব ফুফুর গলিত লাশ অন্যত্র সরিয়ে নেবার কারণে খাঁ সাহেবের পারিবারিক গোরস্থানের মান-মর্যাদা যেন আবার ফিরে আসে। খাঁ সাহেব প্রমান করে ছাড়লেন যে, জীবিত অবস্থায় সামাজিক প্রেষ্টিজ আর স্টেটাসের যেমন সিঁড়ি থাকে, আশরাফ-আতরাফের পার্থক্য মেনে চলা হয়, ধনী-গরীবের ব্যবধান থাকে, মৃত্যুর পর কবরেও সেই ব্যবধান অবশিষ্ট থাকে, ধনী-গরীবের ব্যবধান লোপ পায় না।

খাঁ সাহেবের বাপের আদরের বোন আসুর মা শুধু গরীব হওয়াটাই যেন তার সব চেয়ে বড় অপরাধ। যার কারণে খাঁ সাহেবের পারিবারিক গোরস্থানে মরণের পরেও তিনি ঠাই পেলেন না। খাঁ সাহেবের মত মানুষদের গরীব ফুফুরা এ আচরণই জীবিত থাকতে এবং মরণের পরে পেয়ে থাকেন। যেমন পেয়েছেন আসুর মা নামের গরীব ফুফু। এরই নাম খাঁ সাহেবদের প্রেস্টিজ রক্ষা, যে প্রেস্টিজের উপর শুধু মানুষই নয় শয়তানও বোধ হয় থুথু নিক্ষেপ করে। রক্তের সম্পর্ককে অস্বীকার করে খাঁ সাহেবরা স্টেটাস রক্ষার জন্য মিথ্যা আভিজাত্যের যে মেকী আবরণ সৃষ্টি করে রাখেন পরকালেও কি তারা এই স্টেটাস রক্ষা করতে পারবেন? দুর্বলদের দাবিয়ে রাখার নীতি পালনই যাদের দুনিয়ার সাধনা- তারা আখেরাতে হাই স্টেটাসতো পাবেই না, বরং কঠিন থেকে কঠিনতর আযাবই তাদের জন্য বরাদ্ধ হবে। এটাই আল্লাহর বিধান। ❑

সততার পুরস্কার

বাদশাহ্ হারুন-উর-রশীদের শাসন কাল। সেই সময় ইবনে খরীফ নামের এক প্রসিদ্ধ কাপড় ব্যবসায়ী বাগদাদে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন খুবই দীনদার পরহেজগার ও আল্লাহ ওয়ালা। একদা তিনি আহমদ বিন হাবীব নামক এক লোককে বিক্রির উদ্দেশ্যে কিছু কাপড় দিয়ে বাজারে পাঠালেন। সাথে সাথে একটি কাপড়ের ত্রুটির কথা বারবার তাকে বুঝিয়ে বললেন যে, তুমি কিন্তু এই কাপড়ের ত্রুটির কথা অবশ্যই ক্রেতাকে জানিয়ে দিবে।

https://smfoundationbd.com

আহমদ বাজারে গিয়ে কাপড় বিক্রি করে সন্ধ্যায় ফিরে এল। সে বিক্রিত কাপড়ের সমুদয় মূল্য ইবনে খরীফের হাতে দিয়ে বলল, আজকের ব্যবসা খুব ভাল হয়েছে। সবগুলো কাপড় একজনেই নিয়ে গেছে। ইবনে খরীফ জিজ্ঞাসা করলেন, কার কাছে বিক্রি করেছ? কাপড়ের ত্রুটি সম্পর্কে তাকে অবহিত করেছ তো? জবাবে আহমদ বলল, ক্রেতা একজন অপরিচিত লোক। মনে হয় এ শহরে নতুন এসেছে। সম্ভবতঃ পারস্যের লোক হবে। তবে কাপড়ের ত্রুটির কথাতো তাকে বলিনি। একথাটা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। লোকটিও তাড়াহুড়া করে চলে গেল।

একথা শুনে ইবনে খরীফের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। দুঃখ আর ব্যাথায় তাঁর হৃদয়-মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। মনে হল, তিনি যেন কোন মহা-বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ অনুতাপ আর আফসোস করার পর তিনি আহমদকে শাসিয়ে বললেন, তোমাকে তো সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরেও এমন ভুল করলে কেন? আর দেরী করার সুযোগ নেই। এক্ষুণি চল ঐ ক্রেতার খোঁজে। আমিও তোমার সাথে আসছি।

অনেক খোঁজাখোঁজির পর জানা গেল লোকটি একটি হজ্ব কাফেলার সাথে মক্কার পথে রয়েছেন। ইবনে খরীফ মনে মনে বললেন, লোকটি যত দূরেই চলে যাক না কেন, তাকে খোঁজে পেতে যত কষ্টই হোক না কেন তবুও তাকে পেতেই হবে এবং কাপড়ের এই ত্রুটির কথা তাকে জানিয়ে দিতে হবে। তিনি আহমদকে বললেন, যাও, একটি দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে এসো। আর লোকটির চেহারা ছুরত কেমন তাও আমাকে বলো।

ঘোড়ার ব্যবস্থা হল। লোকটির চেহারা ছুরতও জানা গেল। অতঃপর তিনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বহুদূর গিয়ে ঐ কাফেলাকে পেয়ে গেলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ক্রেতাকেও খুঁজে বের করলেন।

তাকে খুঁজে পেয়ে তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। সফরের সকল কষ্ট মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গেলেন। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! আপনি কি গতকাল অমুক শহর থেকে কাপড় ক্রয় করেছেন?

ঃ হ্যাঁ, ক্রয় করেছি! তবে একথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?

https://smfoundationbd.com

ঃ প্রয়োজন আছে, আচ্ছা কাপড়গুলো কি আপনার নিকট আছে?

ঃ হ্যাঁ আছে। কিন্তু ব্যাপার কি খুলে বলুন।

ঃ ব্যাপার হল, সে কাপড়ে কিছু খুঁত আছে যা আপনাকে অবহিত করা হয়নি। আমি আপনাকে এটুকু জানানোর জন্যই সেখান থেকে এসেছি। আমিই ছিলাম এ কাপড়গুলোর মূল মালিক। কাপড়ের এই ত্রুটির কথা ক্রেতাকে জানিয়ে দিতে আমি বারবার বলে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিক্রেতা না কি একদম ভুলে গিয়েছিল।

ইবনে খরীফের কথাগুলো শুনে লোকটি সীমাহীন আর্শ্চান্বিত হল। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কয়েক বার কাপড় ও ইবনে খরীফের দিকে চাওয়া চাওয়ি করল। তারপর বলল, এ কাপড়ের মূল্য বাবদ আমি যে টাকাগুলো দিয়েছি তা কি আপনার নিকট আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। এই নিন আপনার টাকা। লোকটি টাকাগুলো হাতে নিয়ে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত ঢিল ছুড়ে দূরে ফেলে দিল। অতঃপর পকেট থেকে সেই পরিমাণ টাকা বের করে পুনরায় ইবনে খরীফের হাতে উঠিয়ে দিল। ইবনে খরীফ কিছুই বুঝতে না পেরে লোকটির দিকে হা করে তাকিয়ে রইলেন। লোকটি বলল, আপনার কাপড়ের মূল্য এই মাত্র পরিশোধ করলাম। পূর্বে যে টাকা দিয়েছিলাম তা ছিল জাল টাকা। আমি অবশ্য মুসলমান নই। কিন্তু আপনার সততা দেখে আমার বিবেকও জেগে উঠল। জাল টাকার পরিবর্তে আসল টাকা কেবল আপনার সততা ও সত্যনিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপই প্রদান করলাম।

বস্তুতঃ সততা এমন এক মহা সম্পদ যদ্বারা শুধু আখেরাতেই নয় দুনিয়াতেও অনেক ফায়েদা হাসিল হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "সততা মানুষকে মুক্তি দেয় আর মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।" অন্য হাদীসে আছে–কিয়ামতের দিন বিশ্বস্ত ও সৎ ব্যবসায়ীদের হাশর হবে নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং নেককারদের সাথে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "বিক্রির সময় মালের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকলে খরীদ্দারকে তা অবশ্যই অবহিত করবে।"

সত্য কথা বলব, সৎ পথে চলব– এই হোক এ গল্পের মূল শিক্ষা। ❑

https://smfoundationbd.com

জীবন পরিবর্তনের এক বিস্ময়কর কাহিনী

নাহিদা নামের পনের-ষোল বছরের এক মেয়ে। খুবই দীনদার। তার দীনদারির ব্যাপারে কম বেশী সবাই জানতো। তাই সকলেই তাকে স্নেহের চোখে দেখতো। সবাই তাকে আদর করতো।

একদিন নাহিদার আব্বা আধুনিক শিক্ষিত এক যুবকের সাথে তাকে বিয়ে দিয়ে দিল। ছেলেটি ছিল যেমনি বদ মেজাজী তেমনি অত্যাচারী। বিয়ের কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই সে নাহিদার গায়ে হাত তুলতে লাগলো। সামান্য কারণেই সে তার উপর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়তো। প্রতিদিন মদ পান করে রাত ১২টা ১ টার দিকে ঘরে ফিরতো। নাহিদা স্বামীর এ সকল অত্যাচার সহ্য করে নীরবে চোখের পানি ফেলতো এবং প্রত্যেক নামাজের পর কায়মনোবাক্যে খোদার দরবারে দোয়া করে বলতো "হে খোদা! তুমি আমার স্বামীর আখলাক সুন্দর করে দাও। তাকে নামাযী ও দীনদার বানিয়ে দাও। হে পরওয়ারদিগার! মানুষের অন্তরতো তোমারই হাতে। তুমি ইচ্ছা করলে যেমন পাহাড়কে পানিতে পরিবর্তন করতে পার তেমনি আল্লাহ ভোলা পথভ্রষ্ট মানুষকেও সৎ পথে পরিচালিত করতে পার। তোমার অসাধ্য কিছুই নেই খোদা। অনুগ্রহ পূর্বক তুমি আমার স্বামীকে হেদায়েত দান কর, সুপথে পরিচালিত করো।"

এভাবে দু'বছর যাবত নাহিদা স্বামীর জন্য দোয়া করে আসছে। শুধু দোয়াই নয়, সুযোগ মত সে স্বামীকে কুরআন হাদীছের কথা বলে অনেক বুঝিয়েছে। তাবলীগ জামাতে গেলে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে একথা জানতে পেরে সে স্বামীকে জামাতে বের হওয়ার জন্য বার বার উৎসাহিত করেছে। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয়নি। উপরন্তু তার স্বামী জবাবে বলেছে, আরে! জামাতে গেলে, নামাজ রোজা করলে কি লাভ হবে? নিজের মনমতো আনন্দের সাথে দুনিয়ার জীবনটা কাটিয়ে দেই এটাই তো ভাল। পরে যা হবার হবে।

নাহিদার স্বামী এক সরকারী অফিসে চাকরী করতো। অফিসের সন্নিকটে একটি বিশাল মসজিদ ছিল। নামাজের সময় মসজিদ থেকে ভেসে আসতো আযানের সুমধুর ধ্বনি। নামাযের এই আহবানে অফিসের

https://smfoundationbd.com

অনেকে সাড়া দিলেও নাহিদার স্বামীর পক্ষে কোনদিন মসজিদে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। কেউ তাকে মসজিদে যেতে বললে একথা সেকথা বলে সে মসজিদে যাওয়া থেকে বিরত থাকতো।

এদিকে আজ দু'বছর যাবৎ স্বামীর জীবনে কোন পরিবর্তন না দেখে নাহিদা বিচলিত হয়ে পড়লো। সে ভাবতে লাগলো, হায়! যদি এ অবস্থায় তিনি মারা যান, তাহলে তার কি অবস্থা হবে? তিনি কি পারবেন কবরে মুনকার নাকীর ফেরেশ্‌তার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে? দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তা'য়ালার অসংখ্য নেয়ামত ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁরই নাফরমানি করে কিভাবে তিনি হাশরের ময়দানে তাঁর সামনে দন্ডায়মান হবেন? আজ কয়েকদিন যাবৎ এ জাতীয় বিভিন্ন প্রশ্ন নাহিদার হৃদয় মনকে খুব বেশী পেরেশান করছে। স্বামীর ভবিষ্যত চিন্তায় মাঝে মধ্যে সে এত বেশী চিন্তিত হয়ে পড়ছে যে, খাওয়া-দাওয়া উঠা-বসা কিছুই তার ভাল লাগছেনা। তাই এখন স্বামীর হেদায়েতের জন্য সে আগের চেয়ে আরো বেশী পরিমাণে কেঁদে কেটে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে লাগলো।

নাহিদার স্বামীর নাম ফরিদউদ্দীন। একদা তার অফিস সংলগ্ন মসজিদে একটি ভি,আই,পি জামাত এলো। বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতি থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাও এ জামাতে ছিলেন। একসময় জামাতের আমীর সাহেব কয়েকজন সাথী সহ নাহিদার স্বামী ফরিদউদ্দীনের সাথে সাক্ষাত করে কিছু দ্বীনি কথাবার্তা বললেন এবং পরিশেষে তাকে ৪০ দিনের জন্য তাবলীগ জামাতে বের হওয়ার দাওয়াত দিলেন। তাদের কথাবার্তা শুনে তার মনে বেশ পরিবর্তন আসলেও জামাতে বের হওয়ার জন্য মোটেও সে প্রস্তুত ছিল না। তার এই মনের কথা জামাতের লোকজন যেন বুঝতে না পারে সেজন্য সে বললো, আমার বস্ তো আমাকে এত দিনের জন্য ছুটি দিতে কিছুতেই রাজী হবেন না। সুতরাং আমি যাব কি করে? জবাবে আমীর সাহেব বললেন, বসকে রাজী করানোর জিম্মাদারী আমাদের উপর ছেড়ে দিন। আপনি যেতে প্রস্তুত কি-না বলুন। সে তখন নিরুপায় হয়ে বললো, আচ্ছা, আপনারা যদি বসকে রাজী করাতে পারেন তা হলে আমি প্রস্তুত আছি। একথা বলার সময় তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বস ., নিশ্চয়ই এত দিনের ছুটি মঞ্জুর করবেন না। কিন্তু

https://smfoundationbd.com

খোদার কি অপার মহিমা! আমীর সাহেব ফরিদ উদ্দীনের জামাতে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতেই তিনি বলে উঠলেন, বেশ তো! সে রাজী থাকলে আমার পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই। আমি তাকে ৪০ দিনের জন্য ছুটি দিয়ে দিব।

ফরিদ উদ্দীন বসের সম্মতির কথা শুনে ভাবনায় পড়ে গেল। সে মনে মনে বলতে লাগলো, ২/৪ দিন হলে একটা কথা ছিল। ৪০ দিন সে কি করে থাকবে। তাছাড়া তার তো মদের নেশাও রয়েছে। জামাতে বের হয়ে তো আর মদ পান করা যাবে না।

কিন্তু এত চিন্তা করলে কি হবে! আল্লাহ তায়ালা তো তার স্ত্রীর দোয়া কবুল করেছেন এবং তাবলীগে বের হওয়ার উসিলায় তাকে হেদায়েত দিতে চাচ্ছেন। তাই হঠাৎ করেই যেন তার মুখ থেকে বের হলো, যান, আগামীকাল থেকেই আমি এক চিল্লার জন্য বের হবো। আমি এখন বাসায় গিয়ে প্রস্তুতি নেই।

একথা বলে সে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে স্ত্রীকে বললো, নাহিদা! তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। আমি আগামী কাল থেকে ৪০ দিনের জন্য তাবলীগ জামাতে বের হওয়ার এরাদা করেছি। তুমি আমার জন্য আরও বেশী করে দোয়া করো, যেন আল্লাহ তায়ালা আমাকে হেদায়েত দান করেন।

স্বামীর মুখে একথা শুনে নাহিদা সীমাহীন আনন্দিত হলো। তবে কথাটি সত্য কি-না এ ব্যাপারে তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু স্বামী যখন কাপড় চোপড় ইত্যাদি গুছিয়ে বেডিং রেডী করে তার নিকট বিদায় নিতে আসলো, তখন তার যাবতীয় সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে গেল। নাহিদা তখন স্বামীকে হাসিমুখে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে দু'রাকাত শোকরানার নামায আদায় করলো এবং মনে মনে বলতে লাগলো, আল্লাহ তাকে অবশ্যই হিদায়েত করবেন।

যা হোক, ফরিদউদ্দীন ঢাকা কাকরাইল থেকে জামাত বন্দি হয়ে ১ চিল্লা অর্থাৎ ৪০ দিনের জন্য রাজশাহী চলে গেল। কিছুদিন যেতেই তার আমলের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা গেলো। সে নিয়ত করলো, আর কোনদিন মদ স্পর্শ করবে না, নামাজ ছাড়বেনা এবং দাঁড়ি মুন্ডাবে না।

https://smfoundationbd.com

তাসবীহ হাতে জিকির করাকে সে তার সার্বক্ষণিক আমল বানিয়ে নিল। উপরন্তু দৈনন্দিন যাবতীয় কাজে সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ করতে লাগলো এবং এশরাক, আউয়াবিন ও তাহাজ্জুদকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করলো। এভাবে অল্প দিনের মধ্যেই তার চেহারায় এক স্বর্গীয় আভা ফুটে উঠলো।

একদিনের ঘটনা। জামাতের সবাই পরামর্শে বসেছে। আমীর সাহেব যখন বললেন, আজ খেদমতে যেতে কে কে রাজী আছেন? ফরিদ উদ্দীন ভাবলো, আজ প্রায় এক মাস হয়ে গেল। আমি তো একদিনও খেদমতে গেলাম না। জামাতের বড় বড় অফিসাররাও খেদমতে গিয়ে আমাদের সবাইকে পাকশাক করে খাওয়ালেন। কিন্তু আমি তো কোনদিন খাওয়ালাম না। তাই আমীর সাহেবকে লক্ষ্য করে দৃঢ়তার সাথে সে বললো, হুজুর ! আমি রাজী আছি। অবশ্য একথা সে পূর্বেও ২/৪ দিন বলেছে।

আমীর সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ লোক। নতুন সাথী হিসেবে তিনি ফরিদ উদ্দীনকে দীর্ঘ এক মাসের মধ্যেও খেদমতে দেননি। কিন্তু আজ ফরিদ উদ্দীনের অত্যধিক আগ্রহ, খেদমতের অনেক ফজীলত এবং এটি সকলকেই শিখা দরকার ইত্যাদি চিন্তা করে তিনি একজন পুরানো সাথীর সাথে তাকে খেদমতে দিলেন। সে এই দায়িত্ব পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলো এবং খেদমতের অপর সাথীকে নিয়ে সদাই পাতি ক্রয় করে রান্না বান্নার কাজ সমাপ্ত করলো। অবশেষে নির্ধারিত সময়ে সকলকে দুপুরের খানা খাওয়াল।

আছর বাদ রাতের খাবার তৈরীর জন্য তারা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লো। রান্নার কাজ প্রায় শেষের দিকে। মাগরিবের আযান শুরু হয়েছে। ফরিদ উদ্দীন অজু করতে চলে গেল। এমন সময় তার সাথী তরকারীতে পরিমাণ মত লবণ দিয়ে মসজিদে গমন করলো। অজু করে ফিরে এসে ফরিদ উদ্দীন ভাবলো, তরকারীতে তো এখনো লবণ দেয়া হয়নি। তাই সে আবারও লবণ দিয়ে তাড়াহুড়া করে জামাতে গিয়ে শরীক হলো। ফলে তরকারী এত লবণাক্ত হয়ে গেল যে, মুখে দেওয়ার কোন অবস্থা বাকী থাকলো না। কিন্তু খোদার কি অসীম কুদরত! নামায শেষে তাদের কেহই লবণ চেখে দেখলো না যে, তরকারীতে লবণ ঠিকমত হল কি-না।

https://smfoundationbd.com

তাবলীগ জামাতের একটি সাধারণ নিয়ম হলো, খানার আগে খানার আদব বয়ান করা। আদব বর্ণনার সময় খানার আয়েব বা দোষ না ধরার জন্য গুরুত্ব সহকারে বলে দেওয়া হয়। কারণ যারা রান্না করেন কেউই চায়না যে, খানা মজাদার ও সুস্বাদু না হোক। সুতরাং তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও যদি খানা স্বাদহীন হয় অথবা লবণ কিংবা ঝালে কম বেশী হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে।

এশার পর তালীম শেষে সকলেই খেতে বসেছে। ফরিদউদ্দীন এবং তার সাথী খানা পরিবেশন করছে। সবাই মাথা নীচু করে যে যতটা পারে খেয়ে নিচ্ছে। কারো মুখে কোন কথা নেই। এক সময় খাওয়া শেষ করে সবাই চলে গেল।

এবার ফরিদ উদ্দীন ও তার সাথীর খাওয়ার পালা। তারা দু'জন খেতে বসেছে। ফরিদ উদ্দীন ২/৩টি লুকমা মুখে দিয়েই নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। তার দু'গন্ড বেয়ে অঝোরে পানি পড়ছে। হঠাৎ তার সাথী ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে জিজ্ঞাসা করলো, ভাই! আপনি কাঁদছেন কেন? কি হয়েছে আপনার? আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি? জবাবে ফরিদ উদ্দীন কিছুই না বলে আরো জোরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। বাধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত দু'চোখ দিয়ে পানি এসে তার সমস্ত চেহারাকে ভিজিয়ে দিল।

অবস্থাদৃষ্টে ফরিদ উদ্দীনের সাথী পেরেশান হয়ে গেলেন। তিনি বারবার কি হয়েছে জানতে চাইলে ফরিদ উদ্দীন শুধু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, সে এক বিরাট ইতিহাস।

ঃ এই ইতিহাস আমি শুনতে পারি কি?

ঃ হ্যাঁ, পারেন।

ঃ তা'হলে বলুন।

অতঃপর ফরিদ উদ্দীন তার সাথীকে এক নীরব জায়গায় বসিয়ে বলতে লাগলো– নাহিদা নামের আমার এক স্ত্রী আছে। সে খুবই দীনদার মেয়ে। কিন্তু আমি ছিলাম সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে তার এই দীনদারী ও বুযুর্গীকে কখনোই আমি পছন্দ করতাম না। সে বরাবরই ভালবাসার

https://smfoundationbd.com

পরিবর্তে আমার কাছে পেয়েছে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান। সামান্য কারণেই আমি তাকে শক্ত মারপিট করতাম। খানায় একটু এদিক সেদিক হলে তো কোন কথাই নেই। কিল থাপ্পর লাথি-ঘুষি সমানে শুরু করে দিতাম। মুখ দিয়ে যা আসতো তা-ই বলতাম। কিন্তু এতসব নির্যাতন নিপীড়নের পরেও সে 'টু' শব্দটি পর্যন্ত করতো না। শুধু নীরবে অশ্রু ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। অথচ আমার মনে তখনও সামান্যতম দয়ার উদ্রেক হতো না।

ভাইজান! একটু সময় নিয়ে আবার সে বলতে লাগলো– আজ জামাতের এতগুলো লোকের খাবার আমি নষ্ট করে দিলাম। ২য় বার লবণ দিয়ে উহাকে সম্পূর্ণ লবণাক্ত করে ফেললাম। তারা সবাই নীরবে খেয়ে চলে গেল। কেউ কিছুই বললো না। অথচ আমি আমার স্ত্রীকে খাবারের জন্য কত যে কষ্ট দিয়েছি, কত নির্যাতন করেছি তার কোন হিসেব নেই। আমি খোদার দরবারে এর কি জবাব দিব? একথা বলে সে আবারও চিৎকার করে কেঁদে ফেললো।

ফরিদউদ্দীনের সাথী তাকে অনেক বুঝিয়ে বললো, ভাই! আপনি অতীতে যা কিছু করেছেন তা তো না বুঝে করেছেন। সামনে আর এমন করবেন না। বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিবেন। আশা করি সে আপনাকে ক্ষমা করে দিবে। সে ক্ষমা করলে আল্লাহও আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন।

যা হোক ৪০ দিন পর অফিস টাইমের কিছু পূর্বে ফরিদউদ্দীন বাসায় পৌঁছে স্ত্রী নাহিদাকে বললো, অফিসের প্রায় সময় হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটু চা তৈরী করো।

নাহিদা চা তৈরী করতে রান্না ঘরে গেল। কিন্তু খোদার কি অপার খেলা! চিনি ও লবণের কৌটা একই রকম হওয়ায় তাড়াহুড়ার মধ্যে লবণ দিয়েই সে চা তৈরী করে স্বামীর নিকট হাজির করলো। সময়ের সংকীর্ণতার জন্য চা কেমন হলো তা দেখারও সুযোগ হলো না।

ফরিদ উদ্দীন লবণের চা খেয়ে কিছুই না বলে অফিসে চলে গেল। এদিকে নাহিদা অবশিষ্ট চা মুখে দিতেই হায় কি করলাম বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। সে ভাবলো, সময় কম থাকার জন্য তিনি হয়তো

https://smfoundationbd.com

আমাকে কিছুই বলেননি। অফিস থেকে ফিরে অবশ্যই এর যথোপযুক্ত শাস্তি দিবেন। অবশ্য তাবলীগ থেকে ফিরে আসার পর নাহিদা তার স্বামীর চেহারায় যে নূরের জ্যোতি দেখেছে, তাতে তার মনে এ আশাও জন্মেছে যে, অফিস থেকে এসে তার স্বামী তাকে তেমন কিছুই বলবেন না।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল তার চেয়ে একটু বেশী। ঘরে ফিরে ফরিদ উদ্দীন তার স্ত্রীকে তো এজন্য কিছুই বললো-ই না উপরন্তু রাত্রে স্ত্রীর পাশে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো এবং স্ত্রীর একটি হাত ধরে বললো, নাহিদা! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তোমার উপর অনেক জুলুম করেছি। অতঃপর সে নাহিদাকে তাবলীগের পুরো ঘটনা শুনাল। স্ত্রী নাহিদা খুশি হয়ে বললো, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম আপনিও আমাকে ক্ষমা করে দিন। এরপর থেকে তাদের দাম্পত্য জীবন অত্যন্ত আনন্দের সাথে কাটতে লাগলো। এভাবে তাবলীগের মাধ্যমে একটি পরিবারের সকল অশান্তি দূরীভূত হয়ে সেখানে শান্তি, সুখ ও আনন্দ স্থান করে নিল।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ফরিদ উদ্দীনের বাসার পাশে এক হিন্দু দম্পতি বসবাস করতো। হিন্দু ছেলেটিও প্রতিদিন মদ পানে বিভোর হয়ে রাত্রে স্ত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতো এবং তার উপর অত্যাচারের স্টীম রোলার চালাত। আজ কিছুদিন যাবৎ নাহিদার ঘরে পূর্বের ন্যায় কোনরূপ শোর গোল শুনতে না পেয়ে হিন্দু মেয়েটি নাহিদাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি-গো! তোমাদের ঘরে দেখি আগের মতো কোন গালিগালাজ শুনিনা, ব্যাপার কি? নাহিদা তখন হিন্দু মেয়েটিকে তার স্বামীর পূর্ণ ঘটনা শুনাল।

ঘটনা শুনে হিন্দু মেয়েটির অন্তরেও তাবলীগের প্রতি এক অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি হলো। তার মনে হলো, তাবলীগ এমন এক মানুষ গড়ার কারখানা যেখানে চরিত্রহীন মানুষও চরিত্রবান মানুষে পরিণত হয়।

এক রাতে হিন্দু মেয়েটির স্বামী মদ পান করে বাসায় এসে পূর্বের ন্যায় গালাগালি ও নির্যাতন করতে শুরু করলে মেয়েটি বিরক্ত হয়ে কোন কিছু চিন্তা না করেই বলে ফেললো, দেখ! তুমি এমন করলে কিন্তু তোমাকে তাবলীগ জামাতে পাঠিয়ে দিব। অর্থাৎ তাবলীগের প্রতি হিন্দু মেয়েটির

https://smfoundationbd.com

এত বেশী ভক্তি শ্রদ্ধা ও আস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, তার স্বামী হিন্দু কি মুসলমান সে কথা চিন্তা করার সুযোগও তার হয়নি।

বস্তুতঃ তাবলীগ সর্বকালের সকল মানুষের জন্য এমন এক রহমত যার উপকারিতা ভাষায় বলে শেষ করা যাবে না। এর মাধ্যমে আজকের হাজারো পথ হারা মানুষ পথের সন্ধান পাচ্ছে। হাজারো পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ কায়েম হচ্ছে। উপরন্তু এই কাজ উম্মতে মোহাম্মদীর এক পবিত্র দায়িত্বও বটে। আল্লাহ আমাদের সকলকে অতি তাড়াতাড়ি এই কাজে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন। ❑

আহা! মেয়েরা যদি এমন হতো!

কচকচে কালো এক ব্যক্তি। নাম সা'আদুল আসাদ। সীমাহীন পর্যায়ের বদসূরত তার চেহারা। কৃষ্ণ-কালো দেহ ও মুখের এই বদ আকৃতির কারণে সবাই তাকে ঘৃণা করে, নাক সিটকায়। ফলে জীবনের ব্যাপারে চরম নৈরাশ্যে ভুগছেন তিনি। ভাবছেন, এ জীবন একেবারেই অর্থহীন, নিরর্থক।

যাহোক, হতাশা-নিরাশার এক পর্যায়ে তিনি দয়ার সাগর রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। বললেন– "হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি ঈমান আনতে চাই; কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে যে, (এই বদ আকৃতির ফলে) আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হবে কি-না।'

একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন স্নেহ ও সহমর্মিতার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। অতঃপর দরদভরা কণ্ঠে বললেন– "হে সাআদ! জান্নাতের দরজা তোমার জন্য উন্মুক্ত। সেখানকার প্রবেশ পথে তোমাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই।"

"তাই না কি! আমি জান্নাতে যেতে পারবো!! জান্নাতের প্রবেশদ্বারে কেউ আমাকে বাধা দিবে না!!! – অপরিসীম বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে তিনি এ কথাগুলো উচ্চারণ করলেন এবং সাথে সাথে বুলন্দ আওয়াজে কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিলেন।

https://smfoundationbd.com

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। হযরত সাআদ (রাঃ) আবারো একটি অভিযোগ নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। দ্বিতীয়বারের মত তার চোখ-মুখ থেকে নৈরাশ্য ঝড়ে পড়ছিল।

তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম তো আমার সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছে সত্য; কিন্তু দুনিয়া যে আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে। আমি বিবাহ করতে চাচ্ছি; কিন্তু আমার বদসূরতের কারণে কেউ আমার সাথে আপন মেয়েকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে রাজী হচ্ছে না।"

বল কী তুমি! কেউ তোমাকে পছন্দ করছে না! যাও, সাকীফ গোত্রের নওমুসলিম সর্দার আমর ইবনে ওয়াহাবকে আল্লাহর রাসূলের ফায়সালা শুনিয়ে দাও যে, তার মেয়েকে সাআদের সাথে বিবাহ দেয়া হয়েছে।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে কথাগুলো শ্রবণ করে হযরত সা'আদ (রাঃ) সীমাহীন বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, এটা কি করে সম্ভব! যার নিকট একজন সাধারণ লোকও স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিতে রাজী হচ্ছে না সেখানে কি করে একজন সম্ভ্রান্ত বংশের সম্মানিত সর্দার তার আদরের দুলালীকে বিবাহ দিবে!

কিন্তু হযরত সা'আদ (রাঃ) স্বীয় জীবন নিয়ে হতাশায় ভুগলেও আল্লাহর রাসূলের কথার প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। তাই অন্য কোন চিন্তা না করে তৎক্ষণাত তিনি গোত্রপতি আমর ইবনে ওয়াহাবের নিকট পৌঁছলেন এবং রাসূলের কথাগুলো তাঁকে শুনিয়ে দিলেন।

হযরত সা'আদ (রাঃ)-এর কথাগুলো শুনে গোত্রপতি রাগে-গোস্বায় অস্থির হয়ে পড়লেন। সীমাহীন পর্যায়ের কালো-কুৎসিত বদসূরত এক ব্যক্তির সাথে তার অপরূপ সুন্দরী ষোড়শী কন্যার বিবাহের কথা কল্পনা করে তিনি একথা ভাবতেও ভুলে গেলেন যে, বিবাহের এ প্রস্তাবের মূলে রয়েছেন দু'জাহানের সর্দার, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হযরত সা'আদ (রাঃ)-গোত্রপতি আমর ইবনে ওয়াহাবের অবস্থা লক্ষ্য করে নিরাশ হয়ে ফিরে চললেন। কিন্তু ২/৪ কদম সামনে এগুতেই তার কর্ণকুহরে নারী কণ্ঠের একটি সুমিষ্ট আওয়াজ ভেসে এল-

https://smfoundationbd.com

"হে আগন্তুক! হে আল্লাহর বান্দা! এ প্রস্তাব যদি আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমি রাজী।"

হযরত সা'আদ আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালেন।

এদিকে মেয়ের মুখ থেকে আল্লাহর রাসূলের নাম শুনে আমর ইবনে ওয়াহাবের রাগ বরফের ন্যায় শীতল হয়ে গেল। তাঁর হুঁশ ফিরে এলো। অতঃপর স্বীয় ভুল বুঝতে পেরে অত্যন্ত আদর ও সম্মানের সাথে হযরত সা'আদ (রাঃ) কে বরণ করে নিলেন এবং তাঁর সাথে আপন মেয়ের বিবাহ পড়িয়ে দিলেন।

এবার হযরত সা'আদ (রাঃ) সামান্য আনুষ্ঠানিকতার সামানাদি খরিদ করার জন্য বাজারে চললেন। হৃদয়-মনে তাঁর আনন্দের ঝড় বইছে। নববধূকে নিয়ে নতুন নীড় রচনার এক বুক স্বপ্ন নিয়ে একটু দ্রুত পদেই বাজারের দিকে এগুচ্ছেন তিনি।

কিন্তু হঠাৎ এক আহবানকারীর আহবান শুনে তিনি থমকে দাঁড়ালেন।

"হে আল্লাহর বান্দাগণ! যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। বেদ্বীন কাফেরদের সাথে তোমাদের জিহাদ করতে হবে। তোমরা সবাই প্রস্তুত হয়ে যাও।"

একটু পূর্বেও যিনি বাসর রাতের সুখ-স্বপ্নে ছিলেন বিভোর তিনি আহবান শুনে জেহাদের ময়দানে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গন করার জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর মন বারবার তাকে একথাই বলছিল যে, ব্যক্তিগত আরাম আয়েশ ও আনন্দ উল্লাসের চেয়ে আল্লাহ পাকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য জান-মাল উৎসর্গ করা অনেক শ্রেয়। তাইতো তিনি কাল বিলম্ব না করে বিবাহের সামানাদি খরিদ করার পরিবর্তে যুদ্ধের ঢাল-তলোয়ার ক্রয় করে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হযরত সা'আদ (রাঃ) সুন্দর পাগড়ী মাথায় জানপ্রাণ দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করে চলছেন। কেউ তাঁকে চিনতে পারছে না। হঠাৎ তাঁর হাত দুটো দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে চিনে ফেললেন। স্নেহভরে পিছন থেকে ডাক দিলেন– সা'আদ! সা'আদ!! কিন্তু

https://smfoundationbd.com

শাহাদতের অমীয় সুধা পান করার চরম আকাংখায় তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হযরত সা'আদের কর্ণকুহুরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাক পৌঁছল না। এভাবে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আবেগের সাথে হযরত সা'আদের প্রাণহীন লাশ স্বীয় রান মোবারকের উপর রাখলেন এবং বললেন, হে সাকীফ গোত্র! আল্লাহ তায়ালা সা'আদকে সাকীফ গোত্রের মেয়ে অপেক্ষা অধিক সুন্দরী স্ত্রী দান করেছেন।

উল্লেখিত ঘটনা থেকে আমরা দুটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে নিজের পছন্দ, নিজের কল্পনা, নিজের স্বপ্ন, নিজের মতামত নিজের ইচ্ছা-আবেগ এক কথায় নিজস্ব সব কিছুর উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছা ও মান্‌সাকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন প্রাধান্য দিয়েছিলেন গোত্রপতি আব্দুল্লাহ ইবনে ওহাবের কন্যা। কেননা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেকটা মেয়ে এমন একজন পুরুষকে জীবন সঙ্গী হিসেবে কল্পনা করে যার আকার আকৃতি ও চেহারা সূরত হবে অতুলনীয়; যার স্বাস্থ্য হবে সুন্দর-সুঠাম। কিন্তু উক্ত মেয়েটি নিজস্ব সকল ইচ্ছা এবং আকাংখার উর্ধ্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাইতো তার মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছে "হে আগন্তুক! এ প্রস্তাব যদি আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমি প্রস্তুত আছি।"

বস্তুতঃ উক্ত মহিয়সী মহিলা এ কথার মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমগ্র নারীজাতিকে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, হে বিশ্বের মহিলা জাতি! তোমরা সর্বদা সকল ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্খার উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছা ও আকাংখাকে প্রাধান্য দিও। এতেই তোমাদের কল্যাণ হবে।"

সুতরাং সমস্ত মহিলা যদি উক্ত ঘটনা পাঠ করে আজ থেকেই এ সিদ্ধান্ত নিত যে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোন বাণী, চাই তা আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক; বাহ্যতঃ আমাদের পক্ষে হউক কিংবা বিপক্ষে হউক তার উপর আমরা অবশ্যই আমল করব। তাহলে কতোই না ভাল হত!

https://smfoundationbd.com

এ কথাগুলো বলার দ্বারা অধম লেখকের উদ্দেশ্যে হচ্ছে, মহিলাদের মধ্যে বিদ্যমান একটি ভুল ধারণার নিরসন করা। কেননা অধিকাংশ মহিলা গভীরভাবে চিন্তা না করার কারণে মনে করে যে, হাদীছ শরীফে স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের হক অনেক বেশী বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন, স্বামীর কথামত চলা, তাদের খেদমত করা, তাদেরকে খুশি রাখার চেষ্টা করা ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীছে বার বার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অনেক মহিলাদের মন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাগুলোকে মেনে নিতে পারছে না। তারা মনে করে স্বামীরাও মানুষ আমরাও মানুষ, সুতরাং তাদের হক আমাদের হকের চেয়ে বেশী হবে কেন? (নাউযুবিল্লাহ)।

প্রকৃতপক্ষে মেয়েরা তাদের স্বল্পবুদ্ধির কারণেই এরূপ অমূলক ধারণা পোষণ করে থাকে। তারা একথা মোটেও চিন্তা করে না যে, এ নির্দেশ তো কোন সাধারণ মানুষের নয়; বরং এই নির্দেশ এসেছে নারী-পুরুষ উভয়ের নবী, দয়ার সাগর রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে। সুতরাং এত বড় দরদী নবী যখন স্বামীর খেদমত করার কথা বলেছেন, শরীয়ত সম্মত তার যাবতীয় নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে সাথে সাথে পালন করার কথা বলেছেন, সুতরাং নিশ্চয়ই এতে আমাদের কল্যাণ আছে, এতেই আমাদের সফলতা আছে, এতেই আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি আছে।

সুতরাং আসুন! আজ থেকে আমরা নিজের মন থেকে এ ভুল ধারণাকে সমূলে উৎখাত করি এবং বারবার বলতে থাকি– "স্বামীর খেদমত এবং তাদের কথামত চলার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ, পারিবারিক শান্তি এবং দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তি নিহিত আছে।"

উক্ত ঘটনার ২য় শিক্ষনীয় দিক হচ্ছে– ইসলাম ধর্মকে দুনিয়াতে টিকিয়ে রাখতে এবং এর প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরণের কোরবানীর প্রয়োজন হলে তার জন্য সব সময় তৈরী থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। ❑

https://smfoundationbd.com

নারীর ইজ্জত নিয়ে পৈশাচিক খেলা

বার্মার পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ আরাকানের লাখ লাখ মুসলমান বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবত সামরিক শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছে। হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম-নির্যাতন, নারীর সম্ভ্রম হানি, হিটলারী বর্বরতা আর চেরগিজী নৃশংসতা আরাকান ভূখণ্ডে এখন নিত্য দিনের ঘটনা।

৭০/৭৫ বছর বয়সের এক বৃদ্ধ। যার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে এমন এক প্রচণ্ড ঝড় যা ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেও শরীর শিউরে উঠে। মনের অজান্তেই চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু।

আব্দুর রশীদ নামের এই বৃদ্ধ নিজ জীবনের এই মর্মন্তুদ কাহিনী এক মুজাহিদের নিকট বর্ণনা করতে গিয়ে বারবার শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিলেন।

তিনি বলেন,–আমি 'টানার বিলে' একটি মাদরাসা স্থাপন করে স্থানীয় শিশু-কিশোরদের এলমে দ্বীন শিখানোর দায়িত্ব পালন করছিলাম। এলাকার লোকজন তাই আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। বয়স্ক মুসলমানদের দ্বীনি ইল্‌ম শিখানোর পাশাপাশি এলাকার মঘদের বিভিন্ন উস্কানী মূলক অপতৎপরতা মোকাবেলার কথাও বলতাম। গ্রামের মোড়ল একজন উগ্র মঘ। সে সরকারী নিয়ম-নীতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজের কিছু আইনও মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছিল।

কিছুদিন পূর্বে আরাকানের টেস্ট কাউন্সিল মুসলমান মেয়েদের পর্দা করে ঘরের বাইরে বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। মঘ মেয়েদের মতো মুসলমান মেয়েদের পোষাক পড়তে ও চুল কেটে ছোট করার নির্দেশ দেয়। শাড়ী পড়া মুসলমান মেয়েদের জন্য শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে জানিয়ে দেয়। এসব নতুন আইন বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব দেয়া হয় গ্রাম্য মোড়লদের।

গ্রামের মোড়ল এ নয়া দায়িত্ব পেয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে। মুসলমান মেয়েদের বোরকা পরে রাস্তায় বের হতে দেখলে সে বলপূর্বক বোরকা খুলে চলা-ফেরা করতে বাধ্য করে। ফলে এলাকার মেয়েরা ঘরের বাইরে বের হওয়া বন্ধ করে দেয়।

https://smfoundationbd.com

আমার দুটি মেয়ে ছিল। একদিন তারা আমার এক অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে যায়। ফিরার পথে গ্রামের মোড়ল দেখতে পেয়ে তাদের বোরকা কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। এ কথা জানতে পেরে আমি এর প্রতিবাদ করি। এতে মোড়ল আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। সে আমাকে শায়েস্তা করার হুমকি দেয় এবং স্থানীয় সেনা ক্যাম্পে আমার বিরুদ্ধে নালিশ দেয়।

সেদিনই আমাকে সেনা ক্যাম্পে তলব করা হয়। আমি সেখানে হাজির হওয়ার পর পরই আমার উপর দিয়ে কেয়ামত বয়ে যায়। শুরু হয় নানা ধরণের পাশবিক নির্যাতন। আমি তাদের অভিযোগ যতই প্রত্যাখ্যান করছিলাম তারা ততই অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছিল। অবশেষে গ্রামের লোকজন ৪০ হাজার টাকা দিয়ে আমাকে মুক্ত করে আনে।

কিছুদিন পর আমি মেয়ে দু'টোকে বিয়ে দেয়ার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলাম। কারণ জালিমের চারণভূমিতে কখন কি ঘটে যায় তাতো বলা যায় না। আমি পাত্র খুঁজছি। এ সংবাদ মোড়লের নিকট পৌঁছলে সে আমাকে লাঞ্ছিত করার পথ খুঁজতে থাকে। অবশেষে লেলিয়ে দেয় গ্রামের দুই বখাটে মঘ যুবককে। তারা আমার কাছে এসে মেয়েদের বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। সরকারী আইনও তাদের পক্ষে। কারণ সরকারী আইন হল, কোন মঘ মুসলিম মেয়েদের বিয়ে করতে চাইলে মেয়ের পিতা-মাতা তাতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আমি মঘ যুবকদ্বয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম।

এ প্রত্যাখ্যানই আমার জন্য কাল্ হল। সরকারী আইন লংঘন করার কারণে ১ঘন্টার মধ্যে আমাকে সেনা ক্যাম্পে হাজির হওয়ার কঠোর নির্দেশ দেয়া হল।

আমি ক্যাম্পে গিয়ে ক্যাপ্টেনের প্রশ্নের জবাবে বললাম, কোন মুসলমান মেয়েকে বিধর্মীর সাথে বিবাহ দেয়া শরীয়ত বিরোধী।

ক্যাপ্টেন দম্ভের সাথে চোখ লাল করে বলল, কুরআনের যে পাতায় একথা লেখা আছে তা ছিঁড়ে ফেল। এদেশে বসবাস করতে হলে কুরআনের আইন চলবে না। সরকারের আইন মেনে চলতে হবে।

https://smfoundationbd.com

আমি বললাম, সরকারী আইন যদি শরীয়ত বিরোধী না হয় তবে তা মানতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি বিরোধী হয় তবে আমরা কিভাবে মানব?

জনাব! আপনার ধর্মেও তো চুরি করা, মানুষ হত্যা করা মহপাপ। এখন কেউ যদি আপনাকে এসব করতে বলে তাহলে আপনি কি তা মানবেন?

আমার কথা শুনে সে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেও পরে স্বভাব সুলভ উদ্ধত ভাব নিয়ে বলল, সরকারী আইন বাস্তবায়নই আমার ধর্ম। কেউ যদি সরকারী আইন মানতে না চায় তাকে তা মানতে বাধ্য করানো আমার দায়িত্ব। এবার বলো, তুমি সরকারী নির্দেশ পালন করবে কি-না?

আমি দৃঢ়তার সাথে 'না' বললে-অফিসারের মেজাজ বিগড়ে যায়। সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, তোমাকে এজন্য ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হবে।

কিন্তু একটু পর তার রাগ পানির মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মনে হয় ক্রোধ নামক এ বস্তুটি কখনই তাকে স্পর্শ করেনি। মূলতঃ এটা ছিল তার আরেকটি কূটচাল। এ জাতীয় মানুষরূপী হিংস্র হায়েনাগুলো ছলে বলে কৌশলে স্বীয় নাপাক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে চায়।

সে অত্যন্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে সীমাহীন বিনয়ের সাথে বলল, তুমি এলাকার একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। তোমার কথাই মানা হবে। তবে তোমাকে আমার একটি শর্ত মানতে হবে।

আমি বললাম, কি শর্ত?

সে বলল, ' তোমার একটি মেয়েকে আমার এখানে সপ্তাহ খানেকের জন্য পাঠিয়ে দিবে।'

ভদ্রবেশী এ লম্পট শয়তানের কু-প্রস্তাবে আমার ধৈর্যের সবগুলো বাঁধ এক সঙ্গে ভেঙ্গে গেল। প্রচণ্ড ক্রোধে আমার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। আমি পাগলের মত হয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে সামনে একটি পেপার ওয়েট দেখতে পেলাম। বাস্ আর কোন কথা নেই। হঠাৎ দ্রুত উহা হাতে নিয়ে ছুড়ে মারলাম তার নাক বরাবর। থ্যাচ করে সেটি আঘাত করল তার নাকের নীচে। পরক্ষণে অফিসারকে দেখলাম থুথুর সাথে দুটো দাঁত ফেলে দিতে।

https://smfoundationbd.com

আঘাতের পর আমি সেখানেই ঠাই দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে মনে বললাম, যে মুখ থেকে নাপাক কথা বের হয় সে মুখের শাস্তি এমনই হওয়া উচিত।

এদিকে ক্রোধে হিংস্র হায়েনায় পরিণত হল অফিসার। সে দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে সিপাইকে নির্দেশ দিল –যাও, একে নিয়ে মাদরাসা প্রাঙ্গণে উল্টো করে ঝুলিয়ে বেত্রাঘাত করতে থাক।

সিপাহী আমাকে টেনে হেঁচড়ে মাদরাসার মাঠে নিয়ে অধমুখী করে ঝুলিয়ে দিল। অতঃপর আমার উপর চালানো হল অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টীম রোলার। আঘাতে আঘাতে আমার সমস্ত দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করা হল। এক সময় আমি জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান হারানোর পরও মানুষরূপী এ পশুগুলো কতক্ষণ আমার উপর অত্যাচার চালিয়েছিল তা আমার জানা নেই।

চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে আমার জ্ঞান ফিরানো হল। চোখ খুলে দেখলাম, আমার দু'মেয়েকে জোর পূর্বক ধরে এনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ফেলে রাখা হয়েছে। এর পরের ঘটনা বাপ হয়ে বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওদের কলজে ফাটা আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছিল। চোখের পানিতে বুক ভেসে যাচ্ছিল। এ মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদরক দৃশ্য দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আমি অনেক কাকুতি মিনতি করে ওদের জন্য দয়া ভিক্ষা চাইলাম, কিন্তু বিনিময়ে ওরা আমাকে পৈশাচিক অট্টহাসিই উপহার দিল।

এক সময় তাদের আর্তচিৎকার বন্ধ হয়ে গেল। তারা চিরকালের জন্য বিদায় নিল এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে। চোখ খুলে দেখি বিবস্ত্র নিষ্প্রাণ দুটি লাশ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়ে রয়েছে। এ কিয়ামতসম দৃশ্য দেখে চিৎকার করে আবার জ্ঞান হারালাম। জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখলাম দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। আমাকে রশি খুলে নামিয়ে দেয়া হল। এক সিপাই এসে বলল, স্যার তোমাকে বাড়ি চলে যেতে বলেছে।

আমি বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলাম ঘরে আগুন জ্বলছে। উঠানে মুখ থুবরে পড়ে আছে আমার স্ত্রীর রক্তাক্ত লাশ।

গ্রামের লোকজন বলল, মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার সময় আপনার স্ত্রী সৈন্যদের বাধা দিয়েছিল। তাই সৈন্যরা তাকে গুলি করে নির্মম ভাবে হত্যার পর তার লাশ ফেলে চলে যায়।

https://smfoundationbd.com

আমার একমাত্র ছেলে মাহমুদ। সে সৈন্যদের বাড়িতে আসতে দেখেই পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

বিকেলে জানাযা অনুষ্ঠিত হল। সে জানাযায় শরীক হল। কিন্তু তাকে একটুও কাঁদতে দেখিনি। মুখে একটি টু শব্দও উচ্চারণ করল না ও। তবে তার চেহারায় শক্ত কোন প্রতিজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল।

দাফন শেষ করতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সকলের সাথে মাহমুদও বাড়িতে ফিরল। কিন্তু একটু পর সে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে একটি কাঁশ কাটা দা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

আমি মাগরিবের নামায আদায় করে জালেমদের বিচারের জন্য খোদার দরবারে ফরিয়াদ করছি। এমন সময় হঠাৎ রক্ত ভেজা মাহমুদ দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আব্বা আমি আমার মা বোনের হত্যাকারী আসল অপরাধীকে জনমের মত শেষ করে দিয়ে এসেছি। কু-চক্রী মোড়ল আর কারও সর্বনাশ করার সুযোগ পাবে না।' কান্না জড়িত কণ্ঠে বার বার সে একথা বলতে লাগল।

মাহমুদের কান্নায় আমার হুঁশ ফিরে এল। 'তাকে বাঁচাতে হবে'–একথা কে যেন বার বার আমার রুদ্ধ বিবেককে তখন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। তাই গ্রামবাসীদের পরামর্শে তখনই হিজরতের উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে অজানার পথে পা বাড়ালাম। ❑

খোদাভীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

তিন সদস্যের ছোট্ট পরিবার। জীর্ণ-শীর্ণ, ভাঙ্গা এক কুটিরে তাদের বসবাস। অভাব যেন তাদের নিত্য সঙ্গী। ধন-ঐশ্বর্য্য আর পার্থিব প্রাচুর্যে ভরা জাঁকজমকপূর্ণ জীবনের পরিবর্তে সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবনকেই তারা বেছে নিয়েছেন। সাহাবী হযরত আবু তালহা (রাঃ) ছিলেন সেই পরিবারের প্রধান কর্তা। স্ত্রী সুফিয়া (রাঃ) এবং ছোট এক নাবালক ছেলেই হচ্ছে উক্ত পরিবারের অন্য দুই সদস্য।

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীসহ কোন এক প্রয়োজনে হযরত আবু তালহা (রাঃ) এর জীর্ণ কুঠিরের আঙ্গিনায় উপস্থিত হলেন। হযরত উমর ও উসমান (রাঃ) এর ন্যায় বড় বড় সাহাবীও তখন তাঁর সাথে ছিলেন।

https://smfoundationbd.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু তালহা (রাঃ) এর সাথে বেশ কিছুক্ষণ যাবত একটি বিষয় নিয়ে কথা-বার্তা বলছেন। এ সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, হযরত উমর (রাঃ) এর চেহারায় অস্থিরতার ছাপ। কেন যেন তিনি ছটফট করছেন। কখনও রাসূলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন আবার কখনও আবু তালহার জীর্ণ কুঠিরের দিকে এগিয়ে যান। অদম্য আগ্রহ নিয়ে বারবার কি যেন তিনি দেখার চেষ্টা করছেন।

এ অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন–উমর! কি হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন? জবাবে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমরা এখানে আসার পর থেকেই আবু তালহার ঘর থেকে একটি কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এই আওয়াজ আমার হৃদয়কে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। কান্নার এ সুর আমার মত মানুষের কঠিন দেলকেও মোমের মত গলিয়ে দিচ্ছে। আমার অস্থিরতা ও পেরেশানী শুধু এ জন্যই।

হযরত উমরের কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবাক হলেন। তিনি বললেন, উমর! বল কি তুমি! আবু তালহার ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে? অতঃপর আবু তালহার দিকে মুখ করে বললেন, আবু তালহা! দরজা খোল। তিনি দরজা খুলে দিলে ভিতরের দৃশ্য দেখে সবাই হতবাক হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ কারো মুখ থেকে কোন কথাই বের হল না।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে উঠলেন, আবু তালহা! আবু তালহা!! একি দৃশ্য আবু তালহা! নিষ্পাপ এই শিশু বাচ্চাটির কি অপরাধ ছিল? যার জন্য তুমি তাকে শক্ত রশি দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে এ প্রশ্নগুলো উচ্চারিত হলেও সবার মনেই এ প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। কেউ বুঝতে পারছিল না, কেন আবু তালহা (রাঃ) তাঁর নিষ্পাপ ফুটফুটে বাচ্চাটিকে এভাবে বেঁধে রেখে কষ্ট দিচ্ছে।

শিশুটির ব্যথায় ব্যথিত হয়ে চোখের কোনায় উছলে উঠা দু'ফোটা অশ্রু নিয়ে সকলেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আবু তালহা (রাঃ) এর দিকে বারবার

https://smfoundationbd.com

তাকাতে লাগলেন। আবু তালহা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বললেন, হুজুর! অপরাধ মাফ করবেন। আমার ঘরের দরজার সামনে যে খেজুর গাছটি দেখছেন এর মালিক এক ইহুদী। প্রতিদিন এ গাছ থেকে অনেক খেজুর ঝড়ে পড়ে; আর আমার অবুঝ শিশুটি ক্ষুধার তাড়নায় খেজুরগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায়। হে আল্লাহর রাসূল! হাশরের ময়দানে খোদার দরবারে এজন্য কি জবাব দিব-এই ভয়ে এই অবুঝ শিশুটিকে আমি বেঁধে রেখেছি।

আবু তালহার কথা শুনে সকলের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। সকলেই নিরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সবাই বুঝতে পারলেন– আবু তালহা কোন সাধারণ ব্যক্তি নন, বরং তিনি হচ্ছেন দ্বীনে হকের পথে কুরবান করা এক মর্দে মুজাহিদ।

এবার দয়ার সাগর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু তালহা (রাঃ) কে বুকে টেনে নিলেন এবং সাহাবীদের লক্ষ্য করে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি? যে ইহুদীর কাছ থেকে এই খেজুর গাছটি ক্রয় করে আবু তালহাকে হাদিয়া দিবে? হযরত উসমান (রা:) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রাযী আছি। একথা বলে তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ইয়াহুদীর বাড়িতে গেলেন। ঐ সময় ইহুদী একটি কাজে ব্যস্ত ছিল। উসমান (রা:) তাকে সম্বোধন করে বললেন, আগে আমার একটি কথা শুনুন। আমি দয়ার নবীকে দাঁড়িয়ে রেখে এসেছি।

ঃ কি কথা বলতে চান? বলুন।

ঃ আবু তালহার বাড়ির সামনের খেজুর গাছটি কি আপনার?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ উহা বিক্রি করবেন কি?

ঃ না।

ঃ গাছটি আমার খুবই প্রয়োজন।

ঃ না, উহা আমি বিক্রি করব না।

অবশেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর একটি দুটি নয় বরং বিশটি খেজুর গাছের বিনিময়ে ইহুদী তার গাছটি বিক্রি করতে সম্মত হল। হযরত উসমান (রাঃ) গাছ ক্রয় করে দৌড়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

https://smfoundationbd.com

গাছটি আমি ক্রয় করেছি। আজ থেকে এই গাছের মালিক হবে আবু তালহা। আমি তাকে উহা হাদিয়া স্বরূপ দান করলাম।

একথা শুনে আবু তালহার চক্ষু থেকে আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত হল। অশ্রুর ঝর্ণা ধারায় তার দাড়ি মোবারক ভিজে গেল। তিনি চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উসমান (রাঃ)-এর কাছে আমি চির ঋণী হয়ে গেলাম। এ দানের প্রতিদান দেবার মত কিছুই নেই আমার ।

উসমান (রা:) বললেন, ভাই আবু তালহা! এ দানের কোন প্রতিদান তোমাকে দিতে হবে না। কেয়ামতের দিন যখন তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হেসে খেলে বেড়াবে তখন একবার আমাকে ভাই বলে পরিচয় দিয়ে তোমার সঙ্গী করে নিও।

ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাঁধন খুলে শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। এবার বিদায়ের পালা। তিনি শিশুটিকে আবু তালহার কোলে দিয়ে হাঁটতে লাগলেন মরুভূমির উষ্ণ প্রান্তরে। আবু তালহা (রাঃ) লক্ষ্য করলেন, তার ছোট নিষ্পাপ শিশুটি আজ দয়ার নবী রাহমাতাল্লিল আলামিনের স্নেহাস্পদ হাতে মুক্তি পেয়ে নিরবে তাকিয়ে আছে নবীজীর গমন পথের দিকে। অল্প কিছুক্ষণ পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথী-সঙ্গীসহ মরুভূমির বুকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রিয় পাঠক! আল্লাহর ভয় অন্তরে কি পরিমাণ সৃষ্টি হলে একজন মানুষ নিজ সন্তানের সাথে এরূপ আচরণ করতে পারে? বাস্তবিক, খোদাভীতি এমন এক বস্তু, যা অনেক কঠিন কাজকেও সহজ করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,–যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তায়ালা তাদের সমস্যা সমাধানের যাবতীয় রাস্তা খুলে দেন এবং তাদেরকে এমন জায়গা থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেন, যেখান থেকে রিযিক আসবে বলে তারা কল্পনাও করতে পারেনি। ❑

এক নেককার নববধুর হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য

এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য ভাগ্যবান পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে কাজী শুরাইহ (রহঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি তাঁর জীবন সঙ্গীনি হিসেবে এমন এক আদর্শ ও নেককার স্ত্রী পেয়েছিলেন যার কারণে তাঁর ঘরখানা দুনিয়াতেই বেহেশতের টুকরায় পরিণত হয়েছিল।

https://smfoundationbd.com

ইমাম শাবী (রহঃ) একদা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার বাড়ীর অবস্থা কেমন? জবাবে তিনি বলেছেন, আমাদের দাম্পত্য জীবনের বয়স বিশ বছর। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে স্ত্রীর পক্ষ থেকে একদিনের জন্যও এমন কোন আচরণ পাইনি যা আমাকে ক্রোধান্বিত বা অসন্তুষ্ট করেছে।

ইমাম শাবী (রহঃ) প্রশ্ন করলেন, তা আবার কেমন? কাজী শুরাইহ (রহঃ) বললেন, বাসর রাতে প্রথম যখন স্ত্রীর নিকট পৌঁছলাম, তখন থেকেই আমাদের মিল এমন হল যে, আজ পর্যন্ত আমরা "দুটি দেহ একটি মন" হিসেবেই জীবন যাপন করছি।

প্রথম রাত্রে স্ত্রীর সাথে যখন সাক্ষাত করতে গেলাম, তখন দেখলাম আমার স্ত্রী অপূর্ব সুশ্রী ও সুন্দরী। আমি তার দিকে অপলক নেত্রে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ভাবলাম, এটি কোন মানবী, না বেহেশতের হুর? কল্পনাতীত সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে তৎক্ষনাত শুকরিয়া স্বরূপ দু রাকাত নামাজ পড়তে দাঁড়িয়ে গেলাম। যখন আমি সালাম ফিরালাম তখন দেখলাম সেও আমার সাথে নামায পড়ছে ও আমার সালাম ফিরানোর পর সেও সালাম ফিরিয়েছে। দোয়ার পর যখন আমি তার দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করলাম তখন সে কোমল কণ্ঠে বললো, জনাব অনুগ্রহ করে একটু ধৈর্য ধরুন। আমিতো আপনারই। আমার জীবন যৌবন তো আপনার জন্যই নিবেদিত। অতঃপর সে প্রথমে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করলো ও পরে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো,

হে আমার প্রাণ প্রিয় মাথার মুকুট! আমি একজন সহজ সরল অবলা নারী। আপনার পছন্দ-অপছন্দ, কামনা-বাসনা, মনের চাহিদা কিছুই আমার জানা নেই। সুতরাং মেহেরবানী করে আপনার পছন্দ অপছন্দ আমাকে অবহিত করুন। আমার মনের একান্ত ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা যে, যে কাজটি আপনার পছন্দনীয় আমি জীবনভর সেটি করবো। যেরূপ কথাবার্তা আপনার ভাল লাগে, যেভাবে থাকলে আপনি খুশি হবেন, যেভাবে চললে আপনার চেহারায় হাসি ফুটে উঠবে এবং সমস্ত হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে যাবে আমি আজীবন সে রকম কথাবার্তা ও আচার-আচরণ করবো। যে কাজ বা আচার আচরণ আপনার অপছন্দনীয় তা থেকে আমি অবশ্যই বিরত থাকবো।

হে আমার হৃদয় রাজ্যের রাজা! আমি আজ আপনার নিকট আরো

https://smfoundationbd.com

কিছু জানতে চাই। তা হলো, আমাদের পরিবারের কাকে কাকে আপনি ভালবাসেন এবং তাদের সম্পর্কে আপনার নির্দেশনা কি? তাছাড়া আপনার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আপনি কাদেরকে পছন্দ করেন যাদেরকে আমি বাড়ীতে আসতে দিব? আর কাকে কাকে অপছন্দ করেন যাদেরকে আপনার ঘরে আসতে দেয়ার ব্যাপারে অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ করবো? আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত। আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, আমার জন্য ও আপনার জন্য।

হযরত কাজী শুরাইহ (রাঃ) পরম প্রিয়তমার মধুমাখা জ্ঞানগর্ভ কথা শ্রবণ করে বিমোহিত হয়ে পড়লেন। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মনে মনে আবারও মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। অতঃপর প্রাণপ্রিয় জীবন সঙ্গিনী তার নিকট যা যা জানতে চেয়েছিল একে একে তিনি সবকিছুই বুঝিয়ে বলে দিলেন। তারপর রাতের বাকী অংশটুকু আনন্দের সাগরে হাবুডুবু খেয়ে কাটিয়ে দিলেন।

একথা ধ্রুব সত্য যে, যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবনে এমন দ্বীনদার স্ত্রী জুটে যায়, যার দিকে তাকালে স্বামীর কলিজা ঠান্ডা হয়ে যায়, যার মধুর ব্যবহার স্বামীকে চরম তৃপ্তি দান করে, যার উঠা-বসা, চলাফেরা, হাসি-কান্না, মান-অভিমান সবই তার মর্জি মোয়াফেক হয়। স্বামীর সন্তুষ্টিই যার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, স্বামীর খেদমত করে যে তৃপ্তি অনুভব করে, স্বামীর 'হ্যাঁ' তে হ্যাঁ এবং 'না' তে 'না' এই নীতির উপর চলে তাহলে সে স্বামী যেন সমগ্র পৃথিবীর মালিক হয়ে গেল। সে যেন মুকুট বিহীন সম্রাট। বুদ্ধি-বিবেকহীন কোন লোকও যদি এমন একজন নেককার স্ত্রী প্রাপ্ত হয় তাহলে উক্ত স্ত্রী আপন স্বামীকে জ্ঞানী-গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। পক্ষান্তরে কোন জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবি ব্যক্তির ভাগ্যে যদি মুর্খ, বাচাল, বুদ্ধিহীন, নাফরমান, বদমেজাজী ও অহংকারী স্ত্রী জোটে, তাহলে সে এক সময় হয়তো জগতের বিবেক বুদ্ধিহীন লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

প্রকৃত পক্ষে প্রতিটি নববধূর উচিত যে, বিবাহ হওয়ার পর দু'চার দিনের মধ্যেই স্বামীর নিকট থেকে তার পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নেয়া এবং সেভাবেই জীবন যাপনে অভ্যস্থ হওয়া। অবশ্য স্বামীর পছন্দের বিষয়টি যেন শরীয়ত পরিপন্থী না হয় সেদিকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ তাআলা সকল মা-বোনদেরকে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আদর্শ স্ত্রীরূপে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥ ❑

https://smfoundationbd.com

অন্ধকার যুগের একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা

ইসলামপূর্ব যুগে কন্যা সন্তান জন্মকে পাপ বা অভিশাপ মনে করা হত। কন্যা সন্তান জন্ম হলে লজ্জায়, ঘৃণায় সে কাউকে চেহারা দেখাতে পারত না। তাই কলংকের এই চিহ্নকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য জন্মের পরপরই নবজাতককে গলাটিপে হত্যা করত অথবা জীবন্ত কবরস্থ করত। তখনকার ইতিহাসে জীবন্ত কন্যা সমাহিত করার যে পৈশাচিক দৃশ্য ফুটে উঠে তা পাঠ করে পাষাণ হৃদয়ের লোকদেরও অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। নিষ্পাপ কচি কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ পাষাণ পিতৃহৃদয়ে বিন্দুমাত্রও দয়ার সঞ্চার করত না। স্বহস্তে কন্যা সমাধিস্থ করে হাসি মুখে ফিরে আসত তারা।

বনু তামীম গোত্রের সর্দার কায়েস বিন আছিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের পর আল্লাহর রাসূলের নিকট স্বহস্তে কন্যা সমাধিস্থ করার এক মর্মস্পর্শী করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

ইয়া রাসূলাল্লাহ! একবার আমি সফরে গিয়েছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে আমার একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। অবশ্য আমি বাড়িতে থাকলে তার কান্নার আওয়াজ শুনার সাথে সাথেই গর্তে পুঁতে তার আওয়াজ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিতাম। কিন্তু আমার স্ত্রী তাকে মাতৃস্নেহ দিয়ে লালন পালন করতে থাকে। কিছুদিন পর তার মাতৃমমতা এত প্রবল আকার ধারণ করে যে, আমার নির্মমতার ভয়ে সে তাকে তার খালার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য হল, হয়তো খালার স্নেহে লালিত পালিত হয়ে একটু বড় হলে পিতার হৃদয়েও দয়া-মায়ার উদ্রেক হবে এবং ফুটফুটে নিষ্পাপ শিশু কন্যাটি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে।

দীর্ঘদিন পর সফর থেকে আমি বাড়িতে ফিরলাম। বাড়িতে এসে শুনলাম, আমার একটি মৃত সন্তান জন্ম হয়েছিল।

এদিকে আমার কন্যাটি তার খালার স্নেহে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। একদিন বিশেষ কারণে আমি বাইরে কোথাও গিয়েছিলাম। এই সুযোগে আমার স্ত্রী মেয়েটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে। অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়িতে ঢুকেই দেখি, একটি সুন্দর সুদর্শন চঞ্চল শিশুকন্যা সমস্ত ঘরময় ছুটাছুটি

https://smfoundationbd.com

করছে। মেয়েটিকে দেখে স্বর্গীয় এক মায়ার পরশে আমার হৃদয় মন ভরে গেল। আনন্দে চোখ দুটি চিকচিক করে উঠল। আমি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এদিকে আমার চেহারা দেখে আমার স্ত্রী আঁচ করতে পারল যে, পাষাণ হৃদয়ে পিতৃস্নেহের বান ডেকেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কে? কার মেয়ে? ভারী চমৎকার তো! তার মায়া আমার হৃদয় মন জয় করে ফেলেছে।

স্ত্রী ভাবল, এখন আর কোন ভয় নেই। তাই সে আমার নিকট সব কিছু খুলে বলল। মেয়েটি আমার জানতে পেরে অবলীলাক্রমে স্নেহভরে আমি তাকে কোলে তুলে নিলাম। আনন্দের আতিশায্যে বারবার চুমু খেলাম। এ সময় মেয়েকে লক্ষ্য করে স্ত্রী বলল, মা! এ যে তোমার আব্বু! অমনি সে আব্বু আব্বু বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল। সে যে কি সুখ! কি আনন্দ! তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপর থেকে আমি তাকে কাছে ডাকলে আব্বু আব্বু বলে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত আর আমি তাকে বুকে চেপে ধরে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতাম।

হে আল্লাহর রাসূল! আমার মেয়েটি স্নেহ মমতার উষ্ণ পরশে প্রতিপালিত হচ্ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে এক হিংস্র পশুত্ব এসে উপস্থিত হত। তখন আমি কুচিন্তার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতাম। ভাবতাম, হায়! আমি একি করছি? এ মেয়ের জন্য কি আমার মান-মর্যাদা ইজ্জত সম্মান সবকিছু ধুলিস্যাত হয়ে যাবে? এই তো কিছুকাল পরেই সে হবে অজ্ঞাত এক যুবকের শয্যা সায়িনী। তখন সমাজে আমি কি করে মুখ দেখাবো? এ সকল চিন্তা করে তখন আমার সমস্ত শরীর ক্ষোভে ঘৃণায় রি রি করে উঠত।

অবশেষে আমার হিংস্রতাই বিজয়ী হল। আমার পশুত্ব আর আত্ম অহমিকা আমাকে অন্ধ করে ফেলল। সিদ্ধান্ত নিলাম, লাঞ্ছনা-অপমান ও কলংকের এই চিহ্নকে আজই সমাধিস্থ করে আত্ম প্রশান্তি লাভ করব। স্ত্রীকে বললাম, মেয়েটিকে আজ সাজিয়ে দাও। ওকে এক নিমন্ত্রণে সাথে নিয়ে যাব। স্ত্রী তাকে সুন্দর জামা পরিয়ে উত্তমরূপে সাজিয়ে দিল। আব্বার সাথে নিমন্ত্রণে যাওয়ার সংবাদে সেও আনন্দে আত্মহারা।

https://smfoundationbd.com

আমি তাকে নিয়ে এক পাথুরে জমীনের দিকে রওয়ানা হলাম। মেয়েটি তখন আনন্দের আতিশায্যে লাফিয়ে লাফিয়ে কখনও আমার সামনে, কখনও আমার পিছনে আবার কখনও আমার হাত ধরে হাটছিল। কিন্তু সে জানত না যে, আমার মধ্যে তখন পশুত্বের কি পৈশাচিক ঝড় বইছিল। আমি তখন ছিলাম অন্ধ-মুক-বধির। তার হর্ষ-উল্লাস, কল কণ্ঠের আব্বু আব্বু ডাক কিছুই আমাকে প্রভাবিত করছিল না। এভাবে চলতে চলতে দূরে জনমানব শূন্য এক স্থানে গিয়ে থামলাম এবং দ্রুত গর্ত খুঁড়তে লাগলাম। আমার কাণ্ড দেখে বিস্মিত হয়ে মেয়েটি বলল! আব্বু এ পাথুরে জায়গায় গর্ত করছেন কেন? নিমন্ত্রণে যাবেন না? অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে যে! আমি তখন নির্বাক, নিস্তব্ধ। গর্ত খননে মগ্ন। ছিটে পোটা ধুলি কনা আমার শরীরে লাগলে অবুঝ শিশু তার জামা দিয়ে তা ঝেড়ে দিচ্ছিল এবং বলছিল, আব্বু! আব্বু!! আপনার শরীরে যে ময়লা লাগছে!

গভীর গর্ত খনন শেষে আমি উপরে উঠে আসলাম এবং সাথে সাথে সেই সদাহাস্য মমতাময়ী কন্যাটিকে শূন্যে তুলে গর্তে নিক্ষেপ করলাম। তারপর দ্রুত মাটি ফেলে গর্তটি ভরতে লাগলাম। এ সময় মেয়েটি অশ্রু সজল নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আর্ত-চিৎকার করে বলছিলো, আব্বু! আব্বু! আপনি একি করছেন আব্বু? আব্বু! আমি তো কোন দোষ করিনি, তবে কেন আমাকে গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিচ্ছেন?

ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! আমি তখন এত নিষ্ঠুর ও নির্মম হয়ে গিয়েছিলাম যে, এ আর্ত-চিৎকারে আমার পাষাণ হৃদয়ে একটুও দয়ার উদ্রেক হয়নি। আমি যেন তখন উম্মাদ হয়ে পড়েছিলাম। তাইতো আমি আপন কন্যাকে জীবন্ত সমাধিস্থ করে ব্যাথার পরিবর্তে পৈশাচিক উল্লাস আর সীমাহীন প্রশান্তি নিয়ে বাড়ীতে ফিরতে পেরেছিলাম।

এ নিষ্ঠুর, নির্মম ও মর্মস্পর্শী কাহিনী শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষু থেকে টপ টপ করে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। গুমড়ে কেঁদে উঠছিলেন তিনি। আর বলছিলেন, যারা অন্যের প্রতি দয়াবান নয় আল্লাহ কিভাবে তাদের প্রতি দয়াশীল হবেন? ❑

https://smfoundationbd.com

আরেকটি মর্মান্তিক কাহিনী

প্রাক ইসলামী যুগ ছিল বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতায় পরিপূর্ণ এক অন্ধকার যুগ। দূর্বল-অসহায়ের উপর অত্যন্ত বর্বোরোচিত কায়দায় জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো ছিল তৎকালীন যুগের একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সে যুগের লেখা ইতিহাস অসংখ্য লোমহর্ষক, হৃদয়বিদারক ও বেদনাদায়ক ঘটনায় পরিপূর্ণ। পূর্বে উল্লেখিত কাহিনীর ন্যায় সেই যুগের আরেকটি মর্মন্তুদ কাহিনী পাঠক বৃন্দের সামনে তুলে ধরছি।

জনৈক সাহাবী জাহেলী যুগে স্বীয় কন্যাকে অত্যন্ত নির্মম ও পৈশাচিক কায়দায় হত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ছিলাম মূর্খ, অজ্ঞ, আমরা কিছুই জানতাম না। নিজ হাতে গড়া পাথুরে মুর্তির পূজা করতাম আমরা। শিশু কন্যাদের জীবন্ত সমাধিস্থ করতাম।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি আদরের কন্যা ছিল। কাছে ডাকলে ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। একদিন আমি তাকে কাছে ডাকলাম। সে আনন্দে আমার নিকট ছুটে এল। তাকে সাথে নিয়ে আমি চলতে লাগলাম। আমি আগে হাঁটছিলাম আর সে পিছনে পিছনে উৎফুল্ল চিত্তে আসছিল। বাড়ীর অনতিদূরে ছিল একটি গভীর কূপ। সেখানে পৌঁছে আমি থেমে গেলাম। সেও তখন আমার পাশে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ আমি দু'হাত ধরে শূন্যে তুলে তাকে কূপে নিক্ষেপ করলাম। নিষ্পাপ শিশুটি তখন কূপের অন্ধকার থেকে শুধু আর্ত-চিৎকার করছিল। বড়ই করুণ, বড়ই হৃদয় বিদারক ছিল তার সেই আর্ত-চিৎকার। সে শুধু আব্বা আব্বা বলে ডাকছিল। আর এই ডাকই ছিল তার জীবনের শেষ শব্দ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই মর্মস্পর্শী হৃদয়বিদারক কাহিনী শুনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এক সাহাবী রাসূলের কান্নার দৃশ্যে অসহ্য হয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললেন, নিষ্প্রয়োজন ও বেদনাদায়ক কাহিনী শুনিয়ে তোমরা কেন শুধু শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দাও? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন, হ্যাঁ, ভাই! আবার তোমার আত্মকাহিনীটি শুনাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আত্মহারা। ভাবনার এক অথৈ সাগরে যেন আবার হারিয়ে গেছেন তিনি। চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি মোবারক সিক্ত হয়ে উঠেছে। ❑

https://smfoundationbd.com

পর্দাহীন মেয়েদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে কি?

একদা একজন লোক কোন একটি কবরের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন বলছে, 'আমাকে বের করে নাও আমি জীবিত।'

চলন্ত লোকটি এদিক সেদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভাবল, এটা হয়তো আমার মনের কল্পনা। সে আবার চলতে লাগলো। কিন্তু পূর্বের সেই একই আওয়াজ তাকে থামতে বাধ্য করলো। এবার সে আওয়াজটি কোথেকে আসছে সেদিকে পূর্ণরূপে খেয়াল দিল। এভাবে অনেকক্ষণ খেয়াল করার পর তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, নিশ্চয়ই এটা কোন কবরস্থ ব্যক্তির কথা।

এ ঘটনায় সে অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হল। সে দৌঁড়ে গিয়ে গ্রামবাসীকে ঘটনার বর্ণনা দিলে তারাও সীমাহীন কৌতুহল নিয়ে উক্ত কবরের নিকট সমবেত হল। সবশেষে তারাও বিশ্বাস করলো যে, হ্যাঁ, এটা কিছুদিন পূর্বে দাফনকৃত অমুক মহিলার কবর এবং এ কথাটি তারই। সুতরাং এখন তারা কি করবেন এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য এলাকার একজন বিশিষ্ট আলেমের শরণাপন্ন হলেন। উক্ত আলেম অনেক চিন্তা ভাবনা করে ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কবর খুঁড়ে ঐ মৃত ব্যক্তিকে উঠানোর অনুমতি দিলেন।

কবর খোঁড়া হল। কিন্তু বিস্মিত হয়ে সবাই দেখলো, কবরের ভিতর একজন মহিলা বস্ত্রহীন অবস্থায় পড়ে আছে। তার দেহের কাফনের কাপড়গুলো নষ্ট হয়ে গেছে। মহিলাকে এ অবস্থায় দেখে সকলেই মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন মহিলাটি বলে উঠল, আমার জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করুন। আমি কাপড় পরে বের হব।

তার জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করা হলো। মহিলাটি যথারীতি কাপড় পরে অত্যন্ত দ্রুত বেগে কবর থেকে বের হয়ে এক দৌঁড়ে তার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল এবং তার নিজস্ব কক্ষে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজা আটকিয়ে দিল। লোকজনও তার পিছনে পিছনে বাড়ীতে গিয়ে দেখল যে, সে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। তারা তাকে দরজা খোলার জন্য অনেক ডাকাডাকির পর সে বললো, দরজা খুলতে পারি তবে এ শর্তে যে, "আমার ঘরে ঐ ব্যক্তি ঢুকতে পারবে, যে আমাকে দেখার সাহস রাখে।" এ কথায় উপস্থিত লোকজন কিছুটা ভয় পেয়ে গেল এবং ঘরে প্রবেশের ব্যাপারে গড়িমসি করতে লাগলো। শেষ

https://smfoundationbd.com

পর্যন্ত কয়েকজন সাহসী লোক ঘরে প্রবেশ করল।

তারা ঘরে ঢুকে দেখলো, মেয়েটি চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে। তারা ভিতরে গিয়ে বসার পর মেয়েটি প্রথমে তার মাথার কাপড়টা সরিয়ে নিল। সবাই দেখলো তার মাথায় গোশ্ত, চুল কিছুই নেই। শুধু মাথার খুলিটাই আছে।

তারা জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, আপনার এ দূরবস্থার কারণ কি? জবাবে সে বললো, আমি জীবিতাবস্থায় মাথায় কাপড় না দিয়ে খালি মাথায় রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করতাম। তাই আমাকে কবরে রাখার সাথে সাথে ফেরেশ্তারা আমার মাথার সবগুলো চুল এত জোরে টেনে তুলে নিল যে, সাথে মাথার চামড়া ও গোশ্ত সবই উঠে গেল।

মাথা দেখানোর পর মেয়েটি তার মুখ খুললো। মুখ খোলার পর তাদের ভয় পেয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। কেননা তার মুখে শুধুমাত্র দাঁত ও হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বীভৎস ও বদ আকৃতির এই চেহারার দিকে তাকিয়ে তারা আবারও প্রশ্ন করলো, আচ্ছা! আপনার মুখের এই করুণ পরিণতি কেন?

মেয়েটি বললো, আমি দুনিয়াতে থাকাকালে পর পুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য ঠোঁটে রং বেরংয়ের লিপিষ্টিক লাগিয়ে বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করতাম। এ জন্যই আমার মুখের এই করুণ পরিণতি।

অতঃপর মেয়েটি তার হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো খুললো। দেখা গেল একটি আঙ্গুলেও নখ নেই। আঙ্গুলের এই অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বললো, আমি নখ পালিশ ব্যবহার করতাম এবং আনন্দ ভ্রমণে বের হতাম। এজন্য আমার আঙ্গুলের নখগুলো ছিড়ে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এতটুকু বলার পর মেয়েটি সাথে সাথে বেহুঁশ হয়ে ঢলে মাটিতে পড়ে গেল এবং ২য় বার মৃত্যুবরণ করলো। অতঃপর লোকজন পুনরায় তাকে কবর দিয়ে দিল।

আজকাল যে সকল মেয়েরা সেজে গুজে মাথা খোলা রেখে পর্দাহীন অবস্থায় রাস্তা-ঘাটে, বাজারে-বন্দরে, পার্কে প্রভৃতি স্থানে ঘোরাফেরা করতে অভ্যস্থ তারা যেন কবরের এই বাস্তব ঘটনা থেকে একটু শিক্ষা নেয় এবং আজ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় যে, আমরা আর কোনদিন বেপর্দা অবস্থায় বাসার বাইরে যাব না। সর্বদা পর্দা করে চলাফেরা করবো।

হে আল্লাহ! আমাদের সকল মা বোনদেরকে পর্দার প্রয়োজনীয়তা বুঝে তদানুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আমীন। ❑

https://smfoundationbd.com

হে খোদা! আমার কি ক্ষতি হল?

আজ থেকে বহুদিন আগের কথা। এক এলাকায় বসবাস করতেন এক নামকরা জমিদার। শত শত বিঘা জমির মালিক তিনি। প্রতি ধানের মৌসুমে তার জমিতে হাজার হাজার মন ধান উৎপন্ন হত। দেশ-বিদেশের অনেক ক্রেতা আসত তার ধান ক্রয় করতে। ধান রোপণ করা, কাটা, বিক্রি করা ইত্যাদি এ জাতীয় কাজের মধ্য দিয়েই তার সময় কাটতো।

একবারের ঘটনা।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও তিনি সমস্ত জমিতে ধানের চারা রোপণ করেছেন। ধীরে ধীরে চারাগুলো বড় হয়ে ধানে পরিপূর্ণ হলো। মাঠভরা ধান দেখে জমিদারের মন আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আগামী ২/৪ দিনের মধ্যেই ধান কাটা শুরু করবেন। কিন্তু কুদরতের কি অপার খেলা! এক সন্ধ্যায় প্রবল ঝড়-তুফান ও শীলা বৃষ্টি হলো। এতে জমিদারের শত শত বিঘা জমিনের সমস্ত ধান শীলার প্রচন্ড আঘাতে শীষ থেকে নীচে পড়ে কাঁদার সাথে আটকে গেলো। বাড়ীতে আনার মত এক মুষ্টি ধানও অবশিষ্ট রইলো না।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, পরের দিন সকালে উক্ত জমিদার জমি দেখতে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর জমিনের সমস্ত ধানই নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এতে তিনি মোটেও বিচলিত হলেন না। কষ্ট পেলেন না একটুও। বরং তিনি বলতে লাগলেন–

"হে খোদা! আমি তো শুধু ধানের চারাগুলো রোপণ করে সামান্য পরিচর্যা করেছি মাত্র। বাকী সকল কাজ তো তুমিই করেছ। তুমিই চারাগুলোকে ধীরে ধীরে বড় করেছ; তুমিই তাতে ধান দিয়েছো, তুমিই এগুলো পাকিয়েছ; আবার তুমিই সবকিছু নষ্ট করে দিয়েছ! হে খোদা! আমার কি ক্ষতি হলো! আমার তো কোনই ক্ষতি হলো না। আমার রিজিকের ভার তো তোমারই হাতে। তুমি যেমন ধান দিয়ে রিজিকের ব্যবস্থা করতে পারো, তেমনি ধান নষ্ট করে দিয়েও পারো। সুতরাং আমার তো কোন চিন্তার কারণ নেই।"

সুবহানাল্লাহ! উক্ত জমিদারের ঈমানের ভিত কত শক্ত ছিল, আল্লাহ পাকের ওয়াদার উপর তার বিশ্বাস কত সুদৃঢ় ছিল যে, হাজার হাজার মন

https://smfoundationbd.com

ধান সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বলছেন– হে খোদা! আমার কি ক্ষতি হলো। আমার রিযিকের জিম্মাদার তো তুমিই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, রোগ শোক, ফসল বিনষ্ট করণ ইত্যাদির মাধ্যমে অবশ্যই পরীক্ষা করব। হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি ঐ সকল ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ দিন যাদের নিকট কোন বালা মসিবত আসলে তারা বিচলিত না হয়ে ধৈর্য্য ধারণ করে এবং বলে "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" প্রকৃত পক্ষে উক্ত আয়াত যাদের জানা আছে এবং উহাকে যারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তারা পাহাড় সম মসিবতে আপতিত হয়েও উহাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করে ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং উহাকে পাপ মোচন ও মর্যাদা বৃদ্ধির উসীলা মনে করে বলতে থাকবে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।" অর্থাৎ "আমরা তো আল্লাহর জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

উপরন্তু নিম্নোক্ত হাদীছখানা যাদের স্মরণ আছে তাদের জন্যে ধৈর্য ধরা তো আরো অনেক সহজ। কেননা কত আশার কথাই না দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন– "মুমিনের ব্যাপারটা বড়ই আশ্চর্যজনক। কেননা প্রত্যেকটা বিষয়ই তার জন্য কল্যাণকর। আর এটা মুমিন ছাড়া অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনা। (বিষয়টা হচ্ছে) যদি মুমিনের নিকট সুখ শান্তি ও আনন্দের কিছু পৌঁছে তখন সে শুকরিয়া আদায় করে। সুতরাং এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। এমনিভাবে যখন তার নিকট কোন দুঃখ-মসিবত কিংবা-বিপদ আপদ আসে তখন সে ধৈর্য্য ধারণ করে। সুতরাং উহাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।"

প্রিয় পাঠক! একটু চিন্তা করুন। মানব জীবনে সুখ কিংবা দুঃখ এ দু' অবস্থা ছাড়া অন্য কোন অবস্থা আছে কি? আর মুমিনের জন্য দু'অবস্থার কোনটাই ক্ষতিকর নয়, বরং উভয়টাই কল্যাণকর। এতে শুধু প্রয়োজন একটু শুকরিয়া কিংবা ধৈর্য ধারণ। তাই আসুন আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, সুখের সময় মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবো এবং দুঃখের সময় ধৈর্য ধারণ করবো। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। আমীন। ❑

https://smfoundationbd.com

আমরাও কি এমন বিনয়ী হতে পারি না?

"জলে-স্থলে যত বিপর্যয় (যেমন অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি যাবতীয় আযাব ও গযব) মানুষের পাপের কারণেই এসে থাকে।" একথা মহাপরাক্রমশালী, রাজাধিরাজ আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র কুরআনের সূরায়ে রোমের ৪১নং আয়াতে উদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ কোন সমাজ বা দেশের লোকজন যখন জুলুম নির্যাতন, অন্যায়, অবিচার, ছিনতাই, রাহাজানী, হত্যা, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি অন্যায় কর্মে ব্যাপকহারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহপাক তাদেরকে সতর্ক করার জন্য বিভিন্ন প্রকার বালা-মসিবত দিয়ে থাকেন। এমতাবস্থায় লোকজন যদি তা বুঝতে পেরে নিজেদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে খোদার দরবারে মাফ চায় এবং যাবতীয় গর্হিত কাজকর্ম ছেড়ে দেয় তখন আল্লাহ তায়ালা দয়া পরবশ হয়ে তাদের কৃত যাবতীয় অন্যায় ক্ষমা করে দেন এবং তাদের উপর প্রেরিত আযাবকে উঠিয়ে নেন। নিম্নোক্ত ঘটনাটি এরই এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

একবার মিসরে অনাবৃষ্টির ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আকাশে মেঘমালা দেখা গেল না। প্রচন্ড খরায় নদী-নালা খাল-বিল সবই শুকিয়ে গেল। পানির অভাবে লোকজন খেত খামারে কাজ করতে না পারায় ফসলের মুখও তারা দেখতে পেলো না। এতে মানুষ তো মরতে লাগলোই, জীব জানোয়ারের জন্য জীবন ধারণের আহার পর্যন্ত মিললো না। নারী-পুরুষ ও ক্ষুধার্ত শিশুদের করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠলো। নিরন্ন-ভূভূক্ষ মানুষের চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে চললো; কিন্তু আকাশ সামান্য পানিতেও ভিজে উঠলো না, বর্ষণ করলো না এক ফোটা বৃষ্টিও।

অবশেষে কিছু লোক একত্রিত হয়ে সেখানকার প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)-এর দরবারে এসে বলল, জনাব! আপনি তো আমাদের বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করছেন। তাই অন্ততঃ এই নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের করুণ অবস্থার প্রতি তাকিয়ে আল্লাহর দরবারে একটু প্রার্থনা করুন। আমরা আশা করি আল্লাহ তা'য়ালা আপনার মত বুযুর্গ ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দিবেন না।

https://smfoundationbd.com

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) তাদের আবেদন মনযোগ সহকারে শুনলেন ঠিকই; কিন্তু তাদের আবেদন মত দোয়া না করে তৎক্ষণাৎ মিসর ছেড়ে মাদায়েন চলে গেলেন। তাঁর এই চলে যাওয়াতে সকলেই যার পর নাই বিস্মিত হলো।

কিন্তু কুদরতের খেলা বুঝা বড়ই মুশকিল! তিনি চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরই মিসরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। ফলে খাল-বিল, নদী-নালা পানিতে ভরে উঠলো। মানুষ রক্ষা পেলো দুর্ভিক্ষের মরণ ছোবল থেকে।

বৃষ্টি হওয়ার সংবাদ হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি মিসরে ফিরে এলেন। তখন তাঁর এক ঘনিষ্ট বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকজন আপনার নিকট প্রার্থনার জন্য এসেছিল, কিন্তু কেন আপনি প্রার্থনা না করে মিসর ছেড়ে চলে গেলেন? আর কেনই বা আপনার চলে যাওয়ার পর পরই বৃষ্টি হলো? নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বিভিন্নভাবে পাশ কাটার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নাছোড়াবান্দা বন্ধুর সীমাহীন পীড়াপীড়িতে অবশেষে বলতে বাধ্য হলেন যে, "লোকেরা যখন আমার নিকট প্রার্থনার জন্য আসল তখন আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলাম। ভাবলাম, পৃথিবীতে যখন অধিক পরিমাণে আল্লাহর নাফরমানী হতে থাকে, লোকজন যখন আল্লাহকে ভুলে বসে, তখনই আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে সতর্ক সংকেত স্বরূপ বিভিন্ন আযাব-গযবে গ্রেফতার করেন। আর এ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র পথ হলো তওবা করা এবং সৎপথ অবলম্বন করা।

আমি মনে করেছি, বর্তমান মিশরের এই দূরবস্থা আমার কারণেই হয়েছে। কেননা আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি যে, মিসরের সবচেয়ে বড় গোনাহগার আমিই। তাই আমার হৃদয় বারবার আমাকে ভর্ৎসনা করছিল যে, হে যুন্নুন! তোমার গোনাহের কারণেই মিশরে এ দুর্যোগের ঘনঘটা। সুতরাং মিসরের এ জমীনে এক মুহূর্ত অবস্থান করাও তোমার উচিত নয়। তুমি এক্ষুনি মিশর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাও। তাই আমি মিশর ছেড়ে চলে গিয়েছি।

আমার ধারণা যে বাস্তবিক সত্য, তা আপনারা নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। কেননা আপনারা দেখেছেন যে, আমি চলে যাওয়ার পরই মিশরে বৃষ্টি হয়েছে।

https://smfoundationbd.com

পাঠকবৃন্দ! একটু চিন্তা করুন। আসলে কি সত্যিই যুন্নুন মিসরী (রাহঃ) এতবড় গোনাহগার ছিলেন? যার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রহমতের বারিধারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন? সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশে নিপতিত হয়েছিল সমগ্র মিসরবাসী?

না, মূল ব্যাপার আসলে তা নয়। কারণ হযরত যুন্নুন মিসরী (রাহঃ) তো ছিলেন আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা। ওলী আল্লাহ। সে জন্যেই তো মানুষ তার কাছে প্রার্থনার আবেদন জানিয়েছিল।

কিন্তু এত বড় আল্লাহর ওলী হওয়া সত্ত্বেও তিনি খোদার দরবারে নিজেকে অত্যন্ত ছোট ও চরম অপরাধী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, হে প্রভূ আমিই অপরাধী। আমার অপরাধের কারণেই মিশরে এই দুর্যোগের ঘনঘটা।

তাঁর এই বিনয়-আজেজী, এনকেসারী আল্লাহর নিকট এতই পছন্দ হয়েছে যে, তিনি মিশরবাসীর সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়ে তাঁর রহমতের বৃষ্টি পুনরায় চালু করে দিলেন। ফলে মিশরবাসীর বিপদ কেটে গেল। ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে আবারও ফুটে উঠলো পরিতৃপ্তির হাসি। সুতরাং আমরাও কি পারিনা আল্লাহর দরবারে নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে?

প্রকৃত পক্ষে, বিনয় ও নম্রতা মানুষের এমন এক মহৎ গুণ যার মাধ্যমে জগতের বড় বড় সমস্যারও সুষ্ঠু সমাধান হয়ে যায়। ঘটে যায় দীর্ঘ কাল ধরে চলমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান।

পক্ষান্তরে, অহংকার ও আমিত্ব এমন এক আপদ, যা মানব জীবনে চরম অবণতি ও ধ্বংস ডেকে আনে। অধিকন্তু, আল্লাহ তায়ালা অহংকারীদেরকে মোটেও ভালবাসেন না। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "যার অন্তরে বিন্দুমাত্রও অহংকার থাকবে সে কখনো জান্নাতে যেতে পারবে না।" অপরদিকে বিনয় সম্পর্কে তিনি বলেছেন–"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মর্যাদাকে বাড়িয়ে দিবেন।" তাই আসুন! আজ থেকেই অহংকার ও আমিত্ব নামক এই মারাত্মক ব্যাধিকে চিরতরে অন্তর থেকে বের করে দাফন করে দেই এবং শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই সকল ক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করি। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। আমীন ॥ ❑

https://smfoundationbd.com

পতি ভক্তির এক অনুপম দৃষ্টান্ত

যে সকল মহিয়সী মহিলা স্বীয় স্বামীর প্রতি অগাধ ভালবাসা, অকৃত্রিম প্রেম ও নজীরবিহীন খেদমতের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে নিজের নাম লিখিয়ে নিয়েছেন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রাণপ্রিয় স্ত্রী হযরত ছফুরা (আঃ) ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি প্রিয়তম স্বামীর জন্য যে কুরবানী পেশ করেছিলেন যুগ যুগ ধরে আগত সমগ্র নারীকুলের জন্য তাতে রয়েছে এক বিরাট শিক্ষা।

হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর রাসূল। তুর পাহাড়ে আল্লাহ-পাকের নূরের তাজাল্লীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর থেকে তাঁর চেহারা মোবারকে সর্বদা বিরাজ করত একটি শক্তিশালী নূর। এ নূরের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, যদি কেউ মুখোশ বিহীন তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করত তাহলে সাথে সাথে তার চক্ষু বিনষ্ট হয়ে যেত। অন্ধ হয়ে যেত চির দিনের মত।

এ অবস্থা লক্ষ্য করে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আরজ করলেন, হে পাক পরওয়ার দিগার! আপনি আমাকে এমন একটি মুখোশ দান করুন যদ্বারা এই শক্তিশালী নূর ঢেকে থাকবে এবং আপনার বান্দাদের চোখের কোন ক্ষতি হবে না।

আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বললেন, তুর পাহাড়ে আপনার দেহে যে কম্বল ছিল তা দিয়ে আপনি মুখোশ বানিয়ে নিন। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক একটি মুখোশ বানিয়ে নিলেন এবং লোকদেরকে মুখোশ ব্যতিত তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করলেন।

এই নিষেধাজ্ঞা শুধু বাইরের লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ঘরের প্রিয়তম স্ত্রী সুখ-দুঃখের সাথী হযরত সফুরা (আঃ)-এর জন্যও ছিল। কিন্তু স্বীয় প্রেমাস্পদের জন্য যার মহব্বত সীমাহীন- যার হৃদয়-মন পতি-প্রেমে ভরপুর যার জীবনের সমগ্র কর্মকান্ড পরিচালিত হয় স্বামীর সন্তুষ্টিকে কেন্দ্র করেই সে কি করে প্রিয়তমের মুখোশ পরিহিত চেহারা দর্শন করে তৃপ্ত হতে পারে? কি করে স্বামীর প্রকৃত চেহারা না দেখে সময় কাটাতে পারে? না, তা কিছুতেই হতে পারে না। তাইতো পতি প্রেম ও নবুওয়তের সৌন্দর্যে

https://smfoundationbd.com

আসক্তা হযরত সফুরা (আঃ) ঐ মুখোশের কারণে অস্থির হয়ে পড়লেন। ব্যথিত কণ্ঠের আহাজারি তাঁর হৃদয় মনকে ভীষণ ভাবে আন্দোলিত করল। ভেঙ্গে গেল তাঁর ধৈর্যের সব কয়টি বাঁধ। তিনি তড়িৎগতিতে প্রিয়তম স্বামীর নিকট পৌঁছলেন এবং মুখোশ ছাড়াই এক চোখ দিয়ে অধীর আগ্রহে স্বামীর চেহারা দর্শন করতে লাগলেন। এতে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু তিনি মোটেও বিচলিত হলেন না। দুঃখ পেলেন না একটুও। প্রকৃত পক্ষে পতি-প্রেমে আত্মহারা হযরত সফুরা (আঃ) হয়তো টেরও পাননি যে, তাঁর একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। কিন্তু এখনো তাঁর তৃপ্তি মিটেনি। তিনি আবারও অপর চক্ষু দিয়ে প্রাণ ভরে স্বীয় প্রেমাস্পদকে দেখতে লাগলেন। ফলে এ চোখটিও জ্যোতিহীন হয়ে গেল। একে একে, দুটি চোখই বিনষ্ট হয়ে গেল।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। তাঁর চক্ষুদ্বয় নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর জনৈক মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করল আপনার উভয় চোখের জ্যোতি বিনষ্ট হওয়ার কারণে আপনার মনে কোন আফসোস লাগে কি? এ প্রশ্নের জবাবে হযরত সফুরা (আঃ) যে উত্তর প্রদান করেছিলেন হযরত মাওঃ রুমী (রাঃ) দুটি পংক্তিতে তা লিপিবদ্ধ করেছেন-

"হে মহিলা! প্রিয়তম স্বামীকে দেখতে গিয়ে আমার দুটি চোখ চলে গেছে এতে আমার বিন্দুমাত্রও আফসোস নেই, বরং আমার শত আফসোস ও হাজারো আক্ষেপ তো শুধু এজন্য যে, যদি এমন লক্ষ চক্ষু আমাকে দান করা হত তাহলে আমি সবগুলিকে আপন প্রেমাস্পদের দীপ্তিমান চেহারা দর্শনার্থে উৎসর্গ করে দিতাম।"

হযরত সফুরা (আঃ) পতিভক্তির যে অপূর্ব নজীর স্থাপন করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। স্বামী প্রীতির এ কাজটি আল্লাহ তায়ালার অত্যন্ত পছন্দ হল। তাই তিনি তাঁর গায়েবী ভান্ডার থেকে তাঁর উভয় চক্ষুর দর্শন শক্তিতে এমন শক্তিশালী জ্যোতি দান করলেন যদ্বারা তিনি সর্বদা প্রাণ প্রিয় স্বামী হযরত মূসা (আঃ)-এর চেহারা মোবারক কোন মুখোশ ছাড়াই দেখতে পারতেন।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা গেল স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রেম ও ভালবাসা যদি নিখাদ হয়- স্বামীর জন্য স্ত্রী যদি যে কোন কোরবানী দিতে প্রস্তুত

https://smfoundationbd.com

থাকে- তাহলে আল্লাহ তা'আলার অবারিত রহমত ও করুণার ধারা তাঁদের প্রতি বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হতে থাকে। দাম্পত্য জীবনে বইতে থাকে সুখ-আর শান্তির বিরামহীন স্রোত ধারা। তাইতো দেখা যায় এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যখন স্বামী স্ত্রী একে অন্যের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ পাকও তাদের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান। সুবহানাল্লাহ! স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসাকে আল্লাহ তা'য়ালা কতটুকু পছন্দ করেন এ হাদীছ দ্বারা তা সহজেই অনুমান করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের সকল স্ত্রীকে হযরত সফুরা (আঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামীর জন্য যে কোন কষ্ট বরদাশত করার মত জযবা দান করুন। আমীন ॥ ❑

আমি কি ওর চাইতেও বেশী গুনাহগার?

একদা এক নামকরা কবি মারা গেলেন। তার নাম ছিল আজিমুশ্বান। অসংখ্য গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখে তিনি মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। তার লেখা অনেক হাসির কাহিনী মানুষকে দিয়েছিল সীমাহীন আনন্দ। ভক্তের সংখ্যা ছিল তার অগনিত। তার নাম জানে না এমন লোক হয়তো সারা দেশে খুঁজে একজনও পাওয়া যাবে না। শিশু-কিশোর, ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী সবাই তাকে চিনতো। সবাই তার লেখা পড়তো। তাই তার মৃত্যুতে সারা দেশে নামলো শোকের ছায়া।

কবির পরিবার-পরিজন ও ভক্ত-অনুরক্তের দল যথারীতি কাফনের কার্য সমাধা করলো। অতঃপর তারা কবির লাশ নিয়ে কবরস্থানে পৌঁছলো এবং ব্যথা-ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তাকে কবরে রেখে চির বিদায় জানিয়ে প্রত্যেকেই যার যার বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করলো।

তারপর দেশ জুড়ে শোক সভা হলো। অনেক শোক গাঁথা রচিত হলো। ভক্ত জনেরা বিভিন্ন ভাবে কবির প্রশংসা করলো। যুব ও কিশোর সমাজ কবিকে নতুন পথের দিশারী রূপে বরণ করলো। মোট কথা, কবি মরে গিয়েও লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে রইলেন।

https://smfoundationbd.com

কবি যেদিন মারা গিয়েছিলেন সেদিন শহরের এক মস্তবড় গুন্ডাও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছিল। কবির কবরের পাশেই তাকে দাফন করা হলো। সুতরাং নামজাদা কবির পাশে নামজাদা গুন্ডার কবর রচিত হলো।

কবরস্থান থেকে সবাই চলে আসার সাথে সাথে উভয়ের কবরে মুনকার-নাকীর ফেরেশতাদ্বয় প্রশ্ন করার জন্য অবতীর্ণ হলো। তারা ফেরেশতাদের প্রশ্নাবলীর কোন উত্তর দিতে পারলো না। প্রত্যেকেই শুধু বললো, আমি কিছুই জানি না। সুতরাং নিয়মানুসারে তাদের উভয়ের কবরে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি শুরু হয়ে গেলো। যতই দিন যাচ্ছিল ততই তাদের আযাব তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। শাস্তির প্রচন্ডতায় তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অসহনীয় ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি করছিল।

দীর্ঘকাল যাবত তাদের এ শাস্তির ধারা চলতে থাকলো। হঠাৎ একদিন আযাবের ফেরেশতারা গুন্ডার আযাব বন্ধ করে দিলো। কিন্তু কবির আযাব বন্ধ করলো না। বরং তার শাস্তি পূর্বের চেয়ে আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দিল।

কবি এতে সীমাহীন আশ্চর্য হলো। সে বলতে লাগলো, হে আল্লাহ! আমার প্রতিবেশী গুন্ডার আযাব বন্ধ হয়ে গেলো। অথচ সে কতই না নিকৃষ্ট লোক ছিল। শহরে সে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিয়েছে। কত লোকের মাল-মাত্তা লুট করেছে, কত গরীব লোক তার অত্যাচারে অতীষ্ঠ হয়ে চোখের পানি ঝরিয়েছে। মানবতার এত বড় দুশমনের আযাব বন্ধ হয়ে গেলো? আর আমার আযাব এখনো বন্ধ হলো না? আমি কত গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছি, কত লোককে আনন্দ দিয়েছি। আমার মৃত্যুতে শহরে-বন্দরে শোক-সভা হয়েছে। নওজোয়ানরা শোক মিছিল বের করেছে। আমার অনুপস্থিতিতে মানবতার কতই না ক্ষতি হয়েছে! অথচ এখনো আমার আযাব বন্ধ হলো না? তাহলে কি আমি ওই গুন্ডাটার চাইতেও খারাপ? ওর চাইতেও বেশী গুনাহগার? হে আল্লাহ! তোমার এ ইনসাফ তো আমি বুঝতে পারছি না।

আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে আজিমুশ্বান! আমি তোমাদের উপর পূর্ণ ইনসাফ করেছি। বিন্দুমাত্রও অবিচার করিনি আমি। সে ছিল গুন্ডা। কিছু লোককে সে খুন করেছিল। কিছু মানুষের টাকা-পয়সা লুট করেছিল। সে মারা গেছে। মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার সকল অন্যায় অপকর্মেরও সমাপ্তি ঘটেছে। নিঃসন্দেহে তার কাজগুলো অত্যন্ত খারাপ। এসব ঘৃণিত ও গর্হিত

https://smfoundationbd.com

কাজের মাধ্যমে সে অসংখ্য অগণিত পাপ করেছে। পাপ করলে এর সমপরিমাণ প্রায়শ্চিত্ত অবশ্যই ভোগ করতে হয়, শাস্তি পেতে হয়। বিধিমত তার যা শাস্তি পাওনা ছিল তা সে পেয়ে গেছে। তার শাস্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু তুমি? তুমি কবি। তুমি গল্প রচয়িতা। তুমি লেখক। তুমি সাহিত্যিক। লেখার সাহায্যে তুমি মানুষকে অসৎ পথে পরিচালিত করেছো। আমি তোমাকে প্রতিভা দিয়েছিলাম, জ্ঞান দিয়েছিলাম। লেখার যোগ্যতা দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি তার সদ্ব্যবহার করোনি। মানুষের ঈমান আমল ও চরিত্র সংশোধনের জন্য তোমার কলম চলেনি। তোমার লেখা পড়ে মানুষ আনন্দ পেয়েছে সত্য, কিন্তু আমল-আখলাককে সুন্দর করার কোন দিক নির্দেশনা তারা সেখানে খোঁজে পায়নি। তোমার গল্প-প্রবন্ধ পাঠ করে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে। অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-ব্যভিচার ও নরহত্যার ন্যায় জঘন্য প্রবণতা তাদের মাঝে মহামারী আকার ধারণ করেছে। যুব সমাজ উশৃংখল হয়েছে। তারা সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়েছে। ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা বোধ বিলুপ্ত হয়েছে। লিখনীর মাধ্যমে তুমি মানবতার সে ক্ষতি সাধন করেছো কিয়ামত পর্যন্ত এ ক্ষতি পূরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। এক কথায়, তুমি মানুষের অন্তরে অপরাধ প্রবণতার ভীত রচনা করেছো। ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে তুমি কিছুই লিখনি। সুতরাং তোমার লেখা পাঠ করে লোকজন যত পাপ কর্ম সম্পাদন করছে তুমি কবরে বসেও তাদের সকলের সমপরিমাণ পাপ লাভ করছো।

কবি বললেন, হে আল্লাহ! এরও তো একটা শেষ আছে। আল্লাহ তায়ালা বললেন, না, এর কোন শেষ দেখা যাচ্ছে না। কারণ তুমি মরে গেছো কিন্তু তোমার লেখা বেঁচে আছে। তোমার কবিতার বই আবার ছাপানোর পরিকল্পনা চলছে। তোমার লেখা বহুলোক পড়েছে। আরো বহু লোক পড়বে। দীর্ঘদিন যাবত পড়বে। দুনিয়ার কয়েকটি ভাষায় তোমার বিভিন্ন বইয়ের অনুবাদও চলছে। তোমার লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে দুনিয়াতে যত অপকর্ম ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সংঘটিত হচ্ছে তার গোনাহের অংশ তোমার আমল নামায়ও লেখা হচ্ছে। আবার তোমার লেখার কথা একদিন মানুষ ভুলে গেলেও তোমারই সাহিত্যের আদর্শ গ্রহণ করে হয়তো অনেক নতুন লেখক সৃষ্টি হবে।

https://smfoundationbd.com

তাদের লেখার মাধ্যমে সংঘটিত অসৎ কাজের একটা অংশ কিয়ামত পর্যন্ত তুমিও পেতে থাকবে। তাই তোমার শাস্তিও সেই পর্যন্ত চলবে।

ঃ তাহলে কি আমার কোন আশা নেই? কবি কাঁদতে লাগলো।

ঃ কোন আশা নেই।

তবে তুমি যদি লেখার সাহায্যে মানুষকে সৎ পথে চালাতে, তাদের ঈমান আমল ও চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করতে, ইসলামী রীতি নীতি শিক্ষা দিতে তাহলে এর সুফলও তুমি আজ ভোগ করতে। তোমার লেখা পাঠ করে মানুষ যত নেক আমল করতো তুমি কবরে বসে সেসব নেক আমলের পূর্ণ ছাওয়াব লাভ করতে। কিন্তু তুমি শয়তানের তাবেদারী করে নিজের খেয়াল খুশি মতো চলেছো। সুতরাং তার সমস্ত ফল তোমাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। নিজের দোষেই তুমি যন্ত্রণাদায়ক ও নির্মম শাস্তি ভোগ করছো।

আলোচ্য ঘটনায় লেখক ভাইদের জন্য বিরাট শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। যে সকল কবি-সাহিত্যিক ও লেখক এখনো শয়তানের প্ররোচনায় ও নফসের ধোকায় পড়ে পার্থিব ধন-সম্পদের লোভে মানুষের ঈমান আমল ও চরিত্রকে নষ্ট করছেন, তাদেরকে অসৎ পথে পরিচালিত করছেন, ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক রচনা করে তাদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেসব লেখক ভাইদের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আপনারা সময় থাকতে ফিরে আসুন। নিজেদের মেধা, জ্ঞান ও লিখনী শক্তিকে মানুষের ঈমান, আমল ও চরিত্র সংরক্ষণ এবং এগুলোর উন্নতিকল্পে ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, আপনাদের এই জ্ঞান ও লিখনীর ক্ষমতা কিন্তু আল্লাহ তায়ালাই দান করেছেন। কাজেই তার মর্জি মোতাবেক এ যোগ্যতাকে খরচ করুন। না হয় আপনাদের অবস্থা সেই আজিমুশ্বান কবির মতোই হবে।

হাদীস শরীফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের সূচনা করল, সে উক্ত কাজের সওয়াব প্রাপ্ত হবে এবং যত লোক এর উপর আমল করবে তাদের সকলের সমপরিমাণ সওয়াবও সে লাভ করবে কিন্তু এজন্য তাদের ছওয়াব বিন্দু মাত্রও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের সূচনা করল সে উক্ত কাজের গোনাহ প্রাপ্ত হবে এবং যত লোক এর উপর আমল করবে তাদের সকলের সমপরিমাণ গোনাহও সে প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এজন্য তাদের গোনাহ বিন্দুমাত্র ও হ্রাস করা হবে না। ❑

https://smfoundationbd.com

অবাধ্য স্ত্রীর ভয়াবহ পরিণাম

জনৈক মহিলার প্রাণের চেয়ে প্রিয় একটি পুত্র সন্তান ছিল। সে তার ছেলেকে বুকভরা দরদ ও সীমাহীন আদর-সোহাগ দিয়ে লালন-পালন করত। ধীরে ধীরে ছেলেটি বড় হল। সে যখন কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পন করল তখন হঠাৎ একদিন ভীষণ রোগে আক্রান্ত হল। স্নেহময়ী মা স্বীয় সন্তানকে রোগমুক্ত করার কোন চেষ্টাই বাকী রাখল না। কিন্তু কিছুতেই সে সুস্থ হল না।

শেষ পর্যন্ত মা উপায়ান্তর না দেখে প্রিয় পুত্রকে মৃত্যুর ছোবল থেকে বাঁচানোর জন্য মান্নত করল। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যদি আমার পুত্রকে রোগ মুক্ত কর তাহলে আমি সাত দিন জীবন্ত অবস্থায় কবরে থাকব। অতঃপর সে ছেলের জন্য কেঁদে-কেটে কায়মনোবাক্যে খোদার দরবারে প্রার্থনা করল। আল্লাহ তাআলা তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন এবং ছেলেকে পূর্বের ন্যায় সুস্থ করে দিলেন।

এখন মান্নত পুরা করার পালা। কিন্তু সে তার মান্নত পুরা করল না। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হল।

একদিন রাতের ঘটনা। মহিলা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ সে স্বপ্নে দেখল, একজন সুন্দর ও সুদর্শন পুরুষ তাকে লক্ষ্য করে বলছে, তুমি অতি শীঘ্র তোমার মান্নত পূর্ণ কর নইলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর এর চেয়েও কঠিন বিপদ নেমে আসবে।

স্বপ্ন দেখে মহিলা ঘাবড়ে গেল। ভোরে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সে তার আদরের ছেলেকে স্বপ্নের কথা জানাল এবং বলল, তুমি এক্ষুণি কবরস্থানে গিয়ে আমার জন্য একটি কবর খনন কর।

মমতাময়ী মায়ের নির্দেশ পালনার্থে ছেলে কবরস্থানে গেল এবং মাকে দাফন করার জন্য সুন্দর একটি কবর খনন করল।

অতঃপর সে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে মাকে কবর খননের সংবাদ দিল। মা স্বীয় মান্নত পূর্ণ করার জন্য কবরে অবতরণ করে শুয়ে পড়ল এবং বলল, ওহে প্রভু! আমি আমার সকল ক্ষমতা ও শক্তি দিয়ে মান্নত পূর্ণ করার চেষ্টা করছি। এখন আপনি আমাকে কবরে আগত যাবতীয় বিপদ আপদ থেকে হেফাযত করুন। দোয়া শেষ হলে ছেলেটি কবরে মাটি দিয়ে ব্যথিত হৃদয়ে মলিন মুখে বাড়ীতে চলে এল।

https://smfoundationbd.com

মহিলাটি নিঃসঙ্গ অবস্থায় কবরে শুয়ে আছে। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে মাথার দিকে ছোট্ট একটি সুড়ঙ্গপথ দেখতে পেল। এতে সে সীমাহীন আশ্চর্য হল। সে দেখল, দূর থেকে দুজন জান্নাতী মহিলা তাকে কাছে আসার জন্য আহবান করছে।

মহিলাটি জান্নাতী রমনীদ্বয়ের আহ্বানে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে সামনে অগ্রসর হল এবং তাদের নিকটে এসে সালাম দিল। কিন্তু তারা উত্তর দিল না। মহিলা বলল, আপনারা বাকশক্তি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সালামের জবাব দিলেন না কেন? তারা বলল, নিঃসন্দেহে সালাম অনেক পূণ্যের কাজ। কিন্তু আমাদেরকে সালামের উত্তর দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই সালামের উত্তর দেইনি।

সে দেখলো, বেহেশতী রমনীদ্বয়ের একজনের মাথায় একটি পাখি ডানা ঝাপটিয়ে বাতাস দিচ্ছে এবং অপর রমনীর মাথায় অন্য একটি পাখি তার তীক্ষ্ণ ও ধারাল ঠোঁট দিয়ে বারবার সজোরে আঘাত করছে। অতঃপর বাকী ঘটনা সে এভাবে বর্ণনা করলো যে-

আমি এ দৃশ্য দেখে প্রথম রমনীকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ তায়ালা কোন আমলের বিনিময়ে আপনাকে এ নেয়ামত দান করেছেন? সে বলল, আমি পৃথিবীতে স্বামীর একান্ত বাধ্যগত ছিলাম। সদা সর্বদা তার মন সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টায় লিপ্ত থাকতাম। তার শরীয়ত সমর্থিত সকল প্রকার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম। তিনি মনে কষ্ট পাবেন এ ধরণের কোন কথা তার সামনে কখনো উচ্চারণ করতাম না। ফলে অন্তিম কালে তিনি আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই মহান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় অনুগ্রহে স্বামীর সন্তুষ্টির প্রতিদান স্বরূপ আমাকে এই অফুরন্ত নিয়ামত ও মর্যাদা দান করেছেন।

অতঃপর আমি দ্বিতীয় রমনীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ অনাবিল শান্তির নীড়ে আপনার এ দুরবস্থা কেন? আপনি এমন কি অপরাধ করেছেন যার ফলে এ পাখিটা আপনার মাথায় বসে তার ধারাল ঠোঁট দিয়ে আপনার মাথা ঠোকরাচ্ছে এবং আপনাকে সীমাহীন কষ্ট দিচ্ছে? সে বলল, আমি দুনিয়াতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ যথাযথ পালন করেছি সত্য কিন্তু স্বামীর সাথে সদাচরণ ও মধুর ব্যবহার করিনি। আমি তার সন্তুষ্টির পরোয়া করতাম না। কথায় কথায় তার মনে কষ্ট দিতাম। আমি তার নির্দেশ পালনের প্রতি কোনরূপ গুরুত্বারোপ করতাম না। ফলে মৃত্যুকালে তিনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইবাদতের বিনিময়ে জান্নাত দান করেছেন আর স্বামীকে অসন্তুষ্ট করার কারণে আমাকে এ ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করেছেন।

https://smfoundationbd.com

অতঃপর জান্নাতী মহিলা দাফনকৃত মহিলাকে বলল, হে বোন! আমি তোমার নিকট একটি সবিনয় আবেদন করছি। তা এই যে, যখন তুমি মানুতের মেয়াদ শেষ করে দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করবে তখন বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক লোক তোমাকে দেখার জন্য আসবে। তাদের মধ্যে হয়তো আমার স্বামীও থাকবে। অতঃপর জান্নাতী মহিলা তার স্বামীর পরিচয় দিয়ে বলল, তুমি আমার এ ভয়াবহ শাস্তির কথা তার কাছে খুলে বলবে এবং আমার পক্ষ থেকে তার নিকট ক্ষমার আবেদন করবে। হতে পারে তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

সাতদিন অতিবাহিত হওয়ার পর জান্নাতী মহিলাদ্বয় বলল, তুমি তোমার কবরে চলে যাও। মহিলাটি যখন কবরে প্রবেশ করল তখন সে দেখতে পেল, তার প্রিয় ছেলে কবর খনন করছে। ছেলে কবর খনন করে স্নেহময়ী মাকে জীবিত অবস্থায় পুণরায় দেখতে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হল এবং তাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যে এ সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে লোকজন তাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে তার বাড়ীতে সমবেত হতে লাগল। এদিকে উক্ত মহিলা তার সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে জান্নাতী মহিলার স্বামীকে খোঁজছিল। হঠাৎ লোকজনের ভীড়ে তাকে পেয়ে গেল। জান্নাতী রমনীর স্বামীর পরিচয় আগেই জানা ছিল বিধায় বহু লোকের মাঝেও তাকে চিনে বের করতে তার তেমন কোন কষ্ট হল না। অতঃপর সে জান্নাতী মহিলার স্বামীকে কাছে ডেকে আনল এবং তার স্ত্রীর সকল অবস্থা খুলে খুলে বর্ণনা করল।

স্ত্রীর শাস্তির কথা শ্রবণ করে স্বামীর মনে দয়ার উদ্রেক হল। ফলে সে স্ত্রীর দেয়া সকল দুঃখ-বেদনা ভুলে গিয়ে তাকে ক্ষমা করে দিল। অতঃপর সকলেই যার যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

ঐ দিন রাতে ঘুমানোর পর মহিলা স্বপ্নে দেখল যে, দ্বিতীয় রমনী প্রথম রমনীর ন্যায় সুখ, শান্তি ও আনন্দে রয়েছে। এখন তার কোন প্রকার শাস্তি হচ্ছে না। তার মনে কোন দুঃখ-কষ্ট নেই।

জান্নাতী মহিলাটি দাফনকৃত মহিলাকে বলল, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে উত্তর প্রতিদান দান করুন। কারণ তোমার কারণে আমি কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়েছি। ঘটনা এখানেই শেষ।

এবার অধম লেখকের পক্ষ থেকে মা-বোনদের প্রতি সবিনয় আরজ এই যে, আপনারা যারা স্বামীর মনে কষ্ট দেন, স্বামীর শরীয়ত সম্মত আদেশ

https://smfoundationbd.com

নিষেধ পালনে ত্রুটি করেন, তাকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে অশান্তি দেন, তার খেদমত করাকে স্বীয় ইজ্জতের পরিপন্থী কাজ মনে করেন, তিনি আপনার মত সুন্দর কিংবা শিক্ষিত না হওয়ার কারণে সর্বদা তাকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেন, আপনার চাহিদা মত খাওয়া-পরা দিতে পারছে না বলে সর্বদা তাকে কথায় কাজে হেয় প্রতিপন্ন করেন তারা এই ঘটনা পাঠ করে আজ থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করুন যে, আমরা আর কখনো স্বামীর মনে কষ্ট দিব না। তার আদেশ নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। জান্নাতী মহিলা যেভাবে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতের অধিকারীনী হয়েছিল আমরাও আর কাল বিলম্ব না করে আজকেই রাতের নির্জন প্রহরে স্বামীর পা ধরে অতীতের সমস্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে তাকে খুশী করার জন্য সচেষ্ট হব। তার সাথে আর কোনদিন দূর্ব্যবহার করব না। যদি কোন দিন আবারো কোন কথা বা কাজের দ্বারা স্বামীর মনে কষ্ট পায়, তাহলে এক মুহূর্তও দেরী না করে তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিব। তার মনে সর্বদা হাসি ফুটাতে চেষ্টা করব। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করবেন তখন তার দেয়া সকল দুঃখকে চেপে রেখে হাসি মুখে তাকে বরণ করে নিব। বাহিরে তার কোন কষ্ট হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করব। ওজু-গোছলের প্রয়োজন হলে ওজু গোছলের পানির ব্যবস্থা করব। মেছওয়াক, তোয়ালে, গামছা ইত্যাদি এগিয়ে দিব। রাতে শোয়ার সময় সুন্দর করে বিছানা পরিস্কার করে দিয়ে মশারী খাঁটিয়ে দিব। আর একথা খুব ভাল করে মনে রাখব যে, স্বামীর মন খুশী রেখে তার পক্ষ থেকে যা কিছু পাওয়া সম্ভব তার মনে কষ্ট দিয়ে কস্মিন কালেও তা পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি আমার জন্য কোন কিছু সখ করে কিনে আনলে তা আমার পছন্দ না হলেও উহাকে সাদরে গ্রহণ করব। তা হলে অন্যদিন হয়তো আমি যেরূপ জিনিষ পছন্দ করি সেরূপ জিনিষ এনে দিবেন। আমার নিজস্ব প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ আনার জন্য যথা সম্ভব তাকে ফরমায়েশ করব না। অবশ্য তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার কোন কিছু লাগবে কি? তখন তাঁর সামর্থের প্রতি খেয়াল রেখে নিজের অতি জরুরী জিনিষগুলির কথা তার সামনে পেশ করব। যদি তিনি আমার হক ঠিকমত আদায় না করেন কিংবা কাজে-কর্মে আমাকে কষ্ট দেন তাহলে আমি সবর করব এবং আল্লাহর কাছে এর ছাওয়াবের প্রত্যাশা করব। তাকে আমি কখনো শাসন করতে যাব না। কেননা তাকে শাসন করার অধিকার ইসলাম আমাকে দেয়নি। হ্যাঁ, তাকে বিনয়ের সাথে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পথে আনার চেষ্টা করব। তিনি নামায, রোজা ও শরীয়তের অন্যান্য বিধি

https://smfoundationbd.com

বিধান ঠিকমত পালন না করলে তাকে এ সমস্ত আমলের ফজীলত বার বার শুনাতে থাকব এবং নিজেও এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখব। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তাঁর জন্য খোদার দরবারে দোয়া করব। এতে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তরকে ঘুরিয়ে দিবেন এবং তাকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করবেন।

যে সকল মা-বোনেরা স্বামীকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়েও পথে আনতে পারছেন না তাদের নিকট লেখকের অনুরোধ এই যে, আপনারা আপনাদের স্বামীদেরকে তাবলীগ জামাতে ১চিল্লা বা ৩ চিল্লার জন্য পাঠিয়ে দিন। তাহলে ইনশাআল্লাহ অতি অল্প দিনের মধ্যে তাদের মাঝে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন। এটা বহু পরীক্ষিত আমল।

পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকখানা হাদীছ উল্লেখ করে চলমান আলোচনার সমাপ্তি টানছি।

১। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মিশকাত-২৮১, ইবনে মাজা)

২। হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে রমজান মাসে রোজা রাখে, আপন লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং শরীয়ত সম্মত কাজে স্বামীর বাধ্যগত থাকে তার জন্য সুসংবাদ যে, সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। (তাবরানী)

৩। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঐ মহিলার নামায কবুল হয় না যার প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট; যতক্ষণ না সে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে।

৪। হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মহিলা তার স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তার উপর আল্লাহর লা'নত পতিত হয়। (দাইলামী)

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওহে মহিলারা! জেনে রেখ তোমার স্বামীই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অর্থাৎ তোমার স্বামী তোমার উপর খুশী থাকলে তুমি জান্নাত লাভ করবে এবং নাখোশ থাকলে তুমি জাহান্নাম ভোগ করবে। (তাবাকাতে ইবনে সায়াদ)

https://smfoundationbd.com

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম মহিলা সেই, যার দিকে তার স্বামী তাকালে স্বামীকে সে (মিষ্টি হাসি, হাস্যোজ্জল চেহারা ইত্যাদির মাধ্যমে) খুশি করে দেয়, স্বামী তাকে কোন কাজের হুকুম দিলে সে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে ও স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দনীয় কোন আচরণ করে না। (বাইহাকী) ❑

আল্লাহই একমাত্র রিজিকদাতা

এক শহরে বাস করত এক গরীব যুবক। সে ছিল অত্যন্ত সৎ ও খোদাভীরু। সে জানতো আল্লাহ পাকই একমাত্র রিজিকের মালিক। যদি আকাশ থেকে এক ফোটা বৃষ্টি বর্ষিত না হয় এবং জমীন থেকে একটি গাছও না জন্মে তবুও আল্লাহ পাক সমগ্র মাখলুককে পালতে পারবেন। এতে মোটেও তাকে হিমশিম খেতে হবে না।

সে ভিক্ষা বৃত্তিকে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় অপমানের কাজ বলে মনে করত। তাই সে রাত দিন কাজ কর্ম করে যা কিছু পেত তা দিয়েই কোন রকম জীবিকা নির্বাহ করে আল্লাহ তায়ালার শোকর গোজারী করত। যদি কোন দিন কাজ না পেত তাহলে সে সবর করত কিন্তু তবুও মানুষের কাছে হাত পাততো না।

সে মনে করতো আল্লাহ যখন তাকে সৃষ্টি করেছেন তখন তার আহারের ব্যবস্থা তিনি অবশ্যই করবেন। তদুপরি সে বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ তায়ালা মাঝে মাঝে তার বান্দাকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন। সে পরীক্ষা রোগ-শোক, বালা-মুসীবত, ভয়-ভীতি, অভাব-অনটন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘাটতি, ফল-ফসলের কমতি ইত্যাদির মাধ্যমে হতে পারে। এ সকল পরীক্ষায় যারা পাস করতে পারে এবং ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তায়ালার উপর খুশী থাকতে পারে তাদের জন্য রয়েছে মহা সুসংবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পক্ষ থেকে তাদেরকে দান করেন সীমাহীন অনুগ্রহ-অনুকম্পা এবং অফুরন্ত রহমতের বারিধারা। ফলে পরিণামে তারাই লাভ করে চরম সফলতা।

https://smfoundationbd.com

একদা সে যুবকের উপর শুরু হল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা। কি ছিল সেই পরীক্ষা এবং কিভাবে সে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে দুনিয়াতেও চরম সফলতা লাভ করেছিল এবার সে কথাই তুলে ধরছি সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে।

একবার যুবকটি পর পর কয়েকদিন কোথাও কোন কাজ পেল না। ফলে এ কয়দিন সে অনাহারে কাটাল। তথাপিও সে মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন না করে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজের সন্ধানে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। অবশেষে দূর্বলতার কারণে তার পক্ষে পথ চলা অসম্ভব হয়ে পড়লো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হয়তো কোন উপায় করে দিবেন, এ আশায় তবুও সে অনেক কষ্ট করে পথ চলতে লাগলো।

কিছুদূর চলার পর নির্জন পথে হঠাৎ সে একটা কাপড়ের থলি দেখতে পেল। থলেটি ছিল খুবই সুন্দর ও চমৎকার। সে থলিটি নিতে চাইলো। কিন্তু অন্যের থলি হাতে নিয়ে আবার কোন বিপদে পড়তে হয় এ কথা চিন্তা করে সামনে এগিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে আবার মনে হলো, আমি না নিলেও অন্য কেউতো অবশ্যই নিয়ে যাবে। সুতরাং উত্তম হবে, আমি এটাকে তুলে নিয়ে তার আসল মালিকের হাতে পৌছে দিব। একথা ভেবে সে আবার ফিরে এসে থলিটা উঠিয়ে নিল।

থলিটা হাতে নিয়ে সে উলটে পালটে দেখলো। মনে হলো এর মধ্যে কিছু মূল্যবান জিনিষ আছে। সে থলির মুখ খুলে দেখতে পেল তাতে মূল্যবান একটি সোনার হার এবং কিছু স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। এমনিতো সে কয়েকদিন অনাহারে ছিল। পেটের ক্ষুধায় নাড়ী চোঁ চোঁ করছিল। সে চিন্তা করল, এটা পরের জিনিষ। আর পরের জিনিস না বলে নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ রূপে হারাম। কিন্তু আজ তিন দিনের অনাহারের পর এখন ক্ষুধায় আমার জীবন বিপন্ন হওয়ার মতো অবস্থা। আর এ অবস্থায় হারামও হালাল হয়ে যায়। কাজেই এ থেকে তার প্রয়োজন পরিমাণ একটা মুদ্রা গ্রহণ করলে ক্ষতি কি?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিবেক তাকে বাধা দিল। বিবেক বলতে লাগল তুমি কি মাত্র তিন দিন অনাহারে থেকে মহান আল্লাহর উপর আস্থা হারিয়ে ফেললে? আল্লাহ কি তোমাকে নিজের মেহনতের উপার্জন থেকে খাবারের ব্যবস্থা করতে পারেন না? তুমি অন্যের জিনিষ গ্রহণ করবে কেন? হাজার

https://smfoundationbd.com

হোক, স্বর্ণমুদ্রা তো তোমার নয়। তুমি মানুষের কাছে হাত পাতাকে অপমানের কাজ মনে কর অথচ তার অগোচরে আজ তারই জিনিষ গ্রহণ করতে যাচ্ছ? তুমি তো মুমিন। আল্লাহর শক্তির উপর তোমার পূর্ণ ঈমান ও অটল বিশ্বাস আছে। সুতরাং এই তুচ্ছ পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে তুমি তোমার ঈমানের মতো মহা সম্পদকে হারিয়ে ফেলো না।

বিবেকের এই মূল্যবান কথাগুলো তার ভিতরে এক মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করলো। সে ভাবতে লাগলো, সত্যিই তো, আমি কেন পরের জিনিষ গ্রহণ করবো? একথা ভেবে সাথে সাথে সে তওবা করলো এবং থলিটা ঘরে রেখে তার মালিকের খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়লো।

কিছুদূর চলার পর সে একটা ঘোষণা শুনতে পেল। এক বৃদ্ধ ঘোষণা করছে, আমার একটি মূল্যবান থলি হারিয়ে গেছে। এতে সোনার হার ও স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে। কেউ পেয়ে তা ফিরিয়ে দিলে তাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

উক্ত ঘোষনা শ্রবণ করে যুবকটির বুঝতে বাকী রইলো না যে, তার ঘরে রক্ষিত থলিটি নিঃসন্দেহে এই বৃদ্ধের।

থলের মালিককে খোঁজে পেয়ে যুবকের হৃদয় এক গভীর প্রশান্তিতে ভরে উঠলো। সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে দৌড়ে গিয়ে বৃদ্ধকে বললো, আসুন আমার সাথে। এখনই আপনাকে থলির সন্ধান দিচ্ছি।

বৃদ্ধ তার সঙ্গে চললো। চলতে চলতে এক সময় তারা যুবকের ঘরে গিয়ে পৌছলো। অতঃপর যুবকের হাতে হারানো থলে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তার দু চোখ খুশিতে নেচে উঠলো। তারপর বৃদ্ধ থলিটি হাতে নিয়ে পূর্ব ঘোষিত পুরস্কারের পাঁচশত টাকা যুবকের সামনে রাখলো।

যুবক কোমল কণ্ঠে বললো, আমি এ পুরস্কার নিতে পারি না। বৃদ্ধ বললো কেন? কি কারণে আপনি এ পুরস্কার নিবেন না? যুবক বললো, মালিকের কাছে থলি পৌছে দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। আপনার কাছে তা পৌঁছে দিয়ে আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। আমি আল্লাহর নিকট থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করবো। একথা শুনে বৃদ্ধ আর কথা না বাড়িয়ে যুবকের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করে বিদায় নিল।

https://smfoundationbd.com

তারপর কি হলো? তারপর একদিন জাহাজে করে উক্ত যুবক কোথাও সফরে রওয়ানা হলো। বহুদূর পথ চলার পর হঠাৎ সমুদ্রের মধ্যে ভীষণ ঝড়-তুফান শুরু হলো। ফলে এক সময় ঢেউয়ের প্রচন্ড আঘাতে জাহাজটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

এ চরম বিপদ মুহূর্তে যুবকটি আল্লাহর অসীম কুদরতে জাহাজের একটি ভাঙ্গা তখতিকে আশ্রয় করে ভাসতে ভাসতে সমুদ্র তীরে ঝুঁকে পড়া একটি গাছের নিকট এসে পৌছলো। অতঃপর সে একটি ডাল ধরে গাছে চড়ে বসলো এবং পরে গাছ বেয়ে তীরে নেমে এলো। তারপর একটি লোকালয়ের সন্ধান পেয়ে সেখানে চলে গেল এবং একটি মসজিদে বসে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে লাগলো।

সে অত্যন্ত সুন্দর করে কুরআন শরীফ পড়তে পারতো। তার গলার আওয়াজও ছিল বড় মিষ্টি। তার কুরআন পাঠে মুগ্ধ হয়ে লোকজন তাকে বেশ আদর করতে লাগলো। এভাবে ধীরে ধীরে তার প্রতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বেড়ে গেল এবং অল্প দিনের মধ্যে তার কিছু অন্তরঙ্গ ও অসংখ্য ভক্তের দল তৈরী হলো।

সে ছিল অবিবাহিত। এবার বন্ধু ও ভক্তের দল তাকে বিয়ে করার আবেদন করলো। সে সম্মতি দিলে তারাই তার বিয়ের যাবতীয় কাজ সমাধা করল।

সেই এলাকায় কিছুদিন পূর্বে এক আল্লাহ ওয়ালা ধনী বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর ছিল এক পরমা সুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা। তার সাথে ঐ যুবকের বিয়ে দেওয়া হলো।

আজ বাসর রাত। পরম প্রিয়তমের সাথে প্রথম বারের মত সাক্ষাত ঘটবে। যুবক ধীরে ধীরে বাসর ঘরে প্রবেশ করলো। ঘরে ঢুকেই সে বিস্ময়ে অভিভূত হলো। কারণ সে দেখলো, তার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর গলায় ঐ হারই শোভা পাচ্ছে, যে হার এক সময় সে পথে পেয়ে তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়েছিল। সে চিন্তা করতে লাগলো, তাহলে কি সেই বৃদ্ধের কন্যাই তার স্ত্রী হলো, যে বৃদ্ধকে সে মূল্যবান হার ও স্বর্ণমুদ্রার থলি ফিরিয়ে দিয়েছিল?

এভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারলো যে, সেই বৃদ্ধই তার পিতা। এবার যুবক আল্লাহর অপার মহিমা ও করুণা দর্শনে বিস্ময়ে বিমুঢ় হয়ে পড়লো। তার মাথাটি আপনা আপনি আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।

https://smfoundationbd.com

এরপর থেকে যুবক তার স্ত্রীকে নিয়ে পরম সুখে দিনাতিপাত করতে লাগলো।

উক্ত ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারি যে, অভাব-অনটনে পতিত হলে মানুষের কাছে কিছু না চেয়ে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। এভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে ধৈর্য ধারণ করতে থাকলে আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই কোন উত্তম ও সম্মানজনক রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন। হাদীস শরীফে আছে, যদি কোন ব্যক্তি তিন দিন না খেয়ে থাকে এবং একথা সে কারো কাছে না বলে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য এক বছরের হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দিবেন।

তাই আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা আমাদের অভাবের কথা কখনো মানুষের কাছে বলবো না। বরং পরম পরাক্রমশালী রিজিকদাতা আল্লাহ তায়ালার নিকটই বলবো। দু'রাকাত সালাতুল হাজত পড়ে কেবল তাঁরই দরবারে প্রার্থনা জানাবো। অবশ্যই তিনি আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিবেন। ❑

কত দয়াময় আমার প্রভূ!

কীর্তিময় মিশরের নাম কে না শুনেছে। নীল নদ এবং বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরী সেখানকার সুবৃহৎ পিরামিডগুলো আজো দর্শকদের মুগ্ধ করে। প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত জুননুন মিসরী (রাহঃ) ছিলেন সেই কীর্তিময় মিশরেরই অধিবাসী। তাফসীরে ইবনে কাসীরে তার একটি চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে অনেক শিক্ষাই আমরা গ্রহণ করতে পারি।

চলুন এবার ঘটনা শুনি।

একদা হযরত জুননুন মিসরী (রাহঃ) কাপড় কাঁচার উদ্দেশ্যে নীল নদের তীরে গমন করলেন। সেখানে যাওয়ার পর হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটি বিচ্ছু ঝড়ের বেগে তীরের দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু কেন, কি উদ্দেশ্যে এটি এত দ্রুত নদীর তীরে পৌঁছতে চাচ্ছে তার কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না। যখন বিচ্ছুটি একদম নদীর কিনারে চলে এল তখন তিনি পানির নীচ থেকে একটি কচ্ছপকে হঠাৎ করেই ভেসে উঠতে

https://smfoundationbd.com

দেখলেন। বিচ্ছুটি উহাকে দেখা মাত্রই এক লাফে কচ্ছপের পীঠে চড়ে বসল। অতঃপর কচ্ছপটি বিচ্ছুটিকে নিয়ে নদীর উপারে রওয়ানা হল।

এদিকে হযরত জুননুন মিশরী (রাহঃ) অত্যন্ত বিস্ময় ও আগ্রহের সাথে এ দৃশ্যগুলো অবলোকন করছিলেন। যখন কচ্ছপটি বিচ্ছুকে নিয়ে নদীর ওপার যাত্রা করল তখন হযরত জুননুন মিশরী (রাহঃ)ও ঘটনার বাকী অংশ দেখার এক অদম্য কৌতুহল নিয়ে এদের পিছনে পিছনে সাতরিয়ে নদী পার হতে লাগলেন।

নদীর ওপারে পৌঁছার পর বিচ্ছুটি পূর্বের ন্যায় লাফ দিয়ে তীরে নামল এবং দ্রুত সামনে অগ্রসর হতে লাগল। তিনিও বিচ্ছুটির পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে এক সময় অদূরেই তিনি দেখলেন, এক তরুণ যুবক বৃক্ষের ছায়ায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আর তাকে দংশন করার জন্য এক বিষাক্ত সাপ ফনা তুলে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। তিনি এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত পেরেশান হলেন। ভাবলেন, হায়! এ বিষাক্ত সাপের ছোবল থেকে কে তাকে বাঁচাবে? তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন বিচ্ছুটিও বুঝি ঐ ঘুমন্ত যুবককে দংশন করে এ ধরা থেকে চিরতরে বিদায় করার জন্যই প্রবল বেগে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর এই ভুল ভাঙ্গল। তিনি দেখলেন, সাপটি ঐ যুবকের নিকট পৌঁছার সাথে সাথেই বিচ্ছুটি এর মাথায় চেপে বসে দংশন করল। ফলে বিষের ক্রিয়ায় তৎক্ষণাত সাপটি মারা গেল।

বিচ্ছু তার কাজ সমাধা করে আবার নদীর তীরে ফিরে এল। কচ্ছপটি তার অপেক্ষায় ছিল। বিচ্ছু তার পিঠে চড়ে নদী পার হয়ে তার গন্তব্যে চলে গেল। এ বিস্ময়কর ঘটনা দেখে হযরত জুননুন মিসরী (রাহঃ) এর মুখ থেকে তার অজান্তেই একটি কবিতা বেরিয়ে এল। যার অর্থ নিম্নরূপ ঃ

হে নিদ্রাচ্ছন্ন! মহান সত্তা তোমাকে ঘন অন্ধকারের যাবতীয় বিপদ থেকে হেফাজত করেছেন। যে সত্তার অজস্র নেয়ামত ও রহমতের বারিধারা তোমার উপর অহরহ বর্ষিত হচ্ছে সেই সত্তাকে ভুলে কিভাবে তুমি ঘুমের ঘোরে নিমগ্ন হয়ে রয়েছো?

কবিতা আবৃত্তির আওয়াজে যুবকটির ঘুম ভেঙ্গে গেল। হযরত জুননুন মিসরী (রাহঃ) তাকে পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। ঘটনা যুবকের জীবনের মোড় পাল্টে দিল। সে তৎক্ষণাৎ খেল তামাশার জীবন থেকে মহান আল্লাহর

https://smfoundationbd.com

দরবারে কায়মনোবাক্যে তওবা করলো; এবং বাকী জীবন আল্লাহর রাস্তায় কাটিয়ে দিল।

এ ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা কাউকে বাঁচাতে চাইলে দুনিয়ার কেউ তাকে মারতে পারে না। তিনি তার বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও অতিশয় মেহেরবান। ❑

তাবলীগের খাতায় নাম লেখানোর শুভ পরিণাম

একদা এক স্কুল পড়ুয়া যুবক তাবলীগ জামাতের এক বয়ানে বসল। বয়ান শুনে সে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হল। প্রতিটি কথা তার মনে রেখাপাত করল। বয়ান শেষে যখন তাশকীল (অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য নাম চাওয়া)শুরু হল তখন সে পাক্কা এরাদা করে ১ চিল্লার নাম লিখিয়ে দিল। কিন্তু কুদরতের কি অপূর্ব খেলা! জামাতে বের হওয়ার দুই দিন আগেই সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে পর পারে যাত্রা করলো।

যা হোক, দাফনের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ঐ রাত্রেই যুবকটির আত্মা স্বপ্নে দেখলো যে, তার ছেলেকে কবরে রাখার পর মুনকার নাকীর নামক দুই ফিরিশতা এসে তাকে প্রশ্ন করতে লাগলো। কিন্তু ছেলেটি প্রশ্নের জবাবে কিছুই বলতে পারলো না। তারা চলে গেল। তারপর ছেলেটির আত্মা লক্ষ্য করলো, ছেলেটির দিকে কবরের একদিক থেকে আযাব আসছে। উক্ত আযাব তার নিকটবর্তী হতেই একটি খাতা এসে তার সামনে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল। বাধা প্রাপ্ত হয়ে আযাবটি কবরের অন্য পাশ দিয়ে আসতে চেষ্টা করল। কিন্তু খাতাটি সেদিকেও আযাবের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালে এবারও তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এভাবে বার বার উহা ছেলেটির নিকটবর্তী হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে চলে গেল।

স্বপ্ন দেখার পর মায়ের ঘুম ভেঙ্গে গেল। জাগ্রত হয়ে তিনি স্বপ্নে দেখা ঘটনাটি বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝলেন না। তার মনে বার বার শুধু একটি প্রশ্ন জাগতে লাগলো যে, এই খাতা কোত্থেকে এবং কেন এসে আমার প্রাণপ্রিয় আদরের ছেলেকে কবরের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিল? এই চিন্তা করতে করতে তিনি সারা রাত কাটিয়ে দিলেন।

https://smfoundationbd.com

পরিশেষে খুব ভোরে মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবের নিকট স্বপ্নের পুরো কাহিনী বর্ণনা করলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন কি-না তা জানানোর জন্য অনুরোধ করলেন।

ইমাম সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে বললেন, আমি তো এ ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না। তবে এতটুকু জানি যে, গত কয়েকদিন আগে এই মসজিদে একটি তাবলীগ জামাত এসেছিল। তারা বয়ানের শেষে তাশকীল করা শুরু করলে আপনার ছেলে দাঁড়িয়ে নাম লিখিয়েছিল। তখন ছেলেটির মা প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা খাতাটি কেমন ছিল তা আপনি দেখেছিলেন কি? জবাবে ইমাম সাহেব খাতাটির রং এবং আকৃতি বর্ণনা করতেই ছেলেটির মা বলে উঠলো, আমি তো এমন খাতাই কবরে দেখেছি। তখন বিজ্ঞ ইমাম সাহেবের নিকট বিষয়টি পরিস্কার হয়ে গেল। তিনি বললেন আপনার ছেলে খালেছ নিয়তে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জন্য খাতায় নাম লিখিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাকে বের হওয়ার আগেই দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। এতে তো তার কোন দোষ নেই। যদি সে বেঁচে থাকতো তাহলে অবশ্যই সে বের হতো এবং তাওবা করে অতীতের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়ে নিত। যেহেতু আল্লাহই তাকে নিয়ে নিয়েছেন তাই নাম লেখানো ঐ খাতার মাধ্যমেই তিনি তার নাযাতের ব্যবস্থা করেছেন। ইমাম সাহেবের এ কথা শুনে তাবলীগ জামাতের প্রতি ছেলেটির মায়ের গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সৃষ্টি হলো। ❑

ঈমান তো এমনই হওয়া চাই

প্রত্যেকটি মুসলমান নর-নারীর অন্তরে সর্বদা এ বিশ্বাস জাগ্রহ থাকা চাই যে "আমার সুখ-দুঃখ, ইজ্জত-সম্মান সব কিছুর মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালা। দুনিয়ার ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি যেমন প্রকৃত সুখ ও শান্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেনা, তেমনি উহা মানুষের রিজিকের সমস্যারও সমাধান করতে পারেনা। মানুষের রিজিকের সম্পর্ক তো একমাত্র মহান আল্লাহ পাকের সাথে। আল্লাহ পাক এমন রায্যাক, যদি আকাশ থেকে এক ফোটা বৃষ্টিও বর্ষিত না হয় এবং জমিন থেকে একটি

https://smfoundationbd.com

ফসলও উৎপন্ন না হয় তথাপি তিনি সমগ্র মাখলুককে সন্দেহাতীতভাবে পালতে পারবেন। এতে তাঁর বিন্দুমাত্রও বেগ পেতে হবে না। তাই প্রকৃত মুমিনগণ মাল-দৌলত পেয়েও যেমন খুশি হন না তেমনি তা হাতছাড়া হলে বিন্দুমাত্রও কষ্ট অনুভব করেন না। কারণ তাঁরা জানেন– রিজিকের জিম্মাদারী তাঁদের হাতে নয়– বরং এ জিম্মাদারী তো মহান রাযযাক আল্লাহ তায়ালারই হাতে। যেমন এক আয়াতে তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যতার ভয়ে হত্যা করো না। কারণ তোমাদের এবং তাদেরকে তো আমিই রিজিক দিয়ে থাকি" অর্থাৎ খাওয়ানো এবং যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করার দায়িত্ব তো আমিই গ্রহণ করেছি। সুতরাং তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা করার মত ভরসা করতে তাহলে তিনি তোমাদেরকে ঐরূপ রিজিক দিতেন যেমনিভাবে পাখিদেরকে দিয়ে থাকেন। দেখনা! পাখিগুলি সকাল বেলা (আল্লাহ তায়ালাই আমাদেরকে খাওয়াবেন এ বিশ্বাস নিয়ে) বাসা থেকে খালি পেটে বের হয়ে চলে যায় এবং বিকেল বেলা পেট পূর্ণ করে ফিরে আসে অর্থাৎ তাদের ভরসা যেহেতু আল্লাহ তায়ালার উপর তাই আল্লাহ তায়ালাও তাদের ধারণা মোতাবেক তাদেরকে রিজিক দিয়ে থাকেন।

হাদীসে কুদসীতে আছে -আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আমার সাথে বান্দা যেরূপ ধারণা রাখবে আমি তাঁর সাথে সেরূপ ব্যবহারই করবো।" উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বান্দা যদি কোন সমস্যায় পতিত হয়ে এ কথা মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালাই আমার এ সমস্যা দূর করার ব্যবস্থা করে দিবেন অথবা খাদ্যাভাবে পতিত হয়ে যদি মনে মনে এ ধারণা করতে পারে যে, আল্লাহ পাক এখনই আমার এ অভাব দূর করে দিবেন তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশ্বাস ও ধারণা মোতাবেক তার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা এবং খাদ্যাভাব দূর করে দিবেন-ই। মোট কথা, আল্লাহ পাকের উপর বান্দা যে পর্যায়ের তাওয়াক্কুল করতে সক্ষম হবে আল্লাহ তায়ালা তার সাথে সেরূপ ব্যবহার-ই করবেন। নিম্নে এ সংক্রান্ত একটি বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। আশা করি এ ঘটনা আমাদের ঈমানকে আরো অনেক মজবুত করবে।

https://smfoundationbd.com

একদা এক আমীর জনৈক বুযুর্গের নিকট একটি মহামূল্যবান মোতি হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিল। উক্ত বুযুর্গ মোতিটি দেখে "আলহামদুলিল্লাহ" বলে খাদেমকে সেটা রেখে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। খাদেম নির্দেশ পালন করলো। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পর সেই মোতিটি চুরি হয়ে গেলে খাদেম মোতি চুরি হওয়ার ঘটনা বুযুর্গকে জানালো।

কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথা এই যে, এবারও বুযুর্গের মুখ দিয়ে নির্দ্বিধায় পূর্বের ন্যায় প্রশংসা ও শুকরিয়া সূচক শব্দ "আলহামদুলিল্লাহ" বেরিয়ে এলো। বুযুর্গের এই আচরণে খাদেম সীমাহীন বিস্মিত হলো। উভয় ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ বলার রহস্য কি তা জানার জন্য তার হৃদয় মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তাই এ কথাটি জিজ্ঞাসা করার জন্য সে সুযোগের অপেক্ষায় রইলো।

একদিন সুযোগ পেয়ে সে বিনীতভাবে বুযুর্গকে জিজ্ঞাসা করলো, হযরত! আমি নেহায়েত আশ্চর্যবোধ করেছি আপনার এ আচরণে যে, এক মহামূল্যবান মোতি প্রাপ্ত হয়ে আপনি যেমন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেছেন তেমনি কিছুদিন পর উহা চুরি হয়ে যাওয়ার সংবাদ পেয়েও আপনি 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেছেন। অথচ কোন জিনিস প্রাপ্ত হওয়া যেমন আনন্দের ব্যাপার, তা হাতছাড়া হওয়া তো তেমন কোন আনন্দের বিষয় নয় যে, শুকরিয়া স্বরূপ 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়তে হবে?

বুযুর্গ বললেন, আমি মোতি প্রাপ্ত হওয়া এবং পরে তা চুরি হয়ে যাওয়ার উপর আলহামদুলিল্লাহ বলিনি। বরং যখন আমার নিকট মোতিটা এসেছিল, তখন আমার অন্তরকে আমি দেখেছি সেটা আসাতে সে মোটেও আনন্দিত হয়নি। তাই আমি বলেছি 'আলহামদুলিল্লাহ'। এমনিভাবে যখন মোতিটি চুরি হয়ে গেল, তখনও আমি আমার অন্তরকে দেখেছি সে তাতে মোটেও কষ্ট পায়নি। বরং উভয় অবস্থায় আমার অন্তর থেকে একথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল যে, মাল-দৌলত আসা কিংবা যাওয়া এর কোনটার সাথেই রিজিকের কোন সম্পর্ক নেই। রিজিকের সম্পর্ক তো মহান রাযযাক আল্লাহ তায়ালার সাথে। তিনি ধন-রত্ন টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি ইত্যাদির মাধ্যমে যেমন রিজিকের ব্যবস্থা করেন তেমনি তিনি ইচ্ছা করলে এগুলো ছাড়াও তা করতে পারেন। তাই অন্তরের এই সঠিক অবস্থার উপর খুশি হয়ে আমি দ্বিতীয় বারও বলেছি আলহামদুলিল্লাহ।

https://smfoundationbd.com

সুবহানাল্লাহ! ঈমান কত মজবুত হলে মানুষের মনের অবস্থা এই কঠিন মুহূর্তেও অটল থাকতে পারে এবং মুখ দিয়ে স্বতঃ স্ফূর্তভাবে কালিমাতুশ শোকর 'আল হামদুলিল্লাহ' বেরিয়ে আসতে পারে! প্রকৃতপক্ষে ঈমান তো এমনই হওয়া চাই। ❑

মায়ের দোয়ায় কি না হয়!

একদা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের অন্তরে এ আকাংখা তীব্র হয়ে উঠলো যে, তাঁর সাথে যিনি জান্নাতে থাকবেন তাঁকে যেন তিনি দেখতে পান। সুতরাং তিনি এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করে বললেন 'হে খোদা! আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখতে চাই, যে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে'। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, হে মূসা! তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে এক কসাই আছে সে-ই তোমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

মূসা (আঃ) বড়ই আশ্চর্য হলেন। ভাবলেন, কসাই বেচারা এমন কি আমল করে যার বদলে সে আমার সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছে! তাঁর মনে বিরাট কৌতুহল জাগলো। তাই তিনি কসাইর খোঁজে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং অনেক তালাশ করে তাঁর দোকানে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি কসাইর নিকট স্বীয় পরিচয় না দিয়ে দিনভর কসাইর যাবতীয় কাজকর্ম গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

এভাবে সারাদিন চলে গেল। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) কসাইর মধ্যে এমন কোন অতিরিক্ত আমল দেখলেন না যার কারণে সে এত বড় মর্যাদা লাভ করতে পারে।

সন্ধ্যা হতেই কসাই বেচারা বাড়ীর দিকে রওয়ানা হল। হযরত মূসা (আঃ)ও তাঁর পিছনে পিছনে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য হল কসাইর সেই বিশেষ আমল সম্পর্কে অবগত হওয়া। কসাই ঘরে পৌঁছে স্বীয় বিবি ও সন্তান-সন্ততির সাথে কথা বলার পূর্বেই বৃদ্ধ মায়ের সেবা-যত্ন শুরু করে দিল। প্রথমে সে তার হাত মুখ ধুয়ে দিল তারপর চামচ দিয়ে মার মুখে খাবার তুলে দিতে লাগল।

হযরত মূসা (আঃ) কসাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বৃদ্ধা কে ? কসাই জবাব দিল, ইনি আমার সম্মানিত আম্মাজান।"

https://smfoundationbd.com

এদিকে বৃদ্ধা খানা খাওয়া শেষ করেই হাত উঠিয়ে কায়মনোবাক্যে খোদার দরবারে দোয়া করতে লাগলো ,"হে আল্লাহ! আমার এই ছেলেকে তুমি দুনিয়াতে শান্তিতে রেখো এবং আখেরাতে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে জান্নাতে স্থান দিও।"

হযরত মূসা (আঃ) কসাইকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা তোমার জন্য যে দোয়া করেন, তা কি কবুল হয়? কসাই জবাবে বলল, আমার তো মনে হয় আমার মা আমার জন্য যে দোয়া করেন তার এক অংশ কবুল হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়াতে আমাকে সব ধরণের সুখ দিয়েছেন এবং মহাশান্তিতে রেখেছেন। আর দোয়ার দ্বিতীয় অংশ কবুল হয়েছে কি-না জানিনা। কারণ-আমার জানা নেই যে, জান্নাতে হযরত মূসা (আঃ) এর সাথে আমার স্থান হবে কি-না।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, হে পূণ্যবান ভাই! খুশি হও এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর– আমিই মূসা (আঃ)। আল্লাহ তায়ালা তোমার মায়ের দোয়ার দ্বিতীয় অংশও কবুল করেছেন। জান্নাতে তুমি আমার সাথেই স্থান পাবে।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, উল্লেখিত ঘটনা পাঠ করে এখন থেকেই আমরা এই প্রতিজ্ঞা করে নিতে পারি যে, আমরা সর্বদা পিতা-মাতার সেবা করব। তাদের মুখে হাসি ফুটাব। কখনো তাদেরকে কষ্ট দিব না। তাঁদের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো। এতে তারা আমাদের প্রতি খুশি হয়ে হয়তো আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। হতে পারে তাদের এ দোয়াই আমাদের নাজাতের ওসীলা হবে এবং আমরা জান্নাতের উঁচু মাকাম লাভ করতে পারব। ❑

দানের মাল আরো বাড়ে

হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বীরত্ব, সাহসিকতা ও অনুপম বিচারের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জ্ঞানের দ্বার হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। শত্রু-মিত্র সকলের মুখে ছিল তার জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা। প্রতিটি জেহাদেই ছিল তার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু এ মহান খলীফার পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। মোট পাঁচজন নিয়ে ছিল তাঁর পরিবার। অভাব অনটন ছিল তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী।

https://smfoundationbd.com

একদা ঘরে কোন খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় তিন দিন যাবত পরিবারের সকলেই না খেয়ে থাকল। ক্ষুধাতুর বাচ্চাদের কোমল চেহারাপানে চেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ) ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। নিষ্পাপ শিশুদের মুখে একমুঠো আহার তুলে দিতে না পারায় তিনি নিজেকে ধরাপৃষ্ঠের সবচেয়ে বড় অপরাধী ভাবতে লাগলেন। তাই নিজের একখানা পুরাতন চাদর হযরত আলী (রাঃ) এর হাতে তুলে দিলেন বিক্রি করার জন্য।

আলী (রাঃ) বাজারে গিয়ে ছয় দেরহামের বিনিময়ে চাদরটি বিক্রি করে দিলেন এবং এগুলো নিয়ে বাড়ীর দিকে দ্রুত রওয়ানা হলেন। কিছুদূর যেতেই শুনতে পেলেন কয়েকজন ক্ষুধার্ত মানুষের করুণ আর্তনাদ। তাদের এই ক্রন্দন-আহজারি তাঁর হৃদয়মূলকে কাঁপিয়ে তুলল। তাই দিরহামগুলো তিনি কিছুতেই ধরে রাখতে পারলেন না হাতের মুঠোয়। ছয় দিরহামই বিতরণ করে দিলেন তাদের মাঝে।

এবার তিনি খালি হাতে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে লাগলেন। চলতে চলতে এক গ্রাম্য বৃদ্ধের সাথে দেখা হল। তিনি একটি সুন্দর ও হৃষ্ট-পুষ্ট উট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত আলী (রাঃ) কে দেখতে পেয়ে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মোসাফাহা করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমার এ উটটি ক্রয় করবে?

উত্তরে আলী (রাঃ) বললেন, কিনতাম নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার হাতে যে খরিদ করার মত অর্থ নেই। কথাটি শেষ করতেই বৃদ্ধ বলে উঠল ঠিক আছে তাহলে বাকীতে কিনে নাও পরে টাকা দিয়ে দিও।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, উটের মূল্য কত? বৃদ্ধ বললেন, একশত দিরহাম।

একশত দিরহাম? হযরত আলী (রাঃ) দাম শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি কয়েক মুহূর্ত উটটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাহ! কি চমৎকার হৃষ্ট-পুষ্ট উট! দেখতেই দু'চোখ জুড়ে আসে। এত সুন্দর উটতো জীবনে কোনদিন দেখিনি। তারপরও বৃদ্ধ কেন এত স্বল্পমূল্যে তা বিক্রি করে দিচ্ছে? তাও আবার নগদে নয়, বাকীতে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে উটের লাগাম হাতে নিয়ে তিনি ধীর পদে সামনে অগ্রসর হলেন।

সামান্য একটু যেতেই এক অপরিচিত গ্রাম্য লোকের সাথে দেখা।

https://smfoundationbd.com

লোকটি কিছুক্ষণ উটটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, জনাব! উটটি আমার কাছে বিক্রি করবেন কি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। লোকটি বলল, কত দিয়ে আপনি উটটি খরিদ করেছেন? তিনি বললেন, একশ দিরহামের বিনিময়ে। লোকটি বলল, ঠিক আছে আপনাকে ষাট দিরহাম লাভ দিব। হযরত আলী (রাঃ) তাতে রাজী হয়ে দিরহাম বুঝে নিয়ে সামনে অগ্রসর হতেই পিছন থেকে একটি ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন। ফিরে দেখলেন, উটের পূর্ব মালিক দৌড়ে আসছে এবং জিজ্ঞাসা করছে উটটি কি বিক্রি করেছেন? উত্তরে তিনি হ্যাঁ বলতেই লোকটি বলে উঠল, তাহলে আমার পাওনা পরিশোধ করে দিন।

হযরত আলী (রাঃ) তাকে একশ দিরহাম দিয়ে বাকী ষাট দিরহাম মুনাফা নিয়ে মনের খুশিতে বাড়ী ফিরলেন এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ) এর হাতে দিরহামগুলো সমর্পণ করলেন। এত দেরহাম দেখে ফাতেমা (রাঃ) অপলক দৃষ্টিতে হযরত আলী (রাঃ) এর মুখ পানে চেয়ে রইলেন। অতঃপর ভ্রু কুচকে জিজ্ঞাসা করলেন এত দিরহাম কোত্থেকে পেলেন? পুরান চাদরটির এত মূল্য হলো কি করে?

হযরত আলী (রাঃ) মুখে এক টুকরো হাসি টেনে বললেন, ঠিকই বলেছ। পুরাতন এই চাদরটির এত মূল্য হবে কি করে? আসলে চাদরটির বিক্রয় মূল্য ছয় দিরহাম। সে ছয় দিরহাম মূলধন নিয়ে আল্লাহর সাথে ব্যবসা করেছি। তাই প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম মুনাফা পেয়েছি। কথা কয়টি বলতেই আলী (রাঃ) এর চোখের দু'কোনে আনন্দ অশ্রু জমে উঠল। ফাতেমা (রাঃ) কিছুই বুঝতে না পেরে ঘটনা বৃত্তান্ত শ্রবণের প্রবল কৌতুহল নিয়ে আলী (রাঃ) এর মুখ পানে তাকিয়ে রইলেন।

আলী (রাঃ) তাকে সব ঘটনা খুলে বললেন। ঘটনা শুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না। পরে সম্বিত ফিরে আসতেই মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

এ ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি বললেন, তোমরা কি জান ক্রেতা ও বিক্রেতা কে? উটটিই বা কোত্থেকে এসেছে?

https://smfoundationbd.com

বিক্রেতা জিব্রাইল (আঃ) ক্রেতা মীকাইল (আঃ) আর উটটি হচ্ছে ফাতেমার কিয়ামত দিবসের বাহন।

এ ঘটনা থেকে বুঝা গেল, আল্লাহর পথে খরচ করলে সম্পদ কমে না। বরং আল্লাহ তায়ালা তার ওয়াদা অনুযায়ী দানকে আরো বেশী পরিমাণে বাড়িয়ে দেন। পবিত্র কুরআনে আছে, "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন এবং দানকে বাড়াতে থাকেন।" ❑

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

একদা হযরত ঈসা (আঃ) কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ইহুদী আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সফরের সঙ্গী হতে চাই। হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, ঠিক আছে; তুমি যখন আমার সাথে যেতে চাচ্ছ তাহলে চল। অতঃপর দু'জনে মিলে হাঁটতে শুরু করল। অনেক দূর যাওয়ার পর তারা ক্লান্ত হয়ে গেল এবং পেটে ক্ষিধে অনুভব করল। তাই এবার কোথাও বসে নাস্তা করার মনস্থ করল।

দু'জনের নিকট মোট ৩টি রুটি ছিল। দুটি রুটি দু'জনে খাওয়ার পর হযরত ইসা (আঃ) বললেন, ভাই! তুমি একটু বস। আমি আসছি। একথা বলে তিনি চলে গেলেন।

এদিকে ইহুদীর মনে লোভের তীব্র বাসনা জেগে উঠলো। সে ভাবলো, যদি আমি তৃতীয় এই রুটিটি লুকিয়ে রাখি তাহলে অন্য সময় একা খেয়ে নিতে পারবো। তাই সে উহাকে তার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখলো।

একটু পরে হযরত ঈসা (আঃ) ফিরে এসে প্লেটে রুটি না দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! তৃতীয় রুটি কোথায়? সে অকপটে জবাব দিল "আমি জানি না"।

হযরত ঈসা (আঃ) কথা না বাড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে, চল আমরা সামনে অগ্রসর হই।

তারা পুনরায় হাঁটতে লাগলো। কিছুদূর যাওয়ার পর হযরত ঈসা (আঃ) তিনটি হরিণ দেখতে পেলেন। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে একটি হরিণকে ডাকলেন। সাথে সাথে উহা তার সামনে এসে উপস্থিত হলো।

https://smfoundationbd.com

অতঃপর তিনি উহাকে জবাই করে নির্দেশ দেওয়া মাত্র মুহূর্তের মধ্যেই উহার গোশ্‌ত ভূনা হয়ে গেল। এবার তারা অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সাথে উহা ভক্ষণ করলেন। খাওয়া শেষে হযরত ঈসা (আঃ) হরিণটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহর হুকুমে আবার জিন্দা হয়ে যাও। তৎক্ষণাত উহা জিন্দা হয়ে বনের দিকে চলে গেল। এদিকে ইহুদী বেচারা অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে তার সামনে সংঘটিত বিস্ময়কর এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিল। এবার হযরত ঈসা (আঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, যে আল্লাহ আমাকে এরূপ অলৌকিক কাজ দেখানোর ক্ষমতা দান করেছেন তার কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, সত্য করে বল, তৃতীয় রুটি কোথায়? ইহুদী এবারও বলল 'আমি কিছুই জানি না।'

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, ঠিক আছে সামনে চল। কিছু দূর সামনে যাওয়ার পর তাদের সামনে একটি নদী পড়ল। কিন্তু নদী পার হওয়ার মত নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার কিছুই সেখানে ছিল না।

হযরত ঈসা (আঃ) এবারও আরেকটি অলৌকিক ঘটনা ইহুদীকে দেখালেন। তিনি তার হাত ধরে পানির উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে ওপারে চলে গেলেন। এতে ইহুদী পূর্বের তুলনায় আরো বেশী আশ্চার্যান্বিত হল। কিন্তু এবারও যখন হযরত ঈসা (আঃ) তাকে বললেন, যে আল্লাহ তোমাকে এতবড় অলৌকিক কান্ড দেখালেন তাঁর নামের কসম খেয়ে বলছি, তৃতীয় রুটি কোথায়? কিন্তু এবারও সে পূর্বের মতই জবাব দিল। বলল, আমি কিছুই জানিনা।

হযরত ঈসা (আঃ) বললেন, ঠিক আছে সামনে অগ্রসর হও। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনি কতগুলো বালি একত্রিত করে সেগুলোকে লক্ষ্য করে বললেন, স্বর্ণে পরিণত হয়ে যাও। সাথে সাথে বালিগুলো সোনায় পরিণত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি এগুলোকে তিনভাগে ভাগ করে বললেন, একভাগ তোমার, একভাগ আমার। আর তৃতীয় ভাগ ঐ ব্যক্তির যার নিকট তৃতীয় রুটি রয়েছে।

এবার ইহুদী স্বর্ণের লোভে সত্য কথা বলে দিল। বলল, তৃতীয় রুটি আমার কাছেই আছে। হযরত ঈসা (আঃ) তাকে বললেন, সত্য কথাই যখন বললে, তবে লও এই সকল সোনা তোমারই। একথা বলে তিনি সবগুলো স্বর্ণ তার হাতে সোপর্দ করে অন্যদিকে চলে গেলেন।

https://smfoundationbd.com

ঘটনাক্রমে সে পথে দুই ডাকাত কোথাও যাচ্ছিল। তারা স্বর্ণ নিয়ে এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হল। ভাবলো, আজকে আর কষ্ট করে দূরে যেতে হলো না। এখানেই শিকার পাওয়া গেল।

তারা প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বর্ণের মালিক ইহুদীকে মেরে ফেলতে উদ্যত হলো এবং পরে যাবতীয় স্বর্ণ নিয়ে যাওয়ার মনস্থ করলো। কিন্তু ইহুদী অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে বললো, ভাই, তোমরা আমাকে হত্যা করো না। চল, আমরা তিনজনে এই স্বর্ণগুলো ভাগ করে নেই। তারা এ প্রস্তাবে রাজী হলো।

অতঃপর ইহুদীর পরামর্শক্রমে সেই দু'ডাকাতের একজন খাদ্য দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাজারে গেল। সে বাজার থেকে ভাল ভাল খাবার ক্রয় করল। কিন্তু ফিরার পথে লোভ নামক মহা ব্যাধি তাকে আক্রান্ত করলো। চকচকে এই স্বর্ণের সবগুলো একাই পাওয়ার জন্য তার হৃদয় মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এই স্বর্ণে অন্যেরা ভাগ বসাবে একথা কিছুতেই তার মন মেনে নিতে পারল না। তাই সে সিদ্ধান্ত নিল, যেভাবেই হোক তাদেরকে হত্যা করে যাবতীয় স্বর্ণের মালিক সে একাই হবে।

যা হোক, এ সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের জন্য সে খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে দিল। ভাবলো, এ খাবার খেয়ে তারা মরে গেলে আমি স্বাচ্ছন্দে সবগুলি স্বর্ণ একাই লাভ করতে পারবো।

এদিকে স্বর্ণের কাছে রয়ে যাওয়া দুই ব্যক্তির মনেও লোভের তীব্র আকাঙখা জাগ্রত হলো। তারা পরামর্শ করলো, সে খাবার নিয়ে আসার সাথে সাথে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো এবং তার স্বর্ণগুলোও আমরা দুজনে ভাগ করে নিব। একদিকে তারা খাবার নিয়ে আগমনকারী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে খঞ্জর হাতে নিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত; আর অন্যদিকে সেও বিষ মিশ্রিত খাবার খাওয়ায়ে তার দুই সাথীকে দুনিয়া থেকে চির বিদায় দিয়ে যাবতীয় স্বর্ণ লাভ করার অদম্য আগ্রহ ও লোভী মন নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

যা হোক, লোকটি যখন খাবার নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হল তখন পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুজন একত্রে হামলা করে তাকে হত্যা করে ফেলল। এবার তাদের খুশি দেখে কে? কারণ এখন তো যাবতীয় স্বর্ণ

https://smfoundationbd.com

তাদের ভাগ্যেই জুটবে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, বিষ মিশ্রিত খাবার খাওয়ার সাথে সাথে তারাও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। আর স্বর্ণ তার আপন স্থানেই পড়ে রইল। অতি লোভের কারণে কারো ভাগ্যে স্বর্ণতো জুটলোই না উপরন্তু সকলকে প্রাণও দিতে হল। তাই বলা হয়– লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

পরবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আ.) ঐ পথে যাওয়ার সময় দেখলেন, স্বর্ণগুলোর তিনদিকে তিনটি লাশ পড়ে আছে। লাশগুলি দেখে তিনি সবকিছুই বুঝতে পারলেন। তাই আপনা আপনিই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল "হে দুনিয়া! আফসোস! শত আফসোস তোমার জন্য তোমার লোভে পড়ে কত মানুষ তাদের জিন্দেগী বরবাদ করল!"

প্রিয় পাঠক! এ ঘটনা থেকে আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, অতি মাত্রায় ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ধন-দৌলত কামাই করার বাসনা মানুষকে বরবাদ ও ধ্বংস করে ছাড়ে। তাই আল্লাহ আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থেকে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য। সকলকেই তৈরী নেয়া উচিত। ❑

ঠাট্টা-বিদ্রুপের ভয়াবহ পরিণাম

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারী অপর নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস স্থাপন করলে তাকে মন্দ নামে ডাকা গোনাহ। যারা এহেন কাজ থেকে তওবা না করে তারাই যালেম।"

এ আয়াত পূর্ববর্তী বুযুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেমন, হযরত আমর বিন শোরাহ বিল (রাহঃ) বলেন, কোন ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার

https://smfoundationbd.com

হাসির উদ্রেক হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, না জানি আমিও এরূপ হয়ে যাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কোন কুকুরকেও আমার উপহাস করতে ভয় লাগে। এ জন্য যে, আমিও কিনা আবার কুকুরে পরিণত হয়ে যাই (কুরতবী)

যা হোক, এবার আমরা ঠাট্টা ও ব্যাঙ্গ বিদ্রুপের করুণ পরিণতি সম্পর্কীয় একটি ঘটনা শুনি।

সুন্দর-সুশ্রী সুঠাম দেহের অধিকারী ফুটফুটে এক ছেলে। নাম ইরফান। পড়াশুনায় মোটামুটি ভাল। তার পিতা ইনকাম টেক্সের একজন উকিল। সেই সুবাদে অভাব কি জিনিষ তা কোনদিন সে টের পায়নি। কিন্তু তার একটি মারাত্মক দোষ এই ছিল যে, সে সর্বদা অহংকারবোধ নিয়ে চলাফেলা করত এবং গরীব ও মধ্যবিত্ত ছাত্রদের নিয়ে অহর্নিশ উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বেড়াত।

তার সাথে যোগ দিত আরো কয়েকজন ধনীর দুলাল। তারা সকলেই ছিল ইরফানের মতই অহংকারী। তবে ইরফান ছিল সেই দলের নেতা।

একদিন তাদের স্কুলে রশিদ নামের একটি নতুন ছাত্র ভর্তি হল। তার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত কালো। ইরফানের কয়েকজন সাথী ছেলেটিকে দেখে দৌড়ে এসে তাকে বললো, "আমাদের স্কুলে একজন নতুন ছেলে ভর্তি হয়েছে। তাকে দেখে কেউ কেউ বলছে, সে নাকি আফ্রিকার জঙ্গল থেকে পলায়ন করে এসেছে।"

ইরফান তো সর্বদা এ জাতীয় সংবাদের অপেক্ষাই থাকে। সুতরাং সংবাদ পেয়ে আর দেরী নেই। সাথে সাথে সাথীদের নিয়ে ছুটল ছেলেটিকে দেখার জন্য। ছেলেটিকে দেখেই মনে হল, সে যেন বড় এক শিকার পেয়ে গেল। তাই সে প্রথমেই ছেলেটিকে "মিস্টার নিগ্রো" বলে সম্বোধন করল। (আফ্রিকার কাল বর্ণের লোকদেরকে নিগ্রো বলা হয়)।

ইরফানের এই প্রাথমিক সম্বোধন নবাগত ছাত্র রশীদের হৃদয়কে মারাত্মক ভাবে আহত করলো। ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল তার হৃদয়-মন। শেষ পর্যন্ত এই ব্যথা তার দু'চোখকে অশ্রু-সজল করে তুললো। টপ টপ করে দু'ফোটা অশ্রু ইরফানদের সামনেই গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু এতে তাদের মনে একটু দয়া-মায়া সৃষ্টি হয়নি। তারা একের পর এক বিভিন্ন

https://smfoundationbd.com

বাক্যবানে রশিদের অন্তরকে চৌচির করতে লাগলো। কিন্তু তারা একটি বারের জন্যও চিন্তা করলো না যে, কালো কিংবা ফর্সা হওয়া মানুষের এখতিয়ারভূক্ত কোন জিনিষ নয়। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি যাকে যেমন চান তেমনই বানান।

যা হোক রশিদ এক পর্যায়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, ভাই আমার নাম তো রশিদ। আমাকে মিঃ নিগ্রো বলে সম্বোধন করছ কেন? তার কথায় ইরফান সহ উপস্থিত সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। ইতিমধ্যে তাদের শ্রেণী শিক্ষক আফজাল সাহেব ক্লাসে প্রবেশ করে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে ইরফান এ কথা ও কথা বলে পাশ কাটানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু পাশের একটি ছোট ছেলে বলে উঠলো, স্যার সে মিথ্যা বলছে। রশিদ ভাই কালো হওয়ার কারণে তাকে নিয়ে ওরা হাসছিল। একথা শুনতেই আফজাল সাহেব বেত নিয়ে ইরফান কে মারার জন্য উদ্যত হলেন। কিন্তু রশিদ সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে দরদ মাখা কণ্ঠে বললো," স্যার! অনুগ্রহ করে ইরফান ভাইকে ক্ষমা করে দিন।" এ কথায় স্যারের রাগ থেমে গেলে তিনি ইরফানকে ক্ষমা করে দিলেন।

এ আচরণের পর যেখানে রশিদের প্রতি ইরফানের ভালবাসা ও মমতা বৃদ্ধির কথা ছিল সেখানে শত্রুতা ও বিরোধীতা এসে ভীড় জমাল। কেননা সে যে এক চরম অহংকারী। তার কথা হল যার কারণে স্যার আমাকে মারতে আসলেন তার আর রক্ষা নেই। সুতরাং সে রশিদের চরম শত্রুতে পরিণত হল এবং সেদিন থেকে নিয়মিত তাকে' মিঃ নিগ্রো' বলে সম্বোধন করতে লাগলো।

রশিদ সীমাহীন ধৈর্যশীল ছেলে বিধায় ইরফানের এ আচরণে মনে দারুণ কষ্ট পেলেও কোন দিন সে এ ব্যাপারে স্যারের নিকট নালিশ করেনি। ফলে ইরফান দিন দিন আরো বেশী বেপরোয়া হয়ে গেল।

আল্লাহ তায়ালা তো বান্দার সব আমলই সর্বদা প্রত্যক্ষ করছেন। তাইতো ইরফানের দেয়া সকল উপহাস ও ব্যঙ্গ বিদ্রুপকে রশিদ অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে মেনে নিলেও তিনি হয়তো তা সইতে পারেন নি। ফলে ইরফানকে এমন এক মারাত্মক দূর্ঘটনার শিকার হতে হল যার কারণে মৃত্যু পর্যন্ত কোন দিন সে সমাজে মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারেনি।

https://smfoundationbd.com

সেদিন ছিল পদার্থ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাসের দিন। ইরফান তার অন্যান্য সাথীদের নিয়ে বিজ্ঞানাগারে প্রবেশ করে রাসায়নিক দ্রব্য ও এসিড নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিল। এমন সময় হঠাৎ সে টেবিলের উপর রাখা গরম পানির পাত্রের সাথে ধাক্কা খেল। এতে পাত্রটি নীচে পড়ে গেল এবং ফুটন্ত পানি ছিটকে এসে তার চেহারায় পড়লো। সাথে সাথে দু'হাত দিয়ে ইরফান তার চেহারা ঢেকে ফেলল।

ইরফানকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলো। দেখা গেল, প্রচন্ড গরম পানি ফুটফুটে সুন্দর চেহারাটিকে সীমাহীন কুৎসিত কালো চেহারায় পরিণত করে দিল। ইরফানের আব্বা চেহারার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার জন্য বিপুল অর্থ খরচ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হলো না।

অহংকারী ইরফান তার এই চেহারা বিকৃতি কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না। ফলে বাড়ীতে বসেই সময় কাটাতে লাগলো সে। এভাবে দু'বছর চলে গেল। ইতিমধ্যে সে শুনলো, রশিদ মেট্রিক পরীক্ষায় বোর্ডে প্রথম হয়েছে এবং তার অন্যান্য সাথীরাও কলেজে ভর্তি হয়েছে।

একদিন ইরফান তার পিতাকে বললো তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে। তার কথা মত পিতা তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর ইরফান এবার কারো সাথে কথা বলে না। এমনকি বিরতির সময়েও ক্লাসের বাইরে যায় না। একদিন ক্লাস শেষে বইপত্র নিয়ে সে ক্লাসরুম থেকে বের হচ্ছিল। হঠাৎ তার কানে ভেসে এল "কে যেন বলছে, ভাই! এমন বিশ্রি চেহারা তো আর কোনদিন দেখিনি।" আরেকজন বলছে, "আমি তো এই কুৎসিত চেহারা দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।" এ কথাগুলো শুনে ইরফানের মনে হলো, কে যেন তার হৃদয়ে একের পর এক বর্শার আঘাত করে চলেছে।

ইরফান আজ বুঝতে পারলো, কাউকে উপহাস কিংবা বিদ্রুপ করলে হৃদয়ে কি পরিমাণ ব্যথা অনুভূত হয়। সাথে সাথে সে এ-ও বুঝলো যে, আমার এই করুণ পরিণতি নিশ্চয়ই ঐ নবাগত কালো ছাত্রটিকে উপহাস ও ঠাট্টা বিদ্রুপেরই ফল। যাকে দেখে সে মিঃ নিগ্রো বলে সম্বোধন করতো। তাই পাঠক-পাঠিকা ভাইবোনদের নিকট লেখকের পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ এই যে, কেউ গরীব কিংবা কালো হলে অথবা যে কোন দিক দিয়ে নীচু স্তরের হলে তাকে অহংকার বশতঃ তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখি এবং তাকে নিয়ে কোনদিন কখনো যেন উপহাস না করি। আল্লাহ্ আমাদের তৌফিক দিন। আমীন। ছুম্মা আমীন। ❑

https://smfoundationbd.com

মুমিনদের তো এমনই নির্লোভ হওয়া উচিত

লোভ এক মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধি মানুষের সর্বনাশা ডেকে আনে। লোভী ব্যক্তিরা সর্বদাই পেরেশানীতে ভোগে। অতি মাত্রায় লোভের কারণে অনেক কিছু পেয়েও তাদের মনে তৃপ্তি আসে না। সব সময় তাদের অন্তরে 'আরও চাই আরও চাই' বাক্যটি ধ্বনিত হতে থাকে। সুতরাং প্রত্যেকটি মুমিনকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে রুহের অন্যান্য ব্যাধির ন্যায় 'লোভ' নামক এই মারাত্মক ব্যাধি থেকেও পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। অন্যথায় একদিকে যেমন ইহা তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে অশান্তির কারণ হবে তেমনি অন্যদিকে আখেরাতের জীবনেও পূর্ণাঙ্গ সফলতা লাভ করা তাদের জন্য হবে সুদূর পরাহত। তাইতো দেখা যায়, আমাদের পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ লোভ নামক এই মহা ব্যাধি থেকে স্বীয় আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছেন এবং পরবর্তীদের জন্য নির্লোভ অন্তরের অসংখ্য নযীর স্থাপন করে তাদের হেদায়েতের পথকে সুগম করেছেন। নিম্নে এ জাতীয় একটি ঘটনাই পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

একদা এক ব্যক্তি এক টুকরো জমি খরিদ করলো। জমি ক্রয় করার পর সে যখন উহাতে চাষ করতে শুরু করল, তখন সে তার লাঙ্গলের ফলায় একটা শক্ত কিছুর আঘাত অনুভব করল। অতপর উক্ত জিনিষটি কি তা দেখার জন্য সে তার কৌতুহলী মন নিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি খুড়তে লাগল। অবশেষে সে দেখল, এটি একটি মাটির কলসী যা স্বর্ণ দিয়ে পরিপূর্ণ।

এবার সে কলসী নিয়ে জমি বিক্রেতার বাড়ীতে গেল এবং তাকে লক্ষ্য করে বলল, জনাব! আমি তো আপনার নিকট থেকে শুধু জমি খরিদ করেছি। স্বর্ণ ভর্তি এই কলসী খরিদ করিনি। সুতরাং এর মালিক আপনিই। অনুগ্রহপূর্বক আপনি এটি গ্রহণ করুন এবং আমাকে মুক্ত করুন।

সুবহানাল্লাহ! একজন মানুষ কতটুকু সৎ ও নির্লোভ অন্তরের অধিকারী হলে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বর্ণের কলসী খরিদকৃত আপন জমিতে পেয়েও এমন কথা বলতে পারে? এবং তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বিক্রেতার বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে উহা গ্রহণ করার জন্য শুধু অনুরোধই নয় পীড়াপীড়ি পর্যন্ত করতে পারে?

https://smfoundationbd.com

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। এবার শুনুন জমি বিক্রেতার কথা। বিক্রেতা ক্রেতার অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির পর বলল, না জনাব। এগুলোর মালিক আমি নই বরং আপনি। কারণ আমি আপনার নিকট জমি এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তার সবই বিক্রি করেছি। সুতরাং কিছুতেই আমি এগুলো গ্রহণ করতে পারি না। এরপর উভয়ই একে অপরকে কলসী ভর্তি স্বর্ণ গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করল। কিন্তু কেউ কাউকে রাজী করাতে পারল না।

এবার উপায় কি? লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের এই কলসী ভর্তি স্বর্ণ কেউ গ্রহণ করতে চাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত বিষয়টির মিমাংসা করার জন্য তারা দুজনেই কাজীর দরবারে উপস্থিত হল এবং উভয়ই নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করল।

উভয়ের কথা শুনে কাজী সাহেব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাদের এই সততা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে মনে মনে তাদেরকে মোবারকবাদ জানালেন। অবশেষে কিছুক্ষণ চিন্তা করে হঠাৎ বলে উঠলেন, তোমাদের কোন সন্তানাদি আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে একজন বললো, আমাকে আল্লাহ তায়ালা একজন পুত্র সন্তান দান করেছেন। আর অপর জন বললো, আল্লাহ তায়ালা আমাকে একজন কন্যা সন্তান দান করেছেন।

এবার কাজী সাহেব সততার এই দ্বন্দ্ব নিরসনে উভয়কে চমৎকার এক ফায়সালা শুনিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, প্রথম ব্যক্তির ছেলের সাথে দ্বিতীয় ব্যক্তির মেয়ের বিবাহ হবে এবং এই স্বর্ণগুলো সে বিয়েতে খরচ করা হবে।

কাজী সাহেবের এই মিমাংসায় উভয়ই যার পর নাই আনন্দিত হলো এবং সে মতে কাজ করল।

এই ছিল পূর্ববর্তী সৎলোকদের অপূর্ব সততার অনুপম দৃষ্টান্ত।

শিক্ষা ঃ এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা নিতে পারি যে, লোভ সামলে চলতে পারলে শুধু পারলৌকিক কল্যাণই নয় বরং ইহলৌকিক কল্যাণ, কামিয়াবী এবং সম্মানও অর্জিত হয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে নির্লোভ অন্তরের অধিকারী করুন। আমীন ॥ ❑

https://smfoundationbd.com

একটি সুন্নতের শক্তি কত?

একদা এক নও মুসলিম তাবলীগ জামাতে বের হলো। জামাতে ১৪/১৫ জন সাথী ছিল। বের হওয়ার পর থেকেই সে তার সাথীদেরকে বিভিন্ন কাজের সুন্নত তরীকা জিজ্ঞাসা করে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। সে একটু সুযোগ পেলেই জামাতের আমীর কিংবা অন্য কোন সাথীকে সম্বোধন করে বলতো, হুজুর! অমুক কাজের সুন্নত তরীকা কি? অমুক কাজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে করতেন? ইত্যাদি। এভাবে জিজ্ঞাসা করতে করতে কোন কোন সময় সে এমন প্রশ্নও করে বসতো যার উত্তর তাদেরও জানা ছিল না।

এতে সাথীরা লজ্জিত হতো এবং মনে মনে বিরক্তবোধ করত। কিন্তু এই বিরক্তি ভাব কখনোই তারা প্রকাশ করতো না। কিন্তু একদিন এক সাথী অসহ্য হয়ে বলেই ফেললো, আরে ভাই! এত তাড়াহুড়া করছেন কেন? নতুন মুসলমান হয়েছেন আস্তে আস্তে সব কিছুইতো জানতে পারবেন।

এ কথাগুলো নও মুসলিমের হৃদয়ে অত্যন্ত শক্ত ভাবে আঘাত হানলো। সে মনে প্রচন্ড ব্যাথা পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে বিনীত স্বরে বললো, ভাই! আপনি কি জানেন, আমি রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুন্নত জানার জন্য কেন এত ব্যস্ত? কেন আপনাদেরকে বার বার বিরক্ত করছি? সাথী জবাবে বললো, না! তাতো জানি না। মেহেরবানী করে বলুন।

নও মুসলিম এবার মৌখিক জবাব না দিয়ে জামাতের এক সাথী ভাইকে ১০০ হাত দূরে দাঁড় করালো। অতঃপর সে কি যেন বিড় বিড় করে পাঠ করতঃ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির প্রতি হাত দিয়ে আস্তে ইশারা করলো। এতে লোকটি সাথে সাথে ১০ হাত দূরে ছিটকে পড়লো। এ সময় জামাতের সকল সাথী অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে উক্ত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিল। দূরের লোকটিকে ১০ হাত দূরে সিটকে পড়তে দেখে তারা আরো আশ্চার্যান্বিত হলো এবং নও মুসলিমকে লক্ষ্য করে সকলেই বলতে লাগলো ভাই ব্যাপার কি? আপনি কোথেকে কিভাবে এই শক্তি অর্জন করলেন? আমাদেরকে একটু খুলে বলুন।

https://smfoundationbd.com

নও মুসলিম লোকটি বলতে লাগলো, আমি ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে দীর্ঘ ১২ বছর যাবত সাধনা করেছি। এখন আপনারা যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন তা সেই সাধনারই ফল। কিন্তু আপনারা শুনে অত্যন্ত খুশি হবেন যে, আমি যখন ইসলাম কবুল করলাম এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করতে লাগলাম তখন আমি লক্ষ্য করলাম যে, মুসলমান হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ ১২ বছর সাধনা করে আমি যে শক্তি অর্জন করেছিলাম তার চেয়ে বহুগুণ বেশী শক্তি আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একটি সুন্নতের মধ্যে পেতে লাগলাম। এ জন্যেই আমি সুন্নতের তালাশে এত ব্যস্ত এবং বার বার আপনাদেরকে কষ্ট দিচ্ছি। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

নও মুসলিমের এ কথাগুলো জামাতের সকল সাথী অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনছিল। তার কথা শেষ হতেই সবাই একসাথে বলে উঠলো, না ভাই আসলে আমাদেরই অন্যায় হয়েছে। আমরা না বুঝে আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। মনে আঘাত দিয়েছি। আশা করি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সত্য কথা বলতে কি, আমরা মুসলমান হয়েও সুন্নতের কদর বুঝি না। এক একটি সুন্নত যে কত দামী ও মর্যাদাবান তা আমরা বুঝার চেষ্টাও করি না। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

প্রকৃতপক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি সুন্নতের শক্তি এটমের শক্তির চাইতেও অনেক বেশী। সুতরাং আমরা যদি তাঁর প্রত্যেকটি সুন্নতকে দৈনন্দিন জীবনে আমল করতে পারি তাহলে এর দ্বারা যে শুধু ছাওয়াব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জান্নাতে বাস করার সৌভাগ্য হবে তা-ই নয় বরং দুনিয়াতেও আমরা হাজারো রোগ শোক ও বালা মুসিবত থেকে বাঁচতে পারবো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সুন্নতের প্রতি অপরিসীম ভালাবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, বিবাহ-শাদী, লেন-দেন এক কথায় জীবনের প্রতিটি পদে পদে ও প্রতিটি মুহূর্তে সুন্নতের উপর আমল করার তাওফীক নসীব করো। ❑

https://smfoundationbd.com

আজকের শাসকরা যদি এমন মহানুভব হতেন!

ঐতিহাসিক কাদেসিয়ার ময়দানে প্রচন্ড লড়াই চলছে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য সর্বদা ব্যাকুল হয়ে আছেন। তাই তিনি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর মদীনার বাইরে এসে সংবাদের অপেক্ষায় থাকেন।

একদিনের ঘটনা। তিনি অন্যান্য দিনের মত আজও মদীনার বাইরে এসে সংবাদের অপেক্ষায় ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন, একজন লোক উটে চড়ে দ্রুত মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কাদেসিয়ার মুসলিম সেনাপতি হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) কর্তৃক প্রেরিত এই দূতকে দেখে হযরত উমর (রাঃ) ভাবলেন, এ লোকটি হয়তো কাদেসিয়ার সংবাদ নিয়ে এসেছে। তাই তিনি সংবাদ জানার প্রবল আগ্রহ নিয়ে উটের পিছনে দৌড়ে চলতে চলতে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! কাদেসিয়ার খবর কি? সে উত্তরে বললো, আল্লাহ তায়ালা সেখানে মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন।

এতটুকু জানতে পেরে হযরত উমর (রাঃ) অত্যন্ত খুশি হলেন এবং সীমাহীন কৌতুহলসহ লোকটির নিকট আরও কিছু জানতে চাইলেন।

লোকটি উত্তর দিতে দিতে মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল আর আমীরুল মুমেনীন হযরত উমর (রাঃ) তার পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে কাদেসিয়ার বিভিন্ন সংবাদ জিজ্ঞাসা করছিলেন। লোকটি অবশ্য কল্পনাও করতে পারেনি যে, যাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য সে দ্রুত উট নিয়ে মদীনায় যাচ্ছে তিনিই তার পিছনে দৌড়াচ্ছেন।

বেশ কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর মদীনার প্রবেশ পথে লোকটি দেখলো তার পিছনে পিছনে দৌড়ে আসা লোকটিকেই লোকজন আমীরুল মুমেনীন বলে সম্বোধন করছে। এতে লোকটি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো এবং কাঁদো কাঁদো স্বরে ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে হযরত উমর (রাঃ) কে লক্ষ্য করে বললো, হে মহানুভব আমীরুল মুমেনীন! আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আমি আপনাকে চিনতে না পেরে আপনার সাথে বেয়াদবী করে ফেলেছি। আপনি আমাদের আমীরুল মুমেনীন হওয়া সত্ত্বেও আমি আপনার সাথে একজন সাধারণ লোকের মত আচরণ করেছি।

https://smfoundationbd.com

কথাগুলো বলতে বলতে লোকটি এক লাফে উট থেকে নেমে যেতে চাইলে উমর (রাঃ) তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, তুমি উটের উপরই বস। নামার প্রয়োজন নেই। আর তুমি আমার সাথে কোন অপরাধ করনি যে, আমার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। আমিও ঠিক তোমার মত একজন সাধারণ মানুষ। তোমার আর আমার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করিনা।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আজকাল কোন বাদশাহ বা নেতা তো দূরের কথা সামান্য বিত্তশালী লোকও কি এমন আছে যে, সাধারণ একজন লোকের সাথে এমন সুমধুর আচরণ করতে পারেন? ক্ষমতার মসনদে বসেও এমন বিনয় সুলভ কথা বলতে পারেন? সত্যি কথা বলতে কি, যাদের নাম নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি এবং প্রতি ক্ষেত্রে তাদের মত বরকত পাওয়ারও আশা করি; কোন একটা কাজও কি আমরা তাঁদের মত করি? যদি করতাম, তাহলে বিজয় ও সফলতা অবশ্যই আমাদের পদ চুম্বন করতে বাধ্য হত। হে খোদা, তুমি আমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের পদাংক অনুসরণ করার তৌফিক দান কর। আমীন। ❑

দানের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত

একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাহঃ) হজ্ব করতে মক্কা নগরীতে গমন করেন। হজ্বের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের এক পর্যায়ে তিনি হেরেম শরীফে কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। হঠাৎ তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, দু'জন ফিরিশ্‌তা একে অপরকে লক্ষ্য করে বলছে, আচ্ছা বলুন তো এ বছর কতজন লোক হজ্ব করতে এসেছে এবং তাদের মধ্যে কত জনের হজ্ব কবুল হয়েছে?

জবাবে অপর ফিরিশ্‌তা বললেন, এ বছর মোট ছয় লক্ষ লোক হজ্ব করতে এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনের হজ্বও কবুল হওয়ার নিশ্চয়তা নেই। তবে মহান আল্লাহ তায়ালা এমন একজন লোকের পক্ষ থেকে নিশ্চিতভাবে হজ্ব কবুল করে নিয়েছেন যিনি মক্কায় হজ্ব করতে আসার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন এক কারণে আসতে পারেনি। সে

https://smfoundationbd.com

সৌভাগ্যশীল ব্যক্তির নাম হচ্ছে আলী ইবনে মোয়াফেক দামেশ্‌কী। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার সম্মানার্থে এবারের সকল হাজীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাহঃ) এর তন্দ্রাচ্ছন্নতা কেটে গেল। এবার তিনি সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি আলী ইবনে মোয়াফেকের সাথে সাক্ষাত করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কেননা তখন তাঁর মনে শুধু একটি কথাই বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল যে, সেই ব্যক্তি এমন কি কাজ করেছে যার বদৌলতে হজ্ব করতে না আসতে পারা সত্ত্বে ও আল্লাহ তায়ালা তাঁর হজ্ব কবুল করে নিয়েছেন এবং তার সম্মানার্থে সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন?

যা হোক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাহঃ) তখনই দামেশ্‌কের পথে রওয়ানা হলেন এবং বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করে দামেশ্‌কে পৌঁছে বেশ খোঁজাখুঁজির পর আলী ইবনে মোয়াফেকের সাক্ষাত লাভ করতে সক্ষম হলেন। তিনি তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমার নাম আলী ইবনে মোয়াফেক। আমি মানুষের জুতা সেলাই করে থাকি। গোষ্টিগত দিক থেকে আমি মুচি।'

এবার আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাহঃ) তার স্বপ্নের সম্পূর্ণ ঘটনা আলী ইবনে মোয়াফেকের নিকট বর্ণনা করে বললেন, ভাই! আপনি এমন কি আমল করেছেন, যার ফলে আল্লাহ পাক আপনাকে এতবড় সম্মান দান করেছেন?

আলী ইবনে মোয়াফেক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রাহঃ) এর পরিচয় জানতে চাইলেন। তিনি তাঁর পরিচয় পেশ করলে আলী ইবনে মোয়াফেক সাথে সাথে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলতে লাগলেন-

আজ ত্রিশ বছর যাবৎ আমি আমার অন্তরের মনি কোঠায় মক্কা শরীফ গমন করে হজ্ব করার তীব্র আকাংখা সযত্নে লালন করে আসছি। কিন্তু আমি একজন অসহায় গরীব মানুষ। হজ্ব করার মত এত টাকা আমার নিকট নেই। তার পরেও বহু কষ্টে দীর্ঘদিন যাবৎ কিছু টাকা সংগ্রহ করে এবার হজ্বে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। আমার স্ত্রী তখন ছিল গর্ভবতী। সে পাশের বাড়ীর রান্না করা গোশতের সুঘ্রাণ

https://smfoundationbd.com

পেয়ে ঐ গোশত খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। বারবার আমার স্ত্রী আমার কাছে ঐ গোশত খাওয়ার তীব্র আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি সে বাড়ী গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমার কথা ব্যক্ত করি। কিন্তু সে বাড়ীর বিধবা মহিলা আমাকে বললো, ভাই! এ গোশত আমাদের জন্য হালাল হলেও আপনাদের জন্য হালাল নয়।

এর কারণ জানতে চাইলে মহিলাটি বললো, আজ ৭ দিন যাবত আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে না খেয়ে আছি। ক্ষুধার তাড়নায় আমাদের প্রাণ বাহির হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত উপয়ান্তর না দেখে আমি পথের পাশে পড়ে থাকা একটি মরা গাধা দেখে তা থেকে কিছু গোশত কেটে এনে আজ পাকাচ্ছি।

এ কথা শুনে আমার দুচোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। আমার পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভব হলো না। আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে আমার হজ্বের জন্য জমানো সকল টাকা এনে ঐ বিধবা মহিলার হাতে দিয়ে বললাম, এই নিন। এই টাকাগুলো দিয়ে আপনি আপনার সন্তানদের খোর-পোষের ব্যবস্থা করুন। এটাই আমার হজ্ব।

পূর্ণ ঘটনা শ্রবণ করার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহ.) বললেন, আমার স্বপ্ন সম্পূর্ণ সঠিক। ফিরিশতা ঠিকই বলেছেন। আপনার এই দানের প্রতি খুশি হয়েই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এতবড় সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন এবং আপনার আমলনামায় একটি মকবুল হজ্বের ছাওয়াব লিখে দিয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! আমরাও কি পারি না গরীব দুঃখী ও অভাবীদের প্রতি আলী ইবনে মোয়াফেকের মত বদান্যতার হাত প্রসারিত করতে? ❑

যার তিনটি জিনিস হাসিল হয়েছে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কামিয়াবী অর্জিত হয়েছেঃ
১। আল্লাহ তায়ালার সমস্ত ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা
২। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা
৩। সাচ্ছন্দের সময় দোয়া করা।
-ইবনে মাসউদ (রা:)

https://smfoundationbd.com

খোদার কুদরত বুঝা বড় দায়

আল্লাহ তায়ালা সর্ব শক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে পাহাড়কে পানিতে এবং পানিকে পাহাড়ে পরিবর্তন করতে পারেন। দুনিয়ার সকল সৃষ্টি তারই মুখাপেক্ষী। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনিই মানুষকে জীবন দেন আবার তিনিই মৃত্যু দান করেন। তিনি যদি কাউকে মারতে চান তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি তাকে রক্ষা করতে পারে না। অনুরূপভাবে তিনি কাউকে রক্ষা করতে চাইলে দুনিয়ার কেউ তাকে মারতে পারে না। জন্ম-মৃত্যুর একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই হাতে। তিনি চাইলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকেও যেমন কাউকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন তেমনি মহা আনন্দের মুহূর্তেও তিনি কারও জীবন প্রদীপ চির দিনের জন্য নিভিয়ে দিতে পারেন। নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা এ কথাটিই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি।

রাজমিস্ত্রিদের একটি দল। তারা আজ দীর্ঘ দিন যাবত একটি বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করছে। কমপক্ষে ৮০/৯০ তলা তো হবেই। কাজ প্রায় শেষের দিকে। মিস্ত্রিদের সবাই আজ ভবনের সর্বোচ্চ তলায় কাজ করছে। পরস্পরের সাথে বিভিন্ন রসাত্মক আলাপ ও গল্প গুজবের মধ্য দিয়েই তাদের কাজ ক্রমান্বয়ে সামনে এগিয়ে চলছে। অল্প ক'দিনের মধ্যে কাজ শেষ হবে। তারা তাদের বহু পরিশ্রমের ফলকে তার সুন্দরতম আকৃতিতে দেখতে পাবে এর চেয়ে খুশির কথা আর কি আছে! সুতরাং সেদিন তারা তৃপ্তির হাসি মুখে নিয়েই পরম আনন্দে কাজ করে যাচ্ছিল।

হঠাৎ সকলেই একটি আওয়াজ শুনতে পেল। সম্বিত ফিরে পেতেই তারা বুঝল তাদেরই এক সাথী কাজ করার সময় পা পিছলে ভবনের সর্বোচ্চ তলা থেকে নিচে পড়ে গেছে। সুতরাং তার ভাগ্যে কি ঘটেছে তা দেখার জন্য সকলে কাজ বাদ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

কিন্তু খোদার কি কুদরত! তারা দেখল, যে লোকটি একটু পূর্বে পা পিছলে নিচে পড়ে গিয়েছিল সেই এখন সিড়ি ভেঙ্গে টপ টপ করে উপরে উঠে আসছে। তাকে দেখে সবাই বিস্ময়ে হতবাক। কিছুক্ষণ কেউই কথা বলতে পারল না। তারা ভাবল আমরা কোন স্বপ্ন দেখছি না তো? কারণ ৮০/৯০ তলা দালানের উপর থেকে মাটিতে পড়ে কেউ বেঁচে যেতে

https://smfoundationbd.com

পারে এ তো কল্পনাও করা যায় না!

যা হোক, পরিশেষে একজন জিজ্ঞাসা করল ভাই! তুমি কিভাবে বেঁচে গেলে? তোমার ঘটনা একটু শুনাও দেখি।

সে বলল, আল্লাহর অপরিসীম দয়ায়ই আমি বেঁচে গেছি। নচেৎ আমার বাঁচার কোন প্রশ্নই ছিল না। আমি যখন উপর থেকে নিচের দিকে পড়ছিলাম তখন প্রতিটি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি আমার প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেল। চিরদিনের জন্য আমি আপনাদের থেকে বিদায় নিলাম।

কিন্তু খোদার কুদরত বুঝা বড় দায়। আমি নিচে সদ্য রাখা বিরাট এক বালির স্তুপে এসে পড়ি। এবং সাথে সাথে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পাওয়ার আনন্দ সংবাদ আপনাদেরকে জানানোর জন্যই আমি এখন দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিলাম।

প্রিয় পাঠক! ঘটনাটা এখানেই শেষ নয়। ঘটনার আলোচ্য অংশটুকু সত্যিই বিস্ময়কর। তবে হৃদয় বিদারক ও লোমহর্ষক নয়। কিন্তু ঘটনার বাকী অংশটুকু যেমনি বিস্ময়কর তেমনি মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারকও বটে। তাহলে চলুন সামনের অংশটুকু শোনা যাক।

অতঃপর সকল মিস্ত্রিরা নিচে পড়ে যাওয়া লোকটিকে নিয়ে আনন্দের আতিশায্যে ভবনের উপরের তলায় গিয়ে বসল। তারা তাকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি মরেই গিয়েছিলে। আল্লাহ তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে তুমি আমাদের সকলকে মিষ্টি খাওয়াও।

বেচারা গরীব মানুষ। এত লোককে মিষ্টি খাওয়াবে কোত্থেকে? যাও, আমিই তোমাদের মিষ্টি খাওয়ার ব্যবস্থা করব। কথাগুলো একশ্বাসে বললেন–ঘটনার সংবাদ পেয়ে দ্রুত আগমনকারী ভবনের কন্ট্রাক্টর সাহেব।

তিনি ৫০০ টাকার একটি চকচকে নোট নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়া লোকটির হাতে গুজে দিয়ে বলল, যাও অমুক দোকান থেকে ভাল মিষ্টি নিয়ে এসো।

মেইন রোডের ওপারে ছিল একটি ভাল মিষ্টির দোকান। এ দোকনের কথাই বলে দিয়েছে কন্ট্রাক্টর সাহেব। লোকটি টাকা নিয়ে দ্রুত নিচে নামল। অতঃপর ঐ দোকানের উদ্দেশ্যে সামনে চলতে লাগল। এবার রাস্তা পার হওয়ার পালা।

https://smfoundationbd.com

রাস্তা পার হওয়ার সময় এদিক-সেদিক তাকিয়ে ভাল করে দেখে পার হতে হয়–আনন্দের আতিশায্যে এই সাধারণ কথাটুকুও সে বেমালুম ভুলে গেল।

সে অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। এমন সময় দ্রুত বেগে ডান দিক থেকে একটি গাড়ী এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। গাড়ীর ধাক্কায় মারাত্মক আহত হয়ে সে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রইল। কিছুক্ষণ পর তাকে হাসপাতালে নেয়া হল।

এদিকে মিস্ত্রিরা মিষ্টি খাওয়ার আশায় অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে ছিল। অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন তারা দেখল, মিষ্টি নিয়ে সে ফিরে আসছে না। তখন তারা একজনকে খোঁজ নেয়ার জন্য মিষ্টির দোকানে পাঠাল। দোকানে গিয়ে সে তাকে খোঁজে না পেয়ে হতাশ মনে ফিরে আসছিল। পথিমধ্যে সে রাস্তায় একটি এক্সিডেন্টের সংবাদ পেল। সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে তার চেহারার রং পাল্টে গেল। এক অজানা বিপদাশংকা তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল। সে ভাবল, একটু পূর্বে যাকে মিষ্টি আনার জন্য পাঠিয়ে ছিলাম সে-ই কি এই দূর্ঘটনার শিকার হল? সে-ই কি মারাত্মক আহত হয়ে হাসপাতালে গেল?

এ জাতীয় বিভিন্ন প্রশ্ন তার মাথায় ঘোর পাক খাচ্ছিল। এমন সময় একটি স্কুটার আসলে সে উহাকে ইশারায় থামিয়ে তাতে চড়ে বসল এবং ড্রাইভারকে বলল অমুক হাসপাতালে যাও। কিছুক্ষণের মধ্যে সে হাসপাতালে পৌঁছল এবং খোঁজে খবর নিয়ে নিশ্চিত হল যে, তার আশংকাই ঠিক। এবার সে আহত ব্যক্তিকে দেখার জন্য রওয়ানা দিল। কিন্তু খোদার কি অপার খেলা! সে যখন তাকে দেখার জন্য রুমে ঢুকল তখনই সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চিরদিনের জন্য পরপারে পাড়ি জমাল।

অতঃপর সে মিষ্টি খাওয়ার অপেক্ষায় থাকা মিস্ত্রিদেরকে পূর্ণ ঘটনার বিবরণ শোনাল। ঘটনা শুনে তাদের সবারই বাকরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল। কিছুক্ষণ পরে মনের অজান্তেই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল– "হে খোদা! তুমি সব কিছুই পার। তুমি সর্বশক্তিমান। তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। জীবন মৃত্যু তোমারই হাতে। তোমার কুদরত বুঝা বড় দায়।" ❑

https://smfoundationbd.com

উস্তাদের দোয়ার ফল

বহুদিন আগের কথা।

ছোট্ট এক বালক। খুবই গরীব। অসহায়। প্রত্যহ সে গ্রামের মক্তবে পড়তে যায়। পা খালি। কারণ জুতো কেনার মত সামর্থও তার নেই। কিন্তু ছেলেটি ছিল অত্যন্ত মেধাবী।

প্রচণ্ড শীত পড়েছে। প্রতিদিনের মত আজও সে খালি পায়ে মক্তবে আসছে। উস্তাদ দেখলেন যে, ছেলেটি খালি পায়ে এই কনকনে শীতের মধ্যে হেটে আসছে। এতে তার সীমাহীন কষ্ট হচ্ছে। ছেলেটির কষ্ট দেখে উস্তাদ নিজেও মনে মনে ব্যথিত হলেন। তিনি ভাবলেন, সুন্দর ফুটফুটে এই মেধাবী ছাত্রটি পয়সার অভাবে এত কষ্ট স্বীকার করবে তা হতেই পারে না। তাই তিনি ক্লাস শেষে ছেলেটিকে কাছে ডেকে বললেন। আমার কামরায় গিয়ে দেখ, খাটের নিচে এক জোড়া কাপড়ের জুতো আছে। এগুলো আমার নিকট নিয়ে এসো।

জুতা নিয়ে আসার পর তিনি পকেট থেকে দু'আনা পয়সা বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, যাও। আজ বাজারে গিয়ে এই পয়সা দিয়ে জুতো মেরামত করে আনবে এবং আগামী কাল সকালে এই জুতো পড়ে মক্তবে আসবে। কেমন?

ছেলেটি বলল, ঠিক আছে হুজুর। এই বলে সে বাজারের দিকে রওয়ানা দিল।

কিন্তু পথিমধ্যে সে চিন্তা করল, এই জুতো কার? এগুলো তো আমার উস্তাদের। উস্তাদের জুতো ছাত্র ব্যবহার করবে তা কি কখনও শোভা পায়? না, তা কিছুতেই শোভা পায় না। উপরন্তু এর দ্বারা উস্তাদের সাথে বেয়াদবী হবে। তার সম্মানের হানি হবে।

তাহলে এখন কি করা যায়? এ চিন্তা করতে করতে সে ধীর পদে বাজারের দিকে এগুচ্ছিল।

হঠাৎ তার মাথায় এক সুন্দর বুদ্ধি আসল এবং উস্তাদের যথার্থ সম্মানের জন্য এটিই উপযুক্ত হবে মনে করে তা-ই করার সিদ্ধান্ত নিল।

https://smfoundationbd.com

সে তার নতুন চিন্তা মোতাবেক বাজার থেকে এক আনার সোডা কিনল। তারপর বাড়িতে গিয়ে গরম পানির মধ্যে সোডা মিশিয়ে তার মধ্যে কাপড়ের জুতোগুলো ছেড়ে দিল। এতে একটু অল্প সময়েই মধ্যেই জুতোর উপরের কাপড়গুলো খসে আলাদা হয়ে গেল। অতঃপর সে ঐ কাপড়গুলো শুকিয়ে দর্জির কাছে নিয়ে গেল এবং অবশিষ্ট পয়সাটি দিয়ে একটি টুপি বানাল।

পরদিন সকালে ঐ টুপি মাথায় দিয়ে সে আগের মতোই খালি পায়ে মক্তবে রওয়ানা হল। এদিকে উস্তাদ রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন, কখন আদরের ছাত্রটি তার দেয়া জুতো পরিধান করে মক্তবে আসবে। ইত্যবসরে সেই ছাত্র এসে হাজির। কিন্তু পায়ে জুতো নেই। আগের মতোই খালি। তখন তিনি খুব রাগান্বিত হলেন এবং নিজ কামরায় গিয়ে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ছাত্রটি সবই বুঝতে পারল। তাই সে দরজায় দাঁড়িয়ে খুব বিনয়ের সাথে বলল, হুজুর মেহেরবানী করে একটু দরজাটি খুললে ভাল হয়। আমি ভিতরে আসতে চাই। আপনার সাথে একটু কথা বলব।

উস্তাদজী দরজা খুলে দিলে সে ভিতরে প্রবেশ করল। এমন সময় উস্তাদ তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সে কাঁদছে। চোখ দিয়ে অবিরাম গতিতে অশ্রু ধারা বের হয়ে দু'গাল ভিজে যাচ্ছে। ছেলেটির কান্না দেখে তাঁর রাগ অনেকটা কমে গেল। তিনি বললেন , বাবা কাদছ কেন? কি হয়েছে তোমার? খুলে বল।

ছেলেটি তখন চোখ মুছতে মুছতে বলল, উস্তাদজী আপনি মনে হয় অনেক কষ্ট পেয়েছেন এবং আমার উপর রাগ করেছেন। অনুগহ পূর্বক আমার উপর রাগ করবেন না। কারণ আপনি আমাকে যে জুতো দিয়েছিলেন ,তা মেরামত করতে বাজারে যাওয়ার সময় আমি ভাবলাম যে, এটি তো আমার উস্তাদের জুতো। তিনি এ জুতো বহুদিন ব্যবহার করেছেন। আমি ছাত্র হয়ে এ জুতো কিভাবে ব্যবহার করব? এটা কিছুতেই আমার জন্য শোভা পায় না। তাই আমি আপনার দেয়া দু'আনা পয়সার একটি দিয়ে সোডা ক্রয় করেছি এবং তা দিয়ে জুতো থেকে কাপড়গুলো আলাদা করছি। অতঃপর অবশিষ্ট এক আনা দিয়ে দর্জিকে বলে উক্ত কাপড়গুলো দিয়ে একটি টুপি বানিয়েছি। যাতে উস্তাদের সম্মান ও মর্যাদা

https://smfoundationbd.com

বজায় থাকে। আপনি আমার মাথায় এখন যে টুপি দেখছেন, এটিই হল সেই টুপি।

এতদশ্রবণে উস্তাদের মন আনন্দে ভরে উঠল। সীমাহীন খুশি তাঁর রাগ ও ব্যথার স্থানকে দখল করে নিল।

তিনি বললেন, তুমি যে এতখানি ভেবেছ, তা আমি মোটেও চিন্তা করিনি। এই বলে আনন্দের আতিশায্যে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেই দোয়া করলেন। তিনি দোয়ার মধ্যে বললেন–'হে পরওয়ার দিগার! আপনি আমার এই ছাত্রকে ভবিষ্যতে একজন বড় ইমাম বানিয়ে দিন। আমাকে আপনি যতটুকু সম্মান দিয়েছেন তাকে এর চেয়েও বেশী সম্মান দান করুন।'

উস্তাদের এই দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেল। পরবর্তিতে দেখা গেল, আল্লাহ তায়ালা ঐ ছাত্রকে এতবড় বিশ্ব বিখ্যাত ইমাম বানিয়ে দিলেন, মুসলিম বিশ্বের প্রধান চার জন ইমামের মধ্যে যার অনুসারীর সংখ্যা বেশী।

তিনি হলেন হযরত নোমান বিন সাবেত (রহঃ)। যিনি সারা বিশ্বে ইমামে আযম আবু হানিফা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

তাই প্রত্যেকটি ছাত্রের উচিত, উস্তাদের যথাযথ সম্মান রক্ষা করে চলা। তাঁর সাথে অত্যন্ত আদবের সাথে নম্রভাবে কথা বলা। তার খেদমতকে নিজের সৌভাগ্যের ওসীলা মনে করা। সর্বোপরি তিনি যেন খুশি থাকেন সেদিকে সর্বোচ্চ খেয়াল রাখা। হযরত থানভী (রহঃ) প্রায়ই বলতেন, কোন ছাত্র তার উস্তাদকে যে পরিমাণ খুশি রাখতে পারবে তার ইলমের মধ্যে সেই পরিমান বরকত হবে।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাকে একটি হরফও শিক্ষা দিলেন আমি তার গোলাম হয়ে গেলাম। সুতরাং এখন ইচ্ছা করলে তিনি আমাকে আযাদও করে দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে বিক্রিও করে দিতে পারেন।

আল্লাহ তায়ালা সকল ছাত্র ভাইকে উস্তাদের খেদমত করার, তাঁদের মন খুশি রাখার এবং যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন ॥

https://smfoundationbd.com

চোগলখোরী একটি মারাত্মক ব্যাধি

পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, মনোমালিন্য, ঝগড়া ইত্যাদি সৃষ্টির অসৎ উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যের নিকট বলে বেড়ানোকে চোগলখোরী বলে।

এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি। এ ব্যাধি সমাজে অশান্তি ডেকে আনে। এমনকি এর কারণে দু'পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কিংবা সংঘর্ষ বেধে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তাই এ থেকে সকলকেই বেঁচে থাকা উচিত।

এক ব্যক্তির একটি গোলাম ছিল। গোলামটি দেখতে শুনতে খুব একটা খারাপ ছিল না। তার মধ্যে প্রশংসনীয় কয়েকটি গুণের সমাবেশ ঘটলেও চোগলখোরী নামক মহা ব্যাধিতে সে আক্রান্ত ছিল।

একদিন মনিব তার এই গোলামকে বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে গেল।

বাজারে নেওয়ার পর একজন ক্রেতা গোলামটির অবস্থা জানতে চাইলে মালিক বললো, তার এই এই গুণ আছে। আর চোগলখোরী করা ছাড়া তার মধ্যে অন্য কোন দোষ নেই।

চোগলখোরীর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে লোকটির মোটেও কোন ধারণা ছিল না। তাই সে উহাকে একটি সাধারণ দোষ মনে করে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে গোলামটিকে ক্রয় করে বাড়ীতে নিয়ে এল।

গোলামটি নতুন মনিবের বাড়ীতে এসে আগের চেয়ে আরো বেশী নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে লাগলো। বাড়ীর লোকজন সকলেই তার কাজকর্মে ভীষন খুশি। ফলে সবাই তাকে আদর স্নেহ করতে লাগলো। বিশেষ করে নতুন মনিবের স্ত্রী তাকে অত্যন্ত স্নেহভরে নিজের সন্তানের মতোই আদর সোহাগ করতে লাগলো।

গোলামটি মনিবের স্ত্রীকে আম্মা বলে ডাকতো। একদিন মনিব বাড়ীতে ছিল না। সে উহাকে চোগলখোরী করার বিরাট সুযোগ মনে করল। অনেক চিন্তা ভাবনা করে সে মনিবের স্ত্রীর নিকট গিয়ে বললো, আম্মাজান! আপনার জন্য আমার বড় মায়া হয়। তাই একটি কথা না বলে পারছি না। অবশ্য আপনি যদি বলতে নিষেধ করেন তাহলে বলবো না।

https://smfoundationbd.com

মেয়েদের মন পুরুষের তুলনায় স্বভাবতই একটু দূর্বল থাকে। তাই সে গোলামের নিকট বিস্তারিত ঘটনা জানতে চাইলো।

গোলাম বললো, আম্মা! বর্তমানে আপনার প্রতি আমার মনিবের সামান্যতম মহব্বতও নেই। তিনি অতি শীঘ্রই আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য একটি বাদী ক্রয় করে তাকে নিয়ে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আপনি যদি এ সমস্যা কাটাতে চান এবং পূর্বের ন্যায় স্বামীর মহব্বত লাভ করতে চান তাহলে অবশ্য সে ব্যবস্থাও আমার নিকট আছে।

মনিবের স্ত্রী তার কথা শুনে সীমাহীন অস্থির হয়ে বলতে লাগলো, দেরী করছ কেন? তাড়াতাড়ি বলো, কিভাবে আমি পূর্বের ন্যায় স্বামীর মহব্বত পেতে পারি।

গোলাম বললো, আমি আপনাকে একটি তদবীর দিব। আমার পূর্ণ বিশ্বাস এতেই আপনার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তবে এই তদবীরের জন্য আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। তা হলো, আপনি যেভাবেই হোক, আপনার স্বামীর গলার নীচের কয়েকটা চুল আমাকে সংগ্রহ করে দিতে হবে। তদবীরের জন্য এ চুলগুলো খুবই প্রয়োজন।

চুল আনার সহজ উপায় এই যে, আজ রাতে যখন আপনার স্বামী ঘুমিয়ে থাকবে তখন আপনি একটি চাকু নিয়ে তার গলার নীচ থেকে কয়েকটি দাড়ি কেটে নিবেন এবং তা আপনার নিকট সযত্নে রেখে দিবেন। এরপর কি করতে হবে তা আপনাকে সময় মতো বলবো। স্ত্রী বললো, ঠিক আছে আজ রাতেই তা করবো। এটা তো খুবই সহজ কাজ।

এদিকে গোলাম তার মনিবকে বললো, হুজুর! আজ বেশ কিছুদনি যাবত আমি আপনার বাড়ীতে অবস্থান করছি এবং আপনার নুন-নিমক খেয়েই দিনাতিপাত করছি। সুতরাং একটি বিষয় আপনার নিকট না বলে কিছুতেই মনকে শান্তনা দিতে পারছিনা। আমার মন বলছে, যদি আমি আপনাকে না বলে বিষয়টি গোপন রাখি তবে তা চরম অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই হবে না। তাই বাধ্য হয়েই বিষয়টি আপনাকে অবহিত করছি।

ঘটনা হলো, আপনি যখন বাড়ীতে থাকেন না, তখন আমি প্রায়ই আপনার স্ত্রীকে একজন পর পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দেখি। তার

https://smfoundationbd.com

অন্তরে ঐ পর পুরুষের মহব্বত এত বেশী বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, সে তাকে পাওয়ার জন্য আজ রাতেই আপনাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। যদি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে না পারেন, তাহলে আজ রাতে আপনি চোখ বন্ধ করে ঘুমের ভান ধরে শুয়ে থাকবেন। তবেই সব বুঝতে পারবেন।

গোলামের এ কথা শুনে স্ত্রীর প্রতি মনিবের সন্দেহ হতে লাগলো এবং গোলামের কথা পরীক্ষা করে দেখার জন্য ঐ রাতেই সে ঘুমের ভান ধরে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল।

এভাবে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর যখন স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, তার স্বামী ঘুমিয়ে গেছে তখন সে একটি ধারাল ছুরি নিয়ে তার স্বামীর গলার নীচ থেকে কয়েকটি দাড়ি কেটে নেয়ার জন্য যেই অগ্রসর হল এবং গলা বরাবর ছুড়ি ধরল অমনি তার স্বামী লাফিয়ে উঠে স্ত্রীকে হাতে নাতে ধরে ফেললো। এতে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে, সত্যিই তার স্ত্রী তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। এমতাবস্থায় সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ছুরি ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে ফেললো।

এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন তৎক্ষনাত স্বামীর বাড়ী সদলবলে আক্রমন করে স্বামীকে মেরে ফেললো। এরপর স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষের লোকদের মাঝে প্রচন্ড মারামারি শুরু হল। এতে উভয় দলের বহু লোক নিহত হল এবং বহু লোক মারাত্মক আহত হয়ে আজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেল।

এ হল চোগলখোরীর ভয়াবহ পরিণাম। সুতরাং এ দোষটিকে কিছুতেই ছোট করে দেখা যায় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে চোগলখোরী করা হারাম। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ মারাত্মক দোষ থেকে মুক্ত থাকার তৌফিক দান করুন। ❑

https://smfoundationbd.com

সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী

বড় পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এর ছোটবেলার ঘটনা। একদা তিনি এক কাফেলার সাথে বাগদাদ গমন করছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার কারণে তারা এক জায়গায় রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নিল। রাত্রি যাপনের আয়োজনে সকলেই ব্যস্ত। এমন সময় একদল ডাকাত এসে তাদের উপর হামলা চালিয়ে সব মালামাল লুণ্ঠন করে নিল।

ডাকাত দলের লুণ্ঠন যখন শেষ হলো, তখন একজন ডাকাত, বালক আব্দুল কাদেরকে লক্ষ্য করে বললো, এই ছেলে! তোমার নিকট কিছু আছে কি?

বালক আব্দুল কাদের অকুণ্ঠচিত্তে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আছে।

জবাব শুনে ডাকাত মনে করল, ছেলেটি হয়তো আমার সাথে ঠাট্টা করছে। কারণ তার নিকট কিছু থাকলে তো দেখাই যেত। তাই সে আবার বললো, তোমার নিকট কি আছে এবং তা কোথায় আছে বলো?

তিনি বললেন, আমার নিকট ৪০ টি স্বর্ণমুদ্রা আছে এবং তা আমার সাথেই আছে।

ডাকাতটি অনেক খোঁজাখোঁজির পরও তার নিকট কোন স্বর্ণমুদ্রা না পেয়ে ধমকের স্বরে বললো, তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছো? উত্তরে তিনি বললেন, আমি সত্যি কথাই বলেছি। ইতিমধ্যে ডাকাত দলের সর্দার উপস্থিত হয়ে বললো, আচ্ছা, তোমার স্বর্ণমুদ্রাগুলো কোথায় রেখেছ, বলতো। তিনি বললেন, আমার কোটের ভাজের মধ্যে মুদ্রাগুলো সেলানো রয়েছে।

তার কথা মতো মুদ্রাগুলো পেয়ে ডাকাত সর্দার বললো, তুমি তো বড় বোকা ছেলে! কারণ তুমি যদি আমাদেরকে এগুলোর খোঁজ না দিতে তাহলে কিছুতেই আমরা এগুলোর খোঁজ পেতাম না।

একথা শুনে বালক আব্দুল কাদের বললেন, আমি বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় আমার আম্মা বলে দিয়েছেন যে, হে আমার প্রিয়

https://smfoundationbd.com

ছেলে! সদা সত্য কথা বলবে। কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। তাঁর এই উপদেশের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি আজ তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছি।

সহজ সরল ছোট্ট এ কথাটি সর্দারের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করলো। সে ভাবতে লাগলো, ছোট এই ছেলেটি মায়ের কথা তিলে তিলে মেনে চলছে। অথচ আমি এই বুড়ো বয়সে উপনিত হয়েও আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে চুরি ডাকাতি করছি? মানুষকে কষ্ট দিচ্ছি?

না, তা হতে পারে না। একথা বলে সে বালক আব্দুল কাদেরের একটি হাত তার বুকে টেনে নিয়ে বললো, আমি তোমার সামনে তওবা করছি এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যে, আজ থেকে আর কোনদিন মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করব না এবং কোনদিন ডাকাতিও করবো না।

সর্দারের এ অবস্থা দেখে অন্যান্য ডাকাতদেরও মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল। তারাও তওবা করে বললো যে, আজ থেকে আমরাও ডাকাতি করবো না এবং কাউকে কষ্ট দিব না।

অতঃপর তারা সবাই সর্দারকে লক্ষ্য করে বললো, এতদিন যেমন অন্যায় ও খারাপ কাজে আপনি আমাদের সর্দার ছিলেন তেমনি এখন থেকে নেক ও সৎকাজের ব্যাপারেও আপনি আমাদের সর্দার থাকবেন।

সর্দার তাদের এ প্রস্তাব মেনে নিল এবং কাফেলার লোকদের থেকে লুণ্ঠিত যাবতীয় মালামাল ও টাকা-পয়সা ফেরত দিয়ে নিজেদের পথে চলে গেল। সত্য কথা বলার কারণে এভাবেই একটি পথভ্রষ্ট ডাকাত দল হেদায়েতের নূরে নূরান্বিত হয়ে সঠিক পথের সন্ধান পেল।

প্রিয় পাঠক! আমরা কি সদা সর্বদা জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্য কথা বলার সৎ সাহস দেখাতে পারি না? আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। আমীন ॥ ❑

https://smfoundationbd.com

হযরত আলী (রাঃ)-এর কারামত

একদা চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) একজন লোকের সাথে কথা বলছিলেন। কোন এক কথা প্রসঙ্গে লোকটি হযরত আলী (রাঃ) কে বললো, আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন।

আমীরুল মুমেনীন হযরত আলী (রাঃ) মিথ্যা কথা বলবেন, তা তো কল্পনাও করা যায় না। লোকটির কথা শুনে আলী (রাঃ) মনে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন। তিনি বললেন, তুমি আমাকে একটি মিথ্যা অপবাদ দিলে। আমি কি তোমার এ মিথ্যা অপবাদের জন্য তোমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করবো?

লোকটি ছিল চরম অহংকারী। তাই সে দাম্ভিকতা দেখিয়ে বললো, করুন না বদদোয়া।

হযরত আলী (রাঃ) এর হয়তো বদদোয়া করার ইচ্ছা ছিল না। কারণ ইচ্ছা থাকলে লোকটির কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সে যখন উদ্ধত ভাব নিয়ে চরম অহংকারের সাথে ব্যঙ্গ করে বললো, করুন না বদদোয়া তখন তিনি বদ দোয়া না করে পারলেন না। তাই তিনি বললেন, হে খোদা! তুমি তাকে অন্ধ করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি অন্ধ হয়ে গেল। এভাবেই মহান আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের দোয়া কবুল করে থাকেন।

শিক্ষা ঃ এ ঘটনা থেকে আমাদের এ শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন যে, সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে যে কোন কথা বলতে অত্যন্ত হুশিয়ারীর সাথে বলা উচিত। তাদের সমালোচনা ও দোষ ত্রুটি অন্বেষণ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। সর্বদা তাদের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব রাখতে হবে। বেয়াদবীমূলক কোন কথা কস্মিন কালেও মুখ দিয়ে বের করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি রাজী হয়ে গেছেন। ❑

https://smfoundationbd.com

প্রকৃত পক্ষে একেই বলে আমীর

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমরা দেওবন্দ থেকে কোথাও সফরে যাচ্ছিলাম। সাথে ছিলেন আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা এ'যায আলী (রাহঃ)। আমরা ষ্টেশনে পৌঁছে জানতে পারলাম ট্রেন আসতে কিছুটা দেরী হবে।

তখন আমাদের উস্তাদ আমাদেরকে একত্রিত করে বললেন– দেখ! হাদীস শরীফে আছে "যখন তোমরা কখনো সফরে বের হবে তখন একজনকে আমীর বানিয়ে নিবে।" তাই আমাদের উচিত আমাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়া।

তাঁর একথা শ্রবণ করে আমরা সকলেই বলে উঠলাম, হযরত! আমীর বানানোর কি দরকার? আমীর তো আমাদের আছেই?

তিনি জিজ্ঞেস করলেন– আমীর কে? আমরা বললাম, আপনি। কারণ আপনি আমাদের উস্তাদ। আমরা আপনার ছাত্র। হযরত বললেন– তাহলে আপনারা আমাকে আমীর বানাতে চান? আমরা বললাম জ্বী-হ্যাঁ। আপনাকে ছাড়া আর কে-ই বা আমীর হবে?

হযরত বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে। তবে মনে রাখবে, আমীরের প্রত্যেকটি কথাই কিন্তু মানতে হবে। কারণ আমীর তো তাকেই বলা হয় যার প্রতিটি নির্দেশ মান্য করা হয়।

আমরা বললাম, হযরত আমীর যখন বানিয়েছি, তখন ইনশা'আল্লাহ সব কথাই মেনে চলবো। হযরত বললেন, ঠিক আছে আমিই আমীর। তোমরা আমার নির্দেশ মেনে চলবে।

তারপর যখন ট্রেন আসলো, তখন তিনি আমাদের কয়েকজনের ছামান কিছু মাথায় ও কিছু হাতে নিয়ে ট্রেন অভিমুখে দিব্যি রওয়ানা দিলেন। আমরা বলতে লাগলাম, হযরত এ-কি সর্বনাশ করছেন আপনি! সামান পত্র আমাদের কাঁধে দিন। হযরত বললেন, আমি তোমাদের আমীর, তোমরাই আমাকে আমীর হিসেবে নির্বাচন করেছ। তাই আমার আদেশ মেনে চলা তোমাদের কর্তব্য। তোমরা আমাকে বোঝা উঠাতে দাও। অতঃপর সকলের ছামান পত্র নিজেই ট্রেনে উঠালেন। শুধু তাই নয়, পুরো সফরের কঠিন ও কষ্টদায়ক কাজগুলো তিনি নিজ হাতে সম্পন্ন

https://smfoundationbd.com

করেছেন। এতে কাউকে অংশ গ্রহণ করতে দেননি। আর আমরা যখনই কিছু বলতে চেয়েছি, তখনই তিনি বলেছেন– দেখ! তোমরাই তো আমাকে আমীর বানিয়েছ। আমীরের নির্দেশ মামুরদের মেনে চলতে হয়। তাই আমি যা বলি তা-ই শোন।

মুফতী শফী (রহঃ) বলেন, আমরা তাকে আমীর বানিয়ে যেন কেয়ামত ডেকে আনলাম। প্রকৃত পক্ষে একেই তো বলে আমীর!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোন ক্বওম বা জাতির নেতা তাদের খাদেম হয়ে থাকে।" উল্লেখিত ঘটনা ও হাদীসের আলোকে এ কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইসলামে আমীর বা নেতা হওয়ার অর্থ আরাম কেদারা আর শাহী গদীতে বসে নিজের মনমত হুকুম চালানো নয় বরং অধিনস্থদের সাথে মাঝে মধ্যে কাজকর্মে শরীক হওয়াও প্রকৃত আমীরের কাজ। ❑

স্বামীর কথা মানার আশ্চর্য ফল

হযরত আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা জনৈক সাহাবী জিহাদে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে একথা বলে গিয়েছেন যে, "তুমি সর্বদা ঘরের দু'তলাতেই অবস্থান করবে। কখনো নীচ তলায় নামবে না।"

নীচ তলায় স্ত্রীর পিতা বসবাস করতো।

একদা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তখন উক্ত মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং আপন পিতার সেবা-যত্ন করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন– "হে মহিলা! আল্লাহকে ভয় কর এবং স্বামীর নির্দেশ মেনে চল।"

অনুমতি না পেয়ে উক্ত মহিলা স্বামীর নির্দেশ মত দু'তলাতেই অবস্থান করতে থাকলেন। এ ঘটনার কয়েক দিন পর তাঁর পিতা পরজগতে পাড়ি জমালেন। তখন শোক প্রকাশ করার জন্য আবারও তিনি নীচ তলায় যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু এবারও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামীর নির্দেশের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে যেয়ে উক্ত মহিলাকে নীচে নামতে বারণ করলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং উক্ত মহিলার বাসভবনে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর পিতার

https://smfoundationbd.com

কাফন দাফন সমাপ্ত করে তাকে এই সুসংবাদ দিলেন যে, স্বামীর নির্দেশ মেনে চলার কারণে আল্লাহ তা'আলা (খুশি হয়ে) তোমার আব্বাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (দুররে মানসূর খন্ড-২ পৃঃ১৫৪)

উল্লেখিত ঘটনা পাঠ করে আজ থেকেই প্রত্যেক মা-বোনদের আন্তরিকভাবে এ প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, আমরা আর কোনদিন স্বামীর নির্দেশ অমান্য করবো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "স্বামী যদি স্ত্রীকে কালো পাহাড় থেকে পাথর স্থানান্তর করে সাদা পাহাড়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেয় তবে তাও স্ত্রীর জন্য পালন করা উচিত হবে।" অথার্ৎ এ কাজ যদিও নিষ্প্রয়োজন ও নিষ্ফল তথাপি স্বামীর আদেশ পালনার্থে তার জন্য এ কাজ করা জরুরী হয়ে পড়ে। এখন বুঝে নিন স্বামীর আদেশ পালন করা কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ❑

আলেমের বুদ্ধি পরীক্ষা

আজকাল কিছু কিছু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি(?) মনে করেন, আলেমরা কিছুই জানেন না। দুনিয়া সম্পর্কে এদের কোন গভীর জ্ঞান নেই। তাই তারা আলেমদেরকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। পূর্বেকার যুগেও এ জাতীয় কিছু বুদ্ধিজীবি ছিল। তাদেরই একজনের ঘটনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। যদ্বারা আপনারা বুঝতে সক্ষম হবেন যে, সত্যিকার অর্থেই আলেমগণ গভীর জ্ঞানের অধিকারী কিনা?

এক বাদশাহ আলেমদেরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি মনে করতেন আলেমদের জ্ঞানের সাথে কোন জ্ঞানের তুলনা হয় না। কিন্তু তার মন্ত্রী কিছুতেই একথা মানতে চাইতো না। তিনি বরাবরই এ ব্যাপারে বাদশাহের সাথে মতবিরোধ করে আসছিলেন।

একদিনের ঘটনা। বাদশাহ একটি পুকুর পাড়ে বৈকালিক ভ্রমন করছিলেন। তার সাথে মন্ত্রীও ছিলেন। হঠাৎ তিনি এক মাদরাসার ছাত্রকে কিতাব নিয়ে ঐ পথ অতিক্রম করতে দেখলেন। তিনি মনে মনে বললেন, আজকেই পরীক্ষা হয়ে যাবে। আলেমরা বেশী জ্ঞানী নাকি অন্যান্য শিক্ষিত লোকেরা বেশী জ্ঞানী।

যাহোক বাদশাহ ছাত্রটিকে কাছে ডেকে আনলেন এবং তার সামনেই

https://smfoundationbd.com

মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন-

মন্ত্রী মহোদয়! বলুন তো এই পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে?

মন্ত্রী চিন্তায় পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, প্রথমে এই পুকুরের পাশে আরেকটি পুকুর কাটতে হবে। তারপর গ্লাস ভরে ভরে এই পানি সেই পুকুরে রাখতে হবে। সম্পূর্ণ পানি শেষ হলে বুঝা যাবে এই পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে?

এবার বাদশাহ ছাত্রটিকে বললেন, বাবা তুমি বলতো এই পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে?

ছাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে বললো, জনাব এ প্রশ্নটি আসলে ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এখানে গ্লাস কত বড় তা বলা হয়নি। যদি গ্লাসটি পুকুরের সমান হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এই পুকুরে এক গ্লাস পানি রয়েছে। আর যদি গ্লাসটি পুকুরের অর্ধেক হয় তাহলে এতে দুই গ্লাস পানি আছে। এভাবে পুকুর ও গ্লাসের আনুপাতিক হার অনুযায়ী হিসাব করে নেয়া যাবে যে, পুকুরে কত গ্লাস পানি আছে।

ছেলেটির জবাব শুনে বাদশাহ মন্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, এবার দেখুন তো কার জ্ঞান বেশী। প্রশ্ন অনুযায়ী আপনার জওয়াবটি যথেষ্ট হয়নি। অথচ সাধারণ একজন মাদরাসার ছাত্র একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত জবাবে সমস্ত জটিলতা নিরসন করে দিয়েছে। সুতরাং আলেমদের প্রতি আপনার ধারণা পাল্টিয়ে ফেলা উচিত। এতে মন্ত্রীর ধারণা বদলে গেল এবং আলেমদের প্রতি তার সীমাহীন শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হলো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, (১) যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? কখনোই নয়। (২) আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলেমরাই তাঁকে প্রকৃত ভয় করে। এক হাদীসে আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ করে না এবং আলেমদের তাযীম করে না সে আমার দলভুক্ত নয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আলেমদের মর্যাদা বুঝে সে অনুযায়ী তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করার তাওফীক দিন। ❑

https://smfoundationbd.com

সোনালী উপদেশ মালা

১। সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে অলসতা করো না। তোমার শাসনের বেত্রাঘাতে তার জীবনপাত হবে না। কিন্তু এই সামান্য আঘাতে তার জীবনের মোড় জাহান্নামের দিক থেকে জান্নাতের দিকে ফিরে যেতে পারে। -হযরত সোলাইমান (আ:)

২। শরীয়তের একটি বিন্দু মুছে যাওয়া আসমান-যমীন স্থানচ্যুত হয়ে যাওয়ার চাইতেও বেশী গুরুতর। ঐ

৩। আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত পেয়ে গর্বিত হওয়ার নাম অহংকার। তবে এই নেয়ামতকে আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান মনে করে নিজের অযোগ্যতার কথাটা স্মরণ করার নাম-শোকর।

- হযরত থানভী (রহঃ)

৪। যে সব লোক আলেমগণকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অপমানিত করে , জন সমক্ষে হেয় করার উদ্দেশে তাদের সমালোচনা করে, তাদের মুখ কিবলার দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। কারও সন্দেহ থাকলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। -মাওঃ গাঙ্গোহী (রহ:)

৫। প্রকৃত লোকেরা কম কথা বলে কিন্তু কাজ করে অনেক বেশী।

-হযরত থানভী (রহঃ)

৬। নিজে সব সময় ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকো। অন্যে তোমার উপর ইনসাফ করল কি না তার পরওয়া করো না।

-শায়খ জাস্‌সাস (রহঃ)

৭। তুমি যা শিক্ষা গ্রহণ করলে তা যদি তোমার বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে না পার তবে তুমি মস্ত বড় বোকা। -শেখ সাদী (রহঃ)

৮। জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ। যেখানে পাও সেখান থেকেই তা সংগ্রহ কর। -আল-হাদীস।

৯। পর্দা নারীর অধিকার হরণ বা ঘরকুণো করণ নয়। বরং পর্দা হল নারীর ভূষণ। - আইয়ূবী

https://smfoundationbd.com

১০। ভদ্রতা চেহারা বা পোষাকে নয়। আচরণই প্রমাণ করবে তুমি কে?
– লোকমান হাকীম (রহঃ)

১১। অত্যাচারীকে ক্ষমা করা মজলুমের প্রতি অবিচার করার নামান্তর।
– হযরত ওমর (রা:)

১২। প্রকৃত বিনয় কাকে বলে জান? সম্মুখে যাকে দেখ তাকে তোমার চেয়ে উত্তম মনে করার নামই প্রকৃত বিনয়। –হযরত উসমান (রা:)

–সংগ্রহেঃ উম্মে সা'দিয়া

তথ্যপঞ্জি

১। তাফসীরে কাসসাফ
২। বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ
৩। মাসিক মদিনা
৪। মাসিক রহমানী পয়গাম
৫। মাসিক আদর্শ নারী
৬। মাসিক আদর্শ রমণী
৭। মাসিক মুঈনুল ইসলাম
৮। মাসিক দাওয়াতুল হক
৯। মাসিক রহমত
১০। গজনবীর দেশ থেকে সোমনাথের পথে
১১। অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ

সমাপ্ত

https://smfoundationbd.com

আল্লাহ্প্রেম, আত্মশুদ্ধি ও জীবন গঠনের লক্ষ্যে আমাদের প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ

- তাফসীরে আমপারা
- আখলাকুন নবী ﷺ
- নবী অবমাননার শরয়ী বিধান
- রাসূলের (ﷺ) গৃহে একদিন
- কেমন ছিলেন রাসূল ﷺ?
- আউলিয়ায়ে কেরামের সিয়াম সাধনা
- রমজানের আধুনিক জরুরি মাসায়েল
- আদর্শ শিক্ষক রাসূল ﷺ
- আদর্শ সন্তান
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইলমে হাদীস
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্মারকগ্রন্থ
- আলোকিত জীবনের সন্ধানে [১ম ও ২য় খণ্ড]
- দাওয়াত ও তাবলীগের রূপরেখা
- ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা
- কুরআন আপনাকে কী বলে?
- কুরবানির ইতিহাস ও মাসআলা-মাসায়েল
- কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি (১ম-৩য় খণ্ড)
- মহিয়সী নারীদের দিনরাত
- ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ
- তাকবিয়াতুল ঈমান
- কিয়ামত কবে হবে
- তওবার বিস্ময়কর ঘটনা
- বেহেশতী জেওর বাংলা [১ম-৫ম]
- বেহেশতী জেওর বাংলা [৬ষ্ঠ-১০ম]
- বিশ্ব কবিদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ
- বিপদ কেন ও মুক্তি কোন পথে?
- মাযহাব মানি কেন?
- মাসায়েলে মাইয়্যিত
- মুসলিম রমণী
- রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ ﷺ [১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড]
- শবে বরাত ও শবে কদর : করণীয় বর্জনীয়
- আত্মীয়-স্বজনের হক ও হুকূকুল ইবাদ
- সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম
- আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের অজিফা
- চির অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায়

উপন্যাস

- গুমরে মরি একলা ঘরে
- বেলা অবেলার মঞ্চ

The Bright
Design:Zakir
Ph:01715767586

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

https://smfoundationbd.com